

পুজোয় দেবী আসেন, আর মণ্ডপে মণ্ডপে তৈরি হয় আরও একদল তারকা। কেউ ফিতে কেটে উল্লসিত হয়ে আনন্দে আসেন, কেউ গান, নাচ কিংবা সঞ্চালনায় দর্শকের মন জেতেন। কয়েক মিনিটের উল্লাসেরও কখনও সামাজিক পরিচয়ের বড় মঞ্চ হয়ে ওঠে।

পুজোস্তার

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদা হাজা চুলকানি

মহা তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান

মনমোহন জাদু মলম

Ph : 9830303398



শিলিগুড়ি ২৩ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 11 October 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ • www.uttarbangesambad.in Vol No. 47 Issue No. 145

রাত ১০টা পর্যন্ত বন্ধ রাজধানীর ৪৫টি মেট্রো স্টেশন

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচি ডেকেছিল ককরোচ জনতা পার্টি

দিল্লি পুলিশ বিমানে উঠে আটক করে সিজের প্রতীকিতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রান্নাকে

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদের ঢেউ। আটক হাজার হাজার

প্রতিবাদেই চণ্ডীপাঠ

প্রিজন ভ্যানে মমতা, আটক আরও ৩ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। তাতে শামিল হবে বলে আগাম ঘোষণা ছিল বামপন্থীদের। কিন্তু দিল্লি পুলিশ আটক করায় সংবাদ শিরোনামে চলে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে তার দলের বিপর্যয়ের পর রাজ্যে কোণঠাসা অবস্থায় এই ঘটনা যেন তাঁকে অক্সিজেন জোগাল। প্রথমে প্রিজন ভ্যানে, পরে আটক থাকা জায়গায় চড়া সুরের বক্তব্যে মমতা যেন ফিরলেন অতীত দিনের বিরোধী নেত্রীর ভূমিকায়। সন্ধ্যায় অবশ্য পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়।

একসময় যুব কংগ্রেস সভানেত্রী এবং পরে তৃণমূল নেত্রী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ঘোর বাম জমানায় একাধিকবার গ্রেপ্তার, আটক হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল গত শতকের নয়ের দশকে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়ও আটক করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তারপরে তিনি ১৫

RAMKRISHNA IVF CENTRE

Delivering A Miracle

আপনার শুভ্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে

IVF TEST TUBE BABY

IUI-ICSI

Isar আইএসআর মানবতাপূর্ণ IVF সেন্টার

আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছেন তিনি। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার মহালয়ার দিন নয়াদিল্লির বৃক্ক আটক হওয়ায় তিনি ফের আলোচনার কেন্দ্রে। নয়াদিল্লির সাউথ অ্যান্ডিনিউরে দলীয় সাংসদদের নিয়ে যন্তরমন্তরে যেতে চাইলে পুলিশ তাঁকে বাধা দেয়। তখন রাস্তার ধারে একটি বাসস্ট্যান্ডের সামনে প্লাকার্ড হাতে বসে পড়েন তিনি। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়ন, সাংসদ দোলা সেন, সমীরা ইসলাম, লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল এবং প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখালে। মুখে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানান তারা।

পুলিশ সেই প্রতিবাদ বরদাস্ত করেনি। সাংসদদের সঙ্গে মমতাকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রিজন ভ্যানে বসে সমাজমাধ্যমে তিনি অভিযোগ করেন, তাঁকে কিডন্যাপ করেছে দিল্লি পুলিশ। দলীয় সাংসদদের সঙ্গে 'আয় মেরে ওয়ায়তা কে লোগো, জরা আঁখ মেরে লো পানি' সহ একের পর গান ধরেন তিনি। তার কথায়, 'জরুরি অবস্থাকেও ছাপিয়ে গেল। দেশে এখন সুপার এমার্জেন্সি।'

শুধু মমতা নন, যন্তরমন্তরে যেতে গিয়ে আটক হন আরও তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তারা হলেন দিল্লির অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কেরলের পিনারায়ি বিজয়ন এবং মালিক সরকার। লোধি এস্টেটের বাইরে কেজরিওয়ালকে আটক করে চ্যাবদোলা করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নজরগড়ের জাফরপুর থানায়। গুরুত্বপূর্ণ আটক হন বিজয়ন ও মালিক।

কেজরিওয়াল পরে বলেন, 'মোদির স্বৈরশাসনে আমরা ভয় পাচ্ছি না।' বিজয়নের অভিযোগ, মোদি সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আটক করে ঘটনার পর ঘটনা ধরে দিল্লিতে যোরাচ্ছে। তার কথায়, 'মোদি যে আতঙ্কিত, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।' মমতার অভিযোগ, শান্তি বজায় রাখা এবং সংঘাত থাকা জরুরি বটে, কিন্তু যেভাবে প্রতিবাদীদের আটকানো হচ্ছে, তা দেশের ও সাধারণ মানুষের পক্ষে ভালো নয়।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা যন্তরমন্তর অভিযানে তাঁর দল যোগ দেবে বলে শুক্রবারই ঘোষণা ছিল।

আমাদের প্রতিবাদ শুরুর আগেই মোদি হার মেনে নিয়েছেন।

-অভিজিৎ দীপকে

প্রতিষ্ঠাতা, ককরোচ জনতা পার্টি

মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও জনাদেশ মেনে নেওয়ার বদলে সংবিধানকে সামনে রেখে অরাজকতা তৈরি করতে চাইছে বিরোধীরা।

-নীতিন নবীন

সর্বভারতীয় সভাপতি, বিজেপি

দিল্লির দুর্গে ধাক্কা

জেন জেডের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : যন্তরমন্তর অভিযান আটকাতে গিয়ে দেশের রাজধানীকেই অবরুদ্ধ করে ফেলল দিল্লি পুলিশ। ব্যারিকেডে মোড়া ছিল দিল্লি। যন্তরমন্তরে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড এবং কাঁটাতারের ঘিরে ফেলা হয়েছিল এলাকা।

'পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীতে ছয়লাপ করে জেন জেড-এর বিরুদ্ধে রণংদেহি মেজাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল। চলল তল্লাশি, মাইকে সতর্কবার্তা। কোথাও জমায়েত বা স্লোগান উঠলেই গিয়েছে পুলিশ।

SV - 4455 Special

Support : 9830774339/9855797834

svranchemicals@hotmail.com

SUBHAM HOSPITAL

বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?

এনজিওগ্রাফি - এনজিওপ্লাস্টি পেসমেকার প্রতিস্থাপন

98005 22229 / 81700 54106

অন্যত্র পৌঁছে গিয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বিশাল পুলিশবাহিনী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছে আর বেপরোয়া ধরপাকড় করেছে। শনিবার খুব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজপথে চলে পুলিশ আর বিক্ষোভকারীদের লুকোচুরি। বিজেপি অবশ্য প্রচার করছে, প্রতিবাদ ফ্লপ হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বলেন, 'মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও জনাদেশ মেনে নেওয়ার বদলে সংবিধানকে সামনে রেখে অরাজকতা তৈরি করতে চাইছে বিরোধীরা।'

তিনি বলেন, 'দেশে বিপজ্জনক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের অধিকাংশ শান্তিপূর্ণভাবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পবিত্রতা বজায় রাখার নিদান হিন্দু পরিষদের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : পুলিশ-প্রশাসন-দল-সংগঠন, সব মিলেমিশে একাকার। দুর্গাপুজোয় অতিসক্রিয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

একাধিক ক্লাব কমিটি ও পরিষদ কতদূর দাবি, পুজো সংক্রান্ত একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল শহর শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ভবনে। স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনই নাকি তার আয়োজক ছিল। অথচ, সেখানে কার্যত নির্দেশিকা জারি করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পদাধিকারীরা। ক্লাবকতারা সেই বক্তব্যকে প্রশাসনিক হিসেবেই দেখাচ্ছেন এবং পদে পদে মেনে চলবেন বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিতর্ক বুঝে কমিশনারের টের এক পদস্থ কর্তা শনিবার জানিয়েছেন, কোনও সংগঠন এধরনের নির্দেশিকা দেয়নি।

পরিষদের নির্দেশ, এবার দুর্গাপুজোয় মণ্ডপে মণ্ডপে সপ্তসতী পাঠ করতে হবে। দেবীদুর্গা বা আদিশক্তির মহিমা, অসুরদের বিরুদ্ধে দেবীর যুদ্ধ এবং অশুভ

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা

ORMACOMIN

সুপার অগ্রো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

করবেন দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তির সদস্যরা। সপ্তসতী থেকে নবমী অবধি যে কোনও দিন তাঁরা পুজোমণ্ডপে পৌঁছে যাবেন। এছাড়া, পরিষদের তারফে গীতা বিলি করা হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তারফে

বিপ্লবী বাড়িতে ধারে এল পুজোর পোশাক

রামসিংহাসন মাহাতো

বাবার উপার্জন শূন্য। তবু পুজোর আগে মিলনি ড্রেসেস থেকে বাকিতে এল নতুন পোশাক। মা বোনাস পেয়ে কিছু টাকা দিয়ে আর বাকিটা পরে দেব বলে নিয়ে এসেছেন। তিনি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও ভিএইচপি'র উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসলের বক্তব্য, 'আমরা পুজো কমিটিগুলিকে শুধুমাত্র আবেদন জানিয়েছি। এ রাজ্যে দুর্গাপুজোতে নানাদরনের রীতি রয়েছে। আমরা পবিত্রতা বজায় রাখতে বলেছি।' শিলিগুড়ি পুলিশের এক কতর কথায়, 'পুজো কমিটিগুলিকে ডাকা হয়েছিল। প্রতিনিধিরা নিজেদের প্রস্তাব রেখেছেন। কাউকে কেউ জোর করেছে বলে জানা নেই।'

সপ্তসতী পাঠের ব্যাপারে লক্ষ্মণের দাবি, এর আগে হাতেগোনা কয়েকটি পুজোমণ্ডপে পাঠ হত। রাজ্যে পাল্লাবদলের পর সংগঠনের কার্যক্রমের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ধরে খবরের কাগজকে এভাবেই তিনি এড়িয়ে আসছেন। বাবার বিষয়ে স্পিকটি নট। জানতে গিয়েছিলাম, নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন এবং চারু মজুমদারের সিপিআই (এমএল) জন্ম নেওয়ার অনেক আগে যে বাড়ির বাবা-মা দুজনেই ছিলেন নিষিদ্ধ যোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তাঁদের ছেলেমেয়েদের পুজো কাটত কীভাবে?

গত শতকের পাঁচের দশকে শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনীর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন চারু মজুমদার। তখন পুজোয় প্রতি বছর নাটক হত মিত্র সম্মিলনীতে।

এক সন্ধ্যা একের গল্প শোনালেন অভিজিৎ। 'ছোড়দির সঙ্গে গানের রেওয়াজ করছি। বাড়িতে মা নেই। পাশের বাড়িতে কী একটা কাজে গিয়েছেন। হঠাৎ পুলিশের ভারী জুতার আওয়াজ। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। আমরা গান বন্ধ করে ঘরের মাঝখানে দাড়িয়ে আছি। সেবার অবশ্য পুলিশ বাড়িতে বারাকে পায়নি। বাবা ছিলেন না।' তবে বাবার জেল যাওয়া এবং জেল থেকে ফেরা নিয়ে ছেলেমেয়েরা খুব বেশি ভাবিত হতেন না।

চারু মজুমদারের এয়ারলাইন্সের নীল রঙের একটা ব্যাগ ছিল। তাতে লুপ্ত-গাছা সহ জেলখানার পোশাক রেডি থাকত। পুলিশ এলে তিনি ওটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। শুধু সন্ধ্যা নয়, শেষরাতেও পুলিশ দরজায় টোকা দিত। 'চারুবাবু, থানা থেকে আসছি।' অভিজিৎ জানান, ওই টোকা শুনে মা উঠে চারের জল বসাতেন। 'বাইরের লম্বা বৈষ্ণে বসুন। চারের জল বসিয়ে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাগানে বাগানে বোনাস অশান্তিতে ফাঁপরে বিজেপি

জয়বীরপাড়ায় অযোযিত লকডাউন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও শান্ত বর্মন

বীরপাড়া, ১০ অক্টোবর : মহালয়ার সকালে অযোযিত লকআউট চা বীরপাড়া থানার জয়বীরপাড়া বা গাগানে। বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শুক্রবার সন্ধ্যায় বাগান ছেড়েছেন। বাগান পরিচালন সংস্থা সূত্রের খবর, দুজনেই ইস্তফা দিয়েছেন। শনিবার সকালে বীরপাড়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরের সামনে ভিড় করেন জয়বীরপাড়ার শ্রমিকরা। আবার মালিকপক্ষ কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ায় ওই অফিসের সামনে ভিড় করেন দলমোড়, ডিমডিমা ও ফালাকাটার তাসাটি চা বাগানের শ্রমিকরা। ওই তিন বাগানের ম্যানেজারকে এদিন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি শশী সুনওয়ারা।
জয়বীরপাড়ার শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি সমস্যা মেটাতে সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে ডিস্ট্রিক্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকে ১৪ অক্টোবর বকেয়া মিটিয়ে দিতে রাজি হলেও এক দফায় ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানায় জয়বীরপাড়া কর্তৃপক্ষ। এনিয়ে শুক্রবার জলপাইগুড়িতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা ছিল। এদিন জয়বীরপাড়ার সমস্যা নিয়ে বীরপাড়ায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আয়োজন করা ছিল। তবে ম্যানেজাররা ইস্তফা দেওয়ায় বাগানের কেউ আসেননি।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

মেঘ : নিজস্ব উদ্যোগের ফল পাবেন। প্রেমের ব্যাপারে দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে। রাজনীতিকরা খুব সতর্কভাবে কথাবালাও বলুন। সামান্য কথার ভুলে গভীর সংকট তৈরি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা।
বৃব : অধ্যাপনা, গবেষণার সঙ্গে যুক্তদের এ সপ্তাহে সাফল্যের সম্ভাবনা। প্রিয় বন্ধুর হস্তক্ষেপে দাম্পত্য সমস্যা মিটে যেতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। মাথা এবং চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। এ সপ্তাহে পড়ায়ের সাফল্য মিলবে।
মিথুন : অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য এবং দূরবর্তী স্থানে ব্যবসার শাখা বিস্তার। নতুন, জমি, বাড়ি, গাড়ি, অলংকার কেনার সুযোগ মিলবে। শেয়ার, ফাটকার প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সমর্থনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের

সুনজরে পড়বেন।
কর্কট : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধ। বেদ-পুত্রান চর্চা ও সাধুসন্তদের সেবায় মানসিক শান্তি মিলবে। অকারণে সপ্তাহে একে উপদেশ দিতে যাবেন না। এ সপ্তাহে নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেমে শুভ।
সিংহ : কর্মক্ষেত্রে জটিলতার জেরে বিকল্প কাজের সন্ধানে যেতে হতে পারে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে এ সপ্তাহে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা। পৈতৃক ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা।
কন্যা : কর্মক্ষেত্রে বিনিয়ী মনোভাব নিয়ে চললে বিরোধীরা পেয়ে বসবে। পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের কোনও ব্যক্তির সহায়তা কান দেবেন না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে না গিয়ে কথাবাতায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। সুষ্ঠুশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে।

তুলা : এ সপ্তাহে প্রযোজনীয় অর্থ হাতে পেতে পারেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। শারীরিক সমস্যা অল্পবিস্তর ভোগাবে। কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ সময়। যে কোনও রকমের বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।
বৃশ্চিক : সপ্তাহজুড়ে পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। ভাইয়ের সহায়তায় কঠিন কাজের সমাধান হয়ে যাবে। ললিতকলার চর্চায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দেশের বাইরে যেতে হতে পারে। হাটু, কোমর এবং পায়ের যত্নগায় দুর্ভোগ।
ধনু : কর্মক্ষেত্রে আনন্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় আনন্দ। শত্রু মোকাবিলায় আইনি পন্থাই সমাধান করতে সক্ষম হবেন। স্বজনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হলেও সপ্তাহশেষে মিটে যাবে। কাজকে বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন।
মকর : অকারণে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে এ সপ্তাহে উদ্বেগ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে। জমি, বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত এখনই

নেবেন না।
কুম্ভ : কোনও লোভনীয় প্রস্তাব পেলেও তা বাড়ির জায়গায় সন্দেহ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। অংশীদারি ব্যবসায় এখন না নামাই ভালো হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য মিলবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি।
মীন : প্রতিবেশীর কথায় নির্ভর করে বাড়ির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থতা ও মানসিক অবসাদ সঞ্চারিত। দাদীসানিতায় ভালো সুযোগ নষ্ট করে ফেলবেন। স্পষ্ট কথায় বিভ্রম্নায় সমস্যা বাড়বে।

দিনপঞ্জি

২৩ আশ্বিন, ভাঃ ১৯ আশ্বিন, ১১ আশ্বিন, ২৩ আহিন, সংবৎ ১৫০২, ২৯ বিধঃ সানি।
সূঃ উঃ ৫৩৫, অঃ ৫১৩। রবিবার, প্রতিপদ রাাত্রি ৮৩৯। চিত্রানক্ষত্র রাাত্রি ১০৩৯। বৈশ্বতিযোগ রাাত্রি ১০১২। কিম্বল্লকরণ দিবা ৮৩৬ গতে বালবকরণ রাাত্রি ৮৩৯ গতে বালবকরণ।
জন্মে-কন্যারামি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ

অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১০১২৩ গতে তুলারামি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাাত্রি ১০৩৯ গতে বেণগ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃত্যু-একপাদদোষ, রাাত্রি ৮৩৯ গতে দ্বিপাদদোষ।
যোগিনী- পূর্বে, রাাত্রি ৮৩৯ গতে উত্তরে।
বারবেলাদি ৯৫৬ গতে ১২৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ১২৫৭ গতে ২৩০ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫৩ গতে পূর্বে উত্তরে নিষেধ, রাাত্রি ৮৩৯ গতে যাত্রা নাই, রাাত্রি ১২১২৫ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্মে পশ্চিমে নিষেধ। শুভকরা- রাাত্রি ১২১২৫ গতে গভাঘনা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্বিগু ও সপ্তিগুন। পূর্বাহ্ন ৯১৮ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপাদাদিকল্পারম্ভ ও প্রতিপদবিহিত পূজা প্রশস্তা এবং দেবীর নবরাত্রিক ব্রতরম্ভ।
অমৃতযোগ-দিবা ৬৩২ গতে ৮৪৫ মধ্যে ও ১১৪২ গতে ২১৪০ মধ্যে এবং রাাত্রি ৭১৮ গতে ৯১১২ মধ্যে ও ১১১৪৬ গতে ১১২৯ মধ্যে ও ২১২১ গতে ৫৩৬ মধ্যে।
মাহাস্ত্রেযোগ-দিবা ৩১২ গতে ৪১১৯ মধ্যে।

পাত্র চাই	পাত্র চাই	পাত্র চাই	পাত্রী চাই	পাত্রী চাই	পাত্রী চাই	পাত্রী চাই	পাত্রী চাই
■ রায়, 30৪/5°-3", H.S. পাশ, নার্সিং স্টাফ, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত সরকারি চাকরাজীবী পাত্র কাম্য। যত্ক চিন্তাশ্রয়োজন। শুধু অভিভাবকই ফোন করবেন। (M) 9883550367. (C/113907) ■ কায়স্থ, ডাক্তার, 39/5°-2", স্লিম, সুন্দরী, শিলিগুড়িতে প্র্যাকটিস, পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার সরকারি অফিসার পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 6909906785, 7679667476. (C/123594) ■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ দর্, ৫৭২৯ বছর বয়সি, M.A. পাশ, ফর্ম, দেবারিগণের পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/ সরকারি/বেসরকারি চাকরিরাজীবী, অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সি পাত্র চাই। Caste no bar, ঘটক নিম্প্রয়োজন। 7001636408. (C/124111) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সন্তান্ড কায়স্থ পরিবার, ফর্ম, সূত্রী, সুন্দরী। Ph.D. উত্তরা, 40/5°-2", একমাত্র কন্যা, কুড়ি রাশি, দেবারিগণ। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9883794030 (8 P.M. – 11 P.M.). (C/124142) ■ পাত্রী মণ্ডল, শিলিগুড়ি নিবাসী, 24৪/5°-4", M.A., B.Ed. পা৊রত, ফর্ম, সূত্রী, স্লিম, এরূপ পাত্রীর জন্য 30-এর মধ্যে দাবিহীন পাত্র চাই। ঘটক নহে। 8509৪60101 (6 P.M. – 9 P.M.). (C/124143) ■ 29/5', M.A., ফর্ম, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি, MNC কর্মরত পাত্র কাম্য। (M) 786602৪৪8. (C/113910) ■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাথমিক শিক্ষকার (SC/36) জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী চাকরিরাজীবী পাত্র চাই। (M) 779794705. (C/124135) ■ কায়স্থ (নন্দী), 28/5', B.Ed., ফর্ম, সূত্রী পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। চাকরিরাজীবী পাত্র অগ্রগণ্য। যত্ক চাই না। (M) 9702659705. (C/123349) ■ ফর্ম, 5°-3"/31+, B.A. (Hons.), M.A. (Eng.), B.Ed., পিতা-মাতা Retd., একমাত্র কন্যা, সরকারি চাকরিরাজীবী পাত্র অগ্রগণ্য, কুটুম্ব। Mob : 9475250270, কোচবিহার। (C/124130) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর, M.A., পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7047934466. (C/124148)	■ কোচবিহার নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 30/5°-6", M.Sc., LLB (IIT, KGP), সূত্রী, ফর্ম পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। বর্তমানে দিল্লীতে MNC-তে কর্মরত। M.No. 6290692103. (C/123729) ■ কায়স্থ, 32/5°-6", Triple M.A. (একমাত্র কন্যা), শিক্ষকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। কোচবিহার শহর অগ্রগণ্য। (M) 83899৪8877, 8617473211. (C/123730) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.A. (ইংরেজি), প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকা। গান জানে। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242412769. (C/124139) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৯, M.Sc., ICDS কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই, কাস্টবার নেই। 9242547789. (C/124139) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 28৪/5°-2", ফর্ম, সূত্রী, B.Sc., সরকারি কর্মচারী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। Mobile No. 9749323997. (C/124140) ■ কায়স্থ, 28, গ্র্যাজুয়েট, GNM (Nurse), সরকারি চাকুরে, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য পাত্র কাম্য। ম্যট্রমিনি নয়। 9647826532. (C/124127) ■ শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Sc., B.Ed., 29/5°-6", সূত্রী, বালেশ্বর E.MRS স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য সরকারি কর্মরত পাত্র চাই। 9883946162. (C/124146) ■ বয়স ৩১/৫°-১", B.A. LLB, বাঙালি খ্রিস্টান। শিক্ষিত, ভদ্র, সরকারি কর্মচারী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ধর্মের কোনো বাধা নেই। (M) 9679692349. (C/124145) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৬+, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/124148) ■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.Sc. (Math), সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/124148) ■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, MBBS, MD রাণি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 7478203371. (C/124148)	■ 37, শর্ট ডিভোর্স, স্কুল টিচার, ভালো মনের সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী পাত্র কাম্য। ফোন নং- 96793881202, সিরিাস হয়েই কল করবেন। (C/124150) ■ যোষ, কুলীন, ৩২ বছর, ৫ ফুট ৫", আর্কিটেক্ট, হায়দ্রাবাদে কর্মরত, এমন পাত্রীর জন্য হায়দ্রাবাদে কর্মরত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9474415421. (K) ■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৭, B.Tech., ব্যঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা। এরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9382435745. (C/124139) ■ ব্রাহ্মণ, 31/5', নিমসন্তান ডিভোর্সি, সূত্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী, ইঞ্জিনিয়ার পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9933884229 (M), 9563830078 (W). (C/124151) ■ কোচবিহার, কায়স্থ দত্ত, 30/5°-1", Govt. GNM নার্স। স্থায়ী সরকারি সুচারি পাত্র কাম্য। সরাসরি-(M) 7872347198. (C/123734) ■ পূর্ববঙ্গ কুলীন কায়স্থ, বর্তমান মালবাজার নিবাসী, বিএসসি, বিএড পাশ, শ্যামলা, সূত্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। মোঃ নং-8597362509. (B/B) ■ পাত্রী রাজবংশী, 32/5°-4", B.A. (Hons.), B.Ed., ফর্ম, সূত্রী। উপযুক্ত চাকরিরাজীবী পাত্র কাম্য। মোঃ 7584083311. (D/S) ■ ডিভোর্সি, 26/5°-3", পরমা সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য ভালো, ভদ্র, শিক্ষিত পাত্র চাই। 9144411189. (C/124211) ■ জেনারেল, 28/5°-3", M.Sc., B.Ed., গভঃ প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকা, সুন্দরী, গান জানা পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 7407777995. (C/124211) ■ যোষ, 22/5°-3", B.A. (Eng.), সুন্দরী, ঘরোয়া, পিতা Rtd. গভঃ কর্মচারী, বাড়িতে কোটিং সেন্টার চালায়, এই পাত্রীর জন্য একটা ভালো পাত্র চাই। 9733066658. (C/124211)	■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৬/৫°-৯", কেঃ সরকারি কর্মচারী। ২৭-৩০ বয়সের মধ্যে অনার্স গ্র্যাজুয়েট (শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন) ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। মোঃ 9434221839. (C/124147) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০ বছর, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সূত্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/124148) ■ পূঃ বঃ, একমাত্র পুত্র, উঃ মাঃ, ব্রাহ্মণ, কলকাতায় সরকারি বিদ্যালয়ে স্থায়ী র্কার্ক, 40/5°-7", নিজস্ব ফ্ল্যাট ও গাড়ি, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। সূত্রী, স্মার্ট, 32 ডিফের ব্রাহ্মণ, বেদা, কায়স্থ পাত্রী চাই। দাবিহীন, শিলিগুড়ি পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। (M) 9832084600. (C/124211) ■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫+, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য সূত্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/124148) ■ বাক্কজীবী পাল, 30+৫°-2", মাধ্যমিক, মালবাজার নিবাসী, কাকড়ের ব্যবসা, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুপাত্রী চাই। (M) 8001996963. (C/124207) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৫, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সূত্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/124148) ■ জেনারেল কাস্ট, ২৯/৫°-৭°, মোকানিয়াল (ইঞ্জিনিয়ার, ১০ বছর উত্তরবঙ্গে (শিলিগুড়ি) কর্মরত, হুগলি নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৬, জেনারেল কাস্ট পাত্রী কাম্য। (M) 9564751650, 9733163686. (C/124152) ■ পাত্র রাজবংশী, 28/5°-10", BE, সরকারি ব্যাংক কর্মী, পিতা Retd. LIC Officer, মা স্কুল শিক্ষকা, একমাত্র সন্তানের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগ্যযোগ। 9476358685. (C/124149) ■ ব্রাহ্মণ, 33/5°-9", কোচবিহার নিবাসী, B.Tech., বেঃ সং চাকরি (Kol), পিতা-মাতা পেনশনার, এক বোন, উত্তরবঙ্গ নিবাসী উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9474829167, 9434937888. (C/123732)	■ কোচবিহার, কায়স্থ, 5°-7", একমাত্র পুত্র, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব ব্যবসা, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সূত্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/124154) ■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 37+৫°-2", B.Com. পাশ, গভঃ সাপ্লায়ার ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/124207) ■ 33/5°-9", নরগণ, কোচবিহার নিবাসী, SBI-তে ম্যানেজার পদে কর্মরত, সুব্রধা পাত্রের জন্য 5°-3" উচ্চতা উর্ধে, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7047915118, 8116243272. (C/123733) ■ উঃ বঃ, বয়স 26+, উচ্চতা 5°-9", B.Tech., গুজরাটে কর্মরত। বাবা ব্যবসায়ী, মা স্বাস্থ্যকর। একমাত্র সন্তান। B.Tech./MBA, চাকরিরাজীবী পাত্রী কাম্য। মোঃ 9933874970. (D/S) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, MBA, সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য সূত্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/124148) ■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বণিক, ডিভোর্সি, 38/5°-4", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ভদ্র পাত্রী কাম্য। Matrimony বাদে। (M) 8637097648. (C/123197) ■ জলপাইগুড়ি, রাজবংশী, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিরাজীবী, 30/5°-7", পাত্রের জন্য 20-26 মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8730037304. (C/123194) ■ পাত্র ৩০/৫°-১০", সুব্রধা, জলপাইগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারের (D.A.D)-তে Auditor পদে স্থায়ী চাকরি। পাত্রী কায়স্থ, অনূর্ধ্ব ২৩-২৫, নমঃ ফর্ম, ঘরোয়া, Graduate পাত্রী কাম্য। পাত্রীপক্ষ সরাসরি যোগ্যযোগ করিবেন। (M) 70013666517. (C/123192) ■ ব্রাহ্মণ, 37/5°-7", জলঃ নিবাসী, B.A.(H), পাত্রের জন্য জলঃ সংলগ্ন, সূত্রী পাত্রী চাই। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অগ্রগণ্য। (M) 9749378178. (C/124001) ■ পাত্র সাহা, 37+৫°-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সূত্রী পাত্রী কাম্য। 32-এর মধ্যে। (M) 9475046694. (C/123817)	■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৭৩ বছর, গভঃ পেশনশার, দ্বিতল বাড়ি, ৫০-এর মধ্যে যে কোনও Caste-এর H.S. পাশ পাত্রী চাই। (M) 7001348281. (C/123191) ■ কায়স্থ, 32/5°-8", M.Sc., Cent. গভঃ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734485015. (C/124211) ■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 29+৫°-8", B.Tech., সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 24, শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী চাই (কেবল পাত্রীপক্ষ)। (M) 8250524334. (C/124211) ■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী ক্ষত্রিয় (SC), ২৮/৫°-১১", মীন রাশি, MS (Computer Science), USA-তে কর্মরত। দিদি বিবাহিতা, USA-তে থাকে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত BSNL আধিকারিক। অবসাসকারী ■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 32/5°-4", B.Tech., WB সরকারি কর্মচারী, Gr-C, Gen. Caste, একমাত্র সন্তান। এরূপ পাত্রের জন্য M.A. (Eng.)/M.Sc., অনূর্ধ্ব 28 পাত্রী চাই। কর্মরতা, শিলিগুড়ি/ জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। কাস্টবার নেই। কেবল অভিব্যক্ত যোগ্যযোগ করিবেন। (M) 9231681731. (S/C) ■ বিহার কিশানগঞ্জ, বাঙালি, ৩৬, প্রাথমিক শিক্ষক (সরকারি) চারমাস ডিভোর্সি, ঘরোয়া, শিক্ষিত, সূত্রী পাত্রী কাম্য (২৫+), কোনও দাবিদাওয়া নাই, এক ছেলে, দাবা পেনশনকারী। (M) 8348036049 (৫ টার পর)। (C/124128) ■ কায়স্থ, 32/5°-5", M.A., D.El. Ed., সরকারি চাকুরে, কোচবিহার। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সরাসরি- 8167462112. (C/A) ■ কায়স্থ, 44/5°-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, কোচবিহারবাসী। সমবয়সি ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য, সুন্দরী, অবিবাহিতা, শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী কাম্য। (M) 8760668258. (C/A)	■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ ম্যানেজার, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/124139) ■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734485015. (C/124211) ■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩৩, M.Tech., স্টেটাল গণ্ড চাকরিরাজীবী। এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, কাস্টবার নেই। 9242547789. (C/124139) ■ 5°-3"/1992, M.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য পাত্র মনোভাবাপন্ন ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9593252242. (C/123352) ■ দিল্লী NCR নিবাসী, পৈতৃক বাড়ি আলিপুরদুয়ার, একমাত্র সন্তান, 35+৫°-10", পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, দিল্লী NCR-এ নিজস্ব ফ্ল্যাট, দিল্লী সূত্রীম ও হাইকোর্টের আইনজীবী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সূত্রী, অমাস্কলিক উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগ্যযোগ-9434319565. (C/123351) ■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, 31/5°-5", B.Tech., MNC, Bangalore-এ কর্মরত, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 27/5°-1", কায়স্থ, ফর্ম, সুশিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কেবল অভিভাবকই ফোন করিবেন। Mob : 9862582604. (C/124138) ■ বণিক, 34/5°-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগ্যযোগ। মোঃ 9775878730. (C/123350) ■ পাত্র কায়স্থ, নিজস্ব ব্যবসা, 42/5°-2", মধ্যবিত্ত পরিবার। সূত্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8900310773 (রায়গঞ্জ)। (C/124142) ■ ব্রাহ্মণ, 38/5°-4", মালদা নিবাসী, H.S. স্কুল শিক্ষক, একমাত্র পুত্রের জন্য স্নাতকোত্তর সুপাত্রী (সরকারি চাকরিরতা অগ্রগণ্য) কাম্য। মাসালিক/মাসলিক নয় উভয় প্রযোজ্য। (M) 7865833334. (C/124203)	■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 39/5°-9", রাজ্য সরকারের গ্রুপ-B কর্মী। শিক্ষিতা (মাস্টার্স/B. Sc.), কমপক্ষে 5°-3", সুন্দরী, স্লিম, শান্তস্বভাবের অনূর্ধ্ব 35, জলপাইগুড়ি নিবাসী/জলপাইগুড়ি সংলগ্ন, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (ঘটক বাদ)। ফোন : 7583976634 (2 P.M. – 5 P.M. বাদ)। (C/124144) ■ ব্রাহ্মণ, 36/5°-2", গ্র্যাজুয়েট, বেসরকারি চাকরিতে নিযুক্ত, দেবারিগণ পাত্রের জন্য সূত্রী, যোগ্য ব্রাহ্মণ/অব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 8348268150, 9064974811. (C/113906) ■ কায়স্থ, 32+৫°-6", MBA, গুরুগতও MNC-তে H.R পদে কর্মরত, ন্যূনতম স্নাতক, সূত্রী পাত্রী চাই। (M) 9733228905. (P/S) ■ পাত্র জলপাইগুড়ি নিবাসী, উঃ মাঃ শিক্ষক, SC, ডিভোর্সি, 41 yrs./5°-3", 27 থেকে 33 বছর, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Ph : 9563332986 (7 P.M. – 09 P.M.). (C/123725) ■ কুণ্ড, 26+৫°-7", সুদর্শন, B.Tech., MBA, MNC হায়দ্রাবাদে কর্মরত। উত্তরবঙ্গের সমযোগ্যতার সূত্রী পাত্রী কাম্য। ঘটক, সংস্থা চাই না। (M) 9647181315. (K/D/R) ■ ব্রাহ্মণ, কোচবিহার, 1991, 5°-10", Self-Employed, IT. Pro in Software Testing & QA. (Work from Home), 7-8 LPA, শিক্ষিত, সুউপায়ী, সুন্দর, ভদ্র, নেশাহীন ও সচ্ছল, অভিজাত পরিবারের একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী, ভদ্র ও স্লিম, অনূর্ধ্ব 28 পাত্রী কাম্য। অভিভাবকই যোগ্যযোগ করবেন। (M) 8348519441. (C/123727)
বিবাহ প্রতিষ্ঠান	ঘটক চাই						
■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগ্যযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/124203)							

আমার উত্তরবঙ্গ

পুজোর মরশুম্‌মে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে প্রকৃতির জোড়া বিস্ময়! রিচমন্ড হাইকের ঘন জঙ্গলে প্রথমবার ক্যামেরাবন্দি হল বিরল জোড়া মেলানিস্টিক কালো শিয়াল, আর পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানায় জন্ম নিল তিনটি হিমালয়ান গড়াল শাবক।

পাহাড়ে দেখা গেল জোড়া কালো শিয়াল

তামালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : দার্জিলিংয়ের রিচমন্ড হাইকের সামনে ঘন জঙ্গলে দেখা গেল বিরল প্রজাতির মেলানিস্টিক বা কুচকুচে কালো শিয়াল। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, প্রথমবার এ ধরনের শিয়াল পশ্চিমবঙ্গে দেখা গিয়েছে। এর আগে অসম ও কেরালে কালো শিয়ালের দেখা পাওয়া গেলেও পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলে এই ধরনের শিয়াল অতিবিরল বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে জোড়া এই মেলানিস্টিক শিয়ালের দেখা পাওয়াকে বাস্তবত্বের জন্য ‘পজিটিভ সাইন’ হিসেবে দেখছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বন দপ্তরের লাগানো ট্র্যাপ ক্যামেরায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বিরল প্রজাতির এই শিয়ালের ছবি ধরা পড়ছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

বন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে পড়েছে। বিরল প্রজাতির এই শিয়ালের দেখা পাওয়া বাস্তবত্বের প্রজাতির শিয়ালের দেখা মেলায় তাদের ওপর নজর রাখার জন্য বন দপ্তরের উদ্যোগে আরও কয়েকটি জায়গায় ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ‘গত মাসের শেষের



দার্জিলিংয়ের জঙ্গলে ঘুরছে কালো শিয়াল।

দিকে ট্র্যাপ ক্যামেরায় এই জোড়া মেলানিস্টিক শিয়ালের ছবি ধরা পড়েছে। বিরল প্রজাতির এই শিয়ালের দেখা পাওয়া বাস্তবত্বের প্রমাণ হিসেবেও দেখা গিয়েছে। রিসার্চ টিমকে এ ব্যাপারে সমস্ত তথ্য রেকর্ড রাখতে বলা হয়েছে। হাইব্রিডাইজেশন এবং মিউটেশন শিয়াল দুটির মেলানিজমের কারণ হতে পারে।’

পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্র ভালো

দার্জিলিংয়ে নতুন অতিথি

তামালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : পুজোর মরশুম্‌মে নতুন অতিথি এল পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে। চিড়িয়াখানায় জন্ম নিয়েছে তিনটি হিমালয়ান গড়াল। পর্যটকদের দার্জিলিং ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ এই চিড়িয়াখানা। পুজোর মরশুম্‌মে নতুন অতিথিদের আগমনে পটকদের মধ্যে আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। শনিবার বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিগম উপলক্ষে চিড়িয়াখানায় একটি কর্মসূচির আ

রায়গঞ্জ, ১০ অক্টোবর :
 শুক্রবার লরির সঙ্গে পাকআপ
 আনবের সংঘর্ষে পাঁচজনের
 মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত
 লরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে
 রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।
 পুলিশ সূত্রে খবর, ধুপের
 মালা আরাধা শেখা তিনি মালদা
 জেলার ইংরেজবাড়ির থানা
 এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তের
 বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সহিতার
 নির্দিষ্ট ধারায় মালদা জুজু করেছে
 পুলিশ। শনিবার দুপুরে তাঁকে
 রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয়
 মাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা
 হয়। শুন্মানির পরে বিচারক
 শর্তসাপেক্ষে ওই লরিচালকের
 জামিন মঞ্জুর করেন।

মানিকচক ব্রকের কেশরপুরের নতুন রিং বাঁধে ভিটেমাটি হারানো দুর্গত পরিবারের অস্থায়ী সংসার।

পূর্বপথ দু'বছর ভাঙনে
বস্তুভিত্তি, ফসলি জমি-সহ
তলিয়ে গিয়েছে গন্ধার বৃকে
প্রাণকুকু বাঁচিয়ে আশ্রয় নিতে
হয়েছিল কেশরপুরের নতুন
রাখার। গত দেড় বছরেরও বেশি
সময় ধরে সেখানেই পরিবারের
সদস্যরা নিয়ে কোনেওভাবে
দিন কাটাচ্ছেন তারা। একটিমাত্র
ফিল্ডের নীচে গাদাগাদি
সম্ভার। তার উপর এবছর নানায়
সেই অস্থায়ী আশ্রয়ের বড় অংশও
গিয়েছে গঙ্গা। এখন বাঁচবে
অবশিষ্ট অংশকুকু তাদের
দুখল। মাথার উপর পাকা ছাদ তাকে
রক্ষা, নিরাপদে দাঁড়ানোর
জমিকুও অনিশ্চিত।

পেয়েছে ৯০ হাজার টাকা, সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বরাদ্দ ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। সেই তালিকায় রয়েছেন কেশরপুরের বাঁধে আশ্রয় নেওয়া ২৮২ জন দুর্গত। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২২০ জন ইতিমধ্যেই পেয়েছেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে। ব্যাংকের জটিলতায় বাকীদের টাকা এখনও মেলেনি। তবে টাকা

আশ্বাস আর বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান ঘুচবে কবে, কেশরপুরের অসহায় পরিবারগুলির কাছে এখন সেটাই বড় প্রশ্ন। ক্ষতিপূরণের টাকা তাঁদের হাতে পৌঁছেছে, কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা এখনও অধরা। গঙ্গা কেড়ে নিয়েছে জমি, ঘর, নিরাপত্তা। সরকারি পুনর্বাসনের আশ্বাসই তাঁদের শেষ ভরসা।

পুলিশ জানিয়েছে, খুঁত চার তরুণের কাছ থেকে ভারতের কোনও বৈধ সরকারি নথি পাওয়া যায়নি। প্রায় ছয় মাস আগে সেইআইনিভাঙা ভারত প্রবেশ করেছিলেন তারা। এরপর জন্ম ও কাশ্মীরে রাজমিথির কাছ শুরু করেন। সম্প্রতি কাছ ছেড়ে তারা ফের বাস্তুদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই উদ্দেশ্যে শিরশীরা এক ভারতীয় বাসিন্দার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এক দালালের মাধ্যমে কাটাটার পেরিয়ে আসছিলেন চলে যাওয়ার সব রকম পরিকল্পনাও হয়ে গিয়েছিল। তবে তার আগেই শিরশী গ্রামের ওই বাড়িতে সংগঠিত পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের অসংগতি ধরা পড়ায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। খুবলেন এক চাকুরীকর নিজামপুর ভূতেশন ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ প্রচারে মালান কজু করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নিয়ম ও আইনি প্রক্রিয়া মেনে ক্রত বালাদেশে পশুব্যাক করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

Cash For Gold !



মোনা ও রূপা
না গনিয়ে নগদ অর্থের
বিনিময়ে কেনা হয়

**আদ্যামা গোল্ড
জুয়েলারী**

শিলিগুড়ি - সেবক রোড
Call - 9830330111
www.adyamagold.com

বুনিয়াদপুর, ১০ অক্টোবর :
জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার
অভিযোগে যুগ্ম মজিবুর রহমানকে
শনিবার গলাশাঁটানো মর্কুমা
আদালতে হোলে এনআইএ। দিনভর
জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে ট্রানজিট
রিমডে গুয়াহাটিতে নিয়ে যাওয়া
হয়। বৃহস্পতিবার রাতে বিহার থেকে
তাকে আঁক করে দক্ষিণ দিনাজপুর
জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল।
পরে এনআইএ'কে খবর দেয়া হয়।
শনিবার সকালে পাঁচ সদস্যের
এনআইএ'র একটি প্রতিনিধিদল
দক্ষিণ দিনাজপুরে পৌঁছায়।

কশি? হাঁপানি? শ্বাস নিতে কষ্ট

ডাক্তার
নেবুলাইজার বললে?
বেছে নিন **HICKS**

সুখের কণার
গোপনীয়তা
IPMAD: 0.4 μm^*
বাক্সে ৩টি কণা থাকবে।

Healthier
Breathing
Happier
Tomorrow

ডরসা
১০০-
বছরের

HICKS®
Nebulizer

বেছে নিন, যাকে
ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন।

90 5171 5171 || KOLKATA, SILIGURI || www.desunhospital.com

অন্যদিকে, পূর্ব নেতাজিপল্লি এলাকার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা রাগগঞ্জ শিশুসদেরকে আবাসিকদের পড়াশোনার সমগ্রী দেওয়ার পাশাপাশি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর মহালয়ার দিন এই কর্মসূচি প্রাণক করা হচ্ছে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার রতন মজুমদার সহ অন্যান্য।



ট্যান্ড্রি বুথ থেকে
পর্যটকদের বিভিন্ন
জায়গায় ঘোরার জন্য
যাবতীয় গাড়ি ন্যায্য
ভাড়ায় দেওয়া হবে।
পাশাপাশি বিভিন্ন
পর্যটনকেন্দ্রের বিষয়ে
তথ্য দেওয়া হবে।

কমল মুখী সম্পাদক
চালসা ট্যান্ড্রিস্ট্যান্ড

গন্ধারার, মূর্তি, বালং, বিন্দু, সামগ্গিক
সুনতনতালো থেকে সম্পর্কে তথ্যও
দেওয়া হলে এই বৃথ পক্ষেই।
ডুয়ার্সি এসে পশ্চিমকদের
দালালের খপ্পরে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়
যোয়ার জন্য অতিরিক্ত গতিভাড়া
অন্তেষ্য হয়ে বলে মাঝেমাঝে
গতিভোগ ওঠে। বিশেষ করে পুজোয়ার
মরশুমের এই সমস্যা আরও বাড়ে
টার্গার্সিটাস্কের সম্পাদক কল
মুখী বলেন, 'ডুয়ার্সি ঘুরতে এসে
পশ্চিমকদের দালালের খপ্পরে পড়েছে
হাতে, তার জন্যই গতিভাড়া না দিতে
হবে, তার জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ।
এখান থেকে পশ্চিমকদের বিভিন্ন
জায়গায়া যোয়ার জন্য গতিভাড়া
যায়া ভাড়া দেওয়া হবে। বিভিন্ন
পশ্চিমকদের বিষয়ে তথ্য দেওয়া
হবে।' উদ্যোগকে সাধুবা জনান
পঞ্চায়ত প্রধান পরিচি রসালি।

গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গল লা
বনবস্তিতে নিয়মিতই দেখা যায় ও
কখনও একটি বাড়ির উঠানে দিয়ে
কখনও বা বাড়ির পাশ দিয়ে।
গেলেও থানের প্রতি তার তেমন লোভ
গোছা ধান খেয়েই চলে যায়। ফলে
চাষিরের তেমন কোণাও ক্ষতি করে না।
এলাকাবাসী ভিনসে ওরাও এবং
জানান, হাটিকে প্রায় প্রতিদিনই
প্রাঙ্গ থেকে অন্য প্রাঙ্গে ঘুরে বেড়ানো

সরস্বতী বনবাস্তিতে 'লুড়কা বাবা' নামের সেই হাতি।

ওগার্ডা মাঝেমধ্যে হাতিটির সামনে চলে এলেও
এখনও পর্যন্ত কোনও বড়সড়ো বিপদ হয়নি
দু'পক্ষই নিজেদের মতো দূরত্ব রেখে সরে যায়
তাই অন্য হাতি গ্রামে ঢুকলে যে আতঙ্ক তৈরি হয়,
‘লুডকা বাবা’কে ঘিরে তা অনেকটাই কম।

জঙ্গল আর সোকাগিরের মাঝেই সামান্যের
পেরিয়ে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। বনবস্তিতে
বনবস্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই 'লুডকা বাবা'। থাকের
মানুষও তার খাওয়া-আসায় অভাস্ত হয়ে পড়েছেন
কিন্তু জঙ্গল থাকতে কেন ব্যবসার এই বনবস্তিতে
ফিরে আসে হাতিটি? খাবারের টান, পুরোনা
চলাচলের পথ, নাকি মানুষের সান্নিধ্যে তেরি হওয়া
অন্য কোনও অভ্যাস—উত্তর অজানা।

PURE **मशाला**
SURE **स्वाद**

Ganesh
SINCE 1936
PURE SPICES

Shahi Garam Masala
Essential spices of the
big masala with the blend
of pure spices and water

TURMERIC HALDI POWDER
Purest form of
best turmeric and
superior quality

Chicken Curry Masala
The most popular
and delicious masala
for chicken and fish

For Trade Enquiry C: 1800 1210 144 (Toll-free) | 81007 54248
crm@ganeshconsumer.com | ganeshconsumer.com

Available in: **blinkit** **SUMO SAVE** **spencer's** **zepto** **more**

Scan for Enquiry



পাথর প্রতিশ্রুতি

বাসের চাকা ঘোরে রাস্তায়, কিন্তু তার দায় শুধু যাত্রীকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া নয়। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত জনপদে সরকারি বাস অনেক সময় কাজ, চিকিৎসা, পড়াশোনা কিংবা নিত্যপ্রয়োজন মেটানোর একমাত্র ভরসা। সেখানে যাত্রী কম, আয় কম, লোকসানের অঙ্ক বড়। তবু কি লাভের হিসাবেই ঠিক হবে, কোন পথে বাস চলবে? শালমারার মতো রুটে পরিষেবা ফেরার ঘটনা সেই পুরোনো প্রশ্নই সামনে আনে। বাড়ছে মানুষের প্রত্যাশা, বাড়ছে পরিষেবার চাপও।

এনবিএসটিসি-র ভবিষ্যৎ তাই শুধু বাসের সংখ্যা নয়, জনস্বার্থের দায় এবং পরিষেবা পরিচালনার দক্ষতারও পরীক্ষা।

লোকসান বনাম সামাজিক দায়িত্ব

দেবব্রত চাকী



দিনহাটার প্রত্যন্ত জনপদ বা গঞ্জ শালমারা, একেবারে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া;

ওপারেই ভুরুঙ্গামারী। সকাল থেকেই আমজনতা ভিড় করেছে শালমারা বাজারে, উপলক্ষ্য সরকারি বাস পরিষেবা এদিন থেকে চালু হবে মহকুমা শহর দিনহাটার উদ্দেশ্যে। তবে কি এটাই প্রথম সরকারি বাস পরিষেবা? মানে শালমারা থেকে কি কোনওদিনই দিনহাটায় সরকারি বাস চলাচল করেনি? উত্তর, অবশ্যই করেছে। তবে কিছুকাল ধরে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে ছিল। একদা এখানকার বিধায়ক ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। অনেক অনুরোধ এসেছিল, দাবিদাওয়াও ছিল যথেষ্ট। শালমারা থেকে নাজিরহাট বুড়িরহাট হয়ে বাসহীহাটের উপর দিয়ে দিনহাটায় এনবিএসটিসির সরকারি বাস পরিষেবা চালু হোক। কিন্তু টিড়ে ভেঙেনি।

সরকার বদল হয়েছে, পরিবর্তনের সরকার। এই সরকারের শাসকবল বিজেপির বর্তমান

দিনহাটার শালমারা সহ তিনটি সীমান্তবর্তী রুটে প্রায় দশ বছর পর এনবিএসটিসির বাস ফিরেছে। এই ঘটনা সরকারি পরিবহনের মূল প্রশ্ন সামনে আনে। যাত্রী কম হলেই কি বাস বন্ধ থাকবে? নাকি স্কুল, হাসপাতাল, বাজার ও কর্মস্থলে পৌঁছানোর অধিকার নিশ্চিত করাও সংস্থার দায়িত্ব? লাভের হিসাব জরুরি, কিন্তু জনপরিষেবার সামাজিক দায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় অভিজ্ঞতা, নিয়মিত নজরদারি ও সাধারণ যাত্রীদের মতামত পরিকল্পনায় রাখা জরুরি।

বিধায়ক অভয় রায় এনবিএসটিসির উদ্ভূতন কর্তৃপক্ষের কাছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়েছিলেন। একটি দিনহাটা-নিগমনগর-বালিকা-সাহেবগঞ্জ-বানানহাট হয়ে চৌধুরীহাট; দ্বিতীয়টি দিনহাটা-গোবরাছড়া-নয়ারহাট-কুশাইটি। এবং তৃতীয়টি দিনহাটা থেকে বাসন্তীরহাট-বুড়িরহাট-নাজিরহাট হয়ে সীমান্তবর্তী গঞ্জ বা জনপদ শালমারা পর্যন্ত। পরিবহনমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস এসেছিল। ফলশ্রুতিতে সেদিন থেকে সরকারি বাস পরিষেবা চালু হল। স্বভাবতই এই তিনটি রুটে যে সমস্ত জনপদ রয়েছে, সেই সমস্ত জনপদের বাসিন্দাদের মনে খুশির হাওয়া।

একদা কোচবিহার রাজ্য পরিবহণ কালক্রমে পরিবর্তিত রূপে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি), যার ব্যাপ্তি বর্তমান সময়কালে কোচবিহার থেকে শুরু করে গোটা উত্তরবঙ্গ তো বটেই, তার বাইরেও দক্ষিণবঙ্গের বহরমপুর, সিউড়ি, কৃষ্ণনগর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত কলকাতার উল্টোডাকায় রয়েছে উত্তরবঙ্গ নিগমের নিজস্ব ডিপো। প্রশ্ন হল, এই রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা, যা সরকারি আনুকূলে মানুষকে

পরিষেবা দিয়ে চলেছে, তা কি কেবল লাভেরই জন্য? লাভ-লোকসানের অঙ্ক কষবার জন্যই কি রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাগুলির জন্ম? আমজনতাকে পরিষেবা দেওয়ার কি কোনও দায় বা দায়িত্ব এই সংস্থাগুলির জন্মমূহুর্তে ডাবা হয়নি? এ প্রশ্ন কিন্তু লাখ নয়, কোটি টাকার। সাধারণ মানুষকে যাত্রী পরিষেবার মতো আনার লক্ষ্যেই এই সকল উদ্যোগের কথা একদিন ভেবেছিলেন কোচবিহারের মহারাজা থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলার রূপকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কোচবিহারের মহারাজা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন গত শতকে চল্লিশের দশকে হায়দরাবাদের নিজামের একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সেখানে গিয়ে। যাই হোক, তারপর কোচবিহার রাজ্য পরিবহণ মেনম গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি স্বাধীনতার পর দক্ষিণবঙ্গে একে একে আত্মপ্রকাশ করেছিল কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, দুর্গাপুর স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, পরবর্তীতে দক্ষিণবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম ইত্যাদি পরিবহণ সংস্থা। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে খেটেখাওয়া মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ সব সময়ই সরকারি পরিষেবার উপর থেকেছে আশ্বাসী। আজও দেখা যায় গ্রামেগঞ্জে যেখানে সরকারি পরিষেবা বহাল রয়েছে, সেখানকার বাসস্টপে মানুষ অপেক্ষা করে কখন সরকারি

বাস আসবে এবং সেই বাসে চড়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা গন্তব্যে পৌঁছাবে। সামনে দিয়ে একের পর এক বেসরকারি বাস চলে গেলেও অনেকেই তাতে চড়া না পসন্দ। কারণ তাঁদের বাস পরিষেবায় সব সময়ই মেন একটা টিলেঢালা ডাব। তবে সাম্প্রতিককালে টোটে কিংবা ই-রিকশা ও অটো কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্যাসেঞ্জার ধরবার জন্য বা তোলার জন্য বাসস্ট্যান্ডে বেসরকারি বাসের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা বা গাড়ির হর্ন বাজছে তো বাজছেই, কিন্তু গাড়ির নড়নচড়ন নেই। এটাও ক্লান্তিকর।

আমাদের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম যেন প্রথম থেকেই উত্তরবঙ্গবাসীর আপনজন। একটা সময় ছিল, এই রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় কোচবিহার শহরের প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের কেউ না কেউ চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। একটা কথা চালু ছিল, ‘যা নাই কোনও গতি তার জন্য এনবিএসটিসি’। দুর্গাপুজোর সময় অর্থাৎ পুজোর মরশুমে বাবাসায়ীরা অপেক্ষা করতেন কবে এনবিএসটিসির কর্মীদের বোনাস হবে। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্মীদের

বোনাস হওয়া মানেই পুজোর বাজার জমে যাওয়া। যদিও আজ তা অতীত। স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ক্রমশ নিম্নমুখী, তা কমতে কমতে আজ প্রায় তলানিতে। কন্ট্রাকচুয়াল বা ঠিকাকর্মী (পড়ুন এজেন্সির কর্মী) নিয়েই আজকের দিনে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। এ তো হওয়ার কথা ছিল না? সাধারণ মানুষকে যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি এতদঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটা নিশ্চিত গ্যারান্টি ছিল এনবিএসটিসি। পাশাপাশি যাত্রী পরিষেবাও আমজনতা পেত। যদিও তখন বেসরকারি পরিবহনের এত রমরমা হয়ে ওঠেনি। সেই সময় বাস বা মিনিবাসের রুট পারমিট ছিল মার্ফা। একটা রুট পারমিট পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন লাইনে অপেক্ষা করতে হত। এরপর সরকারি পরিবহন নীতিতে এল বিরাট পরিবর্তন। প্রথমে বড় বাস, তারপরে মিনিবাস পারমিট দেবার বিলি করা হল। যার পরিণতিতে ক্রমশ রক্ষ হতে থাকল রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাগুলি। বেসরকারি বাস পরিবহণ পরিষেবা থাকলেও তার পরেও কিন্তু মানুষের ভরসার জায়গা নিশ্চিতভাবে এনবিএসটিসি।

একটা সময় ছিল কোচবিহার থেকে একটি বাস বিহারের মুজফফরপুরে চলাচল করত। এই রুটটি ছিল খুবই লাভজনক। দীর্ঘদিন ধরে এই রুটটি বন্ধ রাখা হয়েছে। অসমের বিভিন্ন স্থানে এক সময় নিয়মিত বাস চালাত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। প্রায় সব রুট ছিল লাভজনক। একদা কোচবিহার-ধুবড়ি রুটে যথেষ্ট পরিমাণে বাস চলত। আজ সেই রুটে বেসরকারি বাসের রমরমা। লোকাল রুটগুলিতে ছোট ছোট পরিবহণ আজ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। হয়তো সেখানেও মানুষের কাসসংস্থান হচ্ছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে যদি ঢেলে সাজানো যেত তাহলে লাভের মুখ দেখে এটিও একটি লাভজনক সংস্থায় পরিণত হতে পারত।

সাম্প্রতিককালে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং একটি লাভজনক রুটে পরিণত করতে পেরেছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা। যেমনভাবে কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুট, দিনহাটা-শিলিগুড়ি রুট, আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি রুট আজকের দিনে যথেষ্ট লাভজনক রুটে পর্যবসিত। অসম সীমানাবর্তী আলিপুরদুয়ার জেলার বারপাখা থেকে প্রত্যেক দিন সকালে চার-চারটি বেসরকারি এসি বাস শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে সরকারি বাস কটি? এরকম যদি খোঁজা যায় অনেক উদাহরণ সামনে চলে আসবে। পরিবর্তনের সরকারি বা নতুন সরকারের পরিবহনমন্ত্রীর এ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করা অত্যন্ত জরুরি। দিনের শেষে একটাই কথা, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম উত্তরবঙ্গবাসীর আপনজন। কলকাতার রাস্তায় এনবিএসটিসির বাস দেখলে মনটা কেমন যেনে আনন্দে নেচে ওঠে। এটা একটা আবেগ। এই আবেগ নিয়েই আমাদের বঁচে থাকা।

(লেখক বাংলা সাহিত্যে ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের সিনিয়র ফেলো)



চৌরবাঞ্ছল।। কোচবিহারে নিগমের সদর দপ্তরের সামনে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। -ফাইল চিত্র



ছবি : মাজিদুর সরদার

উত্তরের স্বার্থে দায় কতটা?

সন্দীপন পন্ডিত



সকাল হতেই বাসস্ট্যান্ডে ভিড়। কেউ কর্মস্থলে যাওয়ার তাগিদে, কেউ চিকিৎসার

জন্য, কেউ পড়াশোনা বা ব্যবসার প্রয়োজনে ছুটছেন জেলা সার কিংবা শহরের দিকে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিদিনের এই যাতায়াতের অন্যতম ভরসা সরকারি বাস। সেই পরিষেবার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি। সংস্থাটি শুধু বাস চালায় না, শহর ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের সেতুও তৈরি করে। এই সুবাদে এনবিএসটিসি উত্তরবঙ্গবাসীর জীবনে আন্তেপৃষ্ঠে জড়িয়েও গিয়েছে।

এনবিএসটিসির যাত্রা শুরু ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে। তৎকালীন কোচবিহার রাজদরবারের উদ্যোগে প্রথমে তিনটি বাস ও তিনটি ট্রাক নিয়ে এই পরিষেবা চালু হয়। মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের আমলে শুরু হওয়া এই ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল সরকারি গণপরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

বর্তমানে সংস্থার সদর দপ্তর কোচবিহারে। এনবিএসটিসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সংস্থার প্রায় ৬০০টি বাস রুটে চলে। প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ যাত্রী পরিষেবা পান এবং বাসগুলি মিলিয়ে দৈনিক প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সরকারি ওয়েবসাইটে ২১টি ডিপোর তালিকা রয়েছে। কোচবিহার, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,

মালদা ও বহরমপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রকে ঘিরে পরিষেবা পরিচালিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও সংস্থার বাস কলকাতা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে। স্থানীয় ও আন্তঃজেলা যাতায়াতের পাশাপাশি দূরপাল্লার যাত্রীদের জন্যও রয়েছে পরিষেবা।

পরিষেবার পরিধি বাড়ানোর সঙ্গে যাত্রীদের প্রত্যাশাও বেড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা এবং কোচবিহার থেকে কলকাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ রুটে দীর্ঘপথের বাস চলে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ও ভলভো বাসের মতো পরিষেবা যাত্রীদের তুলনামূলক আরামদায়ক যাত্রার সুযোগ দেয়। নতুন বাস চালু করা, পুরোনো বাসের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবার মান উন্নত করার প্রয়োজনও রয়েছে। বাসের রং ও পরিচিতিতে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য তুলে ধরার উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ডাবল ডেকার বাস ফিরিয়ে আনা এবং বিকল্প জ্বালানির বাস চালানোর পরিকল্পনার কথাও সংবাদমাধ্যমে এসেছে। তবে পরিকল্পনা আর চালু পরিষেবা এক নয়। যাত্রীদের কাছে সবচেয়ে জরুরি হল নির্দিষ্ট সময়ে বাস পাওয়া, নিয়মিত পরিষেবা এবং নিরাপদ যাত্রা।

সবকিছু সত্ত্বেও পরিষেবা নিয়ে

নাও হতে পারে। কিন্তু সেই রুটে যাতায়াত করা মানুষদের প্রয়োজন শুধু যাত্রীর সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। কেউ স্কুল-কলেজে যান, কেউ হাসপাতালে পৌঁছান, কেউ বাজারে পণ্য নিয়ে যান, কেউ কাজের খোঁজে শহরমুখী হন। সরকারি বাস বন্ধ হলে বা পরিষেবা

উত্তরবঙ্গের শহর, গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকার যাতায়াতে এনবিএসটিসি এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভরসা। ১৯৪৫ সালে কোচবিহারের রাজদরবারের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পরিবহণ ব্যবস্থা আজ বহু রুটে পরিষেবা দেয়। কিন্তু বাসের সংখ্যা, সময়সূচি, রক্ষণাবেক্ষণ ও কম যাত্রীর রুট সচল রাখা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সরকারি পরিবহনের সাফল্য তাই শুধু আয় দিয়ে নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনের নিরিখেও বিচার করা জরুরি। এটাই আজকের মূল প্রশ্ন।

পরিষেবা চালু রাখার প্রয়োজন বোঝাতে জাপানের হোকাইডোর একটি রেলস্টেশন নিয়ে বহুল প্রচারিত কাহিনী প্রায়ই উদাহরণ হিসেবে আসে। জনপ্রিয় গল্পে বলা হয়েছিল, এক স্থল ছাত্রীর যাতায়াতের জন্য স্টেশনটি তার পড়াশোনা শেষ হওয়া পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছিল। তবে এই দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কম যাত্রীর কারণে একাধিক স্টেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত ২০১৫ সালেই নেওয়া হয়েছিল। ছাত্রীর স্থল জীবন শেষ হওয়ার সময় স্টেশন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে মিলে গেলেও, শুধু তার জন্য স্টেশন চালু রাখা হয়েছিল, এমন দাবি নিশ্চিতভাবে করা যায় না। তা সত্ত্বেও ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। যাত্রী কম হলেই কি কোনও সরকারি পরিষেবার সামাজিক প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়? এনবিএসটিসির ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন জরুরি। লোকসান কমানোর প্রয়োজন, কিন্তু আর্থিক লাভের হিসাবই একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। কোন রুটে কত যাত্রী ওঠেন, কোন সময়ে চাহিদা বেশি, কোথায় স্কুল, হাসপাতাল বা বাজারে যাওয়ার বিকল্প নেই, সেই তথ্য ধরে সময়সূচি তৈরি করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট বাস চালানো, নির্দিষ্ট সময়ে

পরিবহণের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা দরকার। উত্তরবঙ্গের কৃষিপণ্য ও চায়ের বাজারের সঙ্গে পরিবহণের যোগ মজবুত হলে সংস্থার রাজস্ব বাড়তে পারে। তবে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে পণ্য পরিবহণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অনুমতি, পরিকাঠামো ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যাচাই করা জরুরি।

সংস্থার উন্নয়নে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কতদের সদিচ্ছা প্রয়োজন। তবে পরিবহণের মতো জটিল ব্যবস্থার সব সমস্যা ব্যক্তিগত ধারণা বা একক সিদ্ধান্তে সমাধান করা সম্ভব নয়। কোনও বিষয়ে সব জানা আছে, এমন মনোভাব অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্তের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় সবজাতা মনোভাবের কারণে ভুল পরিকল্পনা ও ক্ষতির নজিরও রয়েছে। তাই পরিবহণ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ এবং অভিজ্ঞ কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। মাঠপর্যায়ে তথ্য, যাত্রীদের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি হলে তা বাস্তবসম্মত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। সব বিষয়ে নিজেরাই শেকথা না ভেবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করলে ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি কমে। পরিবহণ সংক্রান্ত গবেষণা বা ব্যবস্থাপনা সংস্থার মধ্যেই দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাব তৈরি করে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

নেতৃত্বের কাজ শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

একনজরে

- ১৯৪৫-এর এপ্রিলে কোচবিহার রাজদরবারের অধীনে তিনটি বাস, তিনটি ট্রাক নিয়ে যাত্রা শুরু
- ১৯৬০-এর এপ্রিলে সড়ক পরিবহণ আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী বিধিবদ্ধ নিগমের মর্যাদা পায় এনবিএসটিসি
- বর্তমানে প্রায় ৬০০ বাস চালিয়ে প্রতিদিন এক লক্ষ যাত্রীকে পরিষেবা দেয় সংস্থাটি
- প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কিলোমিটার পথজুড়ে পরিষেবা দেয় সংস্থার বাস
- কর্মীসংকট ও আর্থিক চাপেও প্রত্যন্ত এলাকার রুট সচল রাখা সংস্থার বড় পরীক্ষা



নানা প্রশ্ন রয়েছে। কোথাও পর্যাপ্ত বাস মেলে না, কোথাও সময়সূচি বাসে মনে না, আবার কোথাও পুরোনো বাসের কারণে পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটে। প্রত্যন্ত রুটে নিয়মিত বাস চালানো আরও বড় চ্যালেঞ্জ। যাত্রী কম হলে কোনও রুট আর্থিকভাবে লাভজনক

কমলে তার প্রভাব পড়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্থানীয় বাজার ও ছোট বাসের উপর। বহু এলাকায় বিকল্প পরিবহণ সহজলভ্য নয়। তাই সরকারি বাসের সামাজিক দায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যন্ত এলাকায় কম যাত্রী থাকা সত্ত্বেও পরিবহণ

পরিষেবা দেওয়া কিংবা অন্য রুটের সঙ্গে সংযোগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নতুন বাসের সংখ্যা বাড়ানো, পুরোনো বাসের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীসংকট মোকাবিলা এবং যাত্রীদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও জরুরি। আয় বাড়ানোর জন্য পণ্য

(লেখক জন্মসংযোগ বিশেষজ্ঞ)

হাতিঘিসায় বন্ধ ক্রেশ যেন ভুতুড়ে বাড়ি

নকশালবাড়ি, ১০ অক্টোবর : উদ্বোধনই সার। চালুই হল না কোটি টাকা খরচে তৈরি নকশালবাড়ি রকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগর চা বাগানের ক্রেশটি আর পরিত্যক্ত ওই ক্রেশে এখন রাতভর মদের আসর বসছে বলে অভিযোগ। চুরি যাচ্ছে মূল্যবান সামগ্রী। ক্রেশটি কার্যত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। নিরুপায় হয়ে বাগানের ওজন ঘরে শিশুদের রেখে কাজে যেতে হচ্ছে শ্রমিকদের। প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ক্রেশটি দ্রুত চালুর জোরালো দাবি উঠছে। যদিও নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ ক্রেশটি চালুর ব্যাপারে বলেন, ‘বিষয়টি শ্রম দপ্তরের আওতায় রয়েছে, তাই আমি কিছু বলতে পারব না।’

২০২৫ সালের ২০ মে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়নগর চা বাগানে বিজয়নগর শ্রমিক মহল্লা থেকে রঘুরামজোতগামী রাস্তার পাশে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে তৈরি ওই ক্রেশটি উদ্বোধন করেন। তবে ক্রেশটি এখনও চালুই হয়নি। গ্রামবাসীর দাবি, রুক প্রশাসনের চালবাহানায় ক্রেশটি চালু করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা রুক অফিসে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন বলেও জানান। বিজয়নগর চা বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার আবেদুল হক বলেন, ‘আমরা ক্রেশ চালু করার জন্য একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বলেছি। বেশ কয়েকবার দৃষ্টতীরের ধরে পুলিশের হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রেশ চালু হয়নি।’

বিজয়নগর চা বাগানের শ্রমিক পুষ্পা খালকাে বলেন, ‘সরকারি ভবন থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিশুদের বাগানের ওজন ঘরে রেখে কাজে যেতে হচ্ছে। খোলামেলা ওই ঘরে যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে। আমাদের মনে চিতাবাঘ, বুনা শুয়ার, হাতির ভয় কাজ করে।’ স্থানীয় বীণা তিরিকি বলেন, ‘সরকারি ক্রেশে শিশুদের খাওয়াদাওয়া থেকে খেলা দোওয়া, পড়াশোনা পর্যন্ত করানো হয়। সারাদিন কাজে থাকলেও চাপমুক্ত থাকতাম। অনেক আশা নিয়ে এই ক্রেশটি বাগানে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছু অধিকারের চালবাহানায় বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।’

রঘুরামজোতের বাসিন্দা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য তুফান মলিক বলেন, ‘এক বছর হয়ে চলল ক্রেশের ভবন তৈরি হয়ে পড়ে আছে। বিদ্যুৎ কানেকশন রয়েছে। বিদ্যুতের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছে। ক্রেশের ভেতরে প্রতিদিন মদের আসর বসে। সন্ধ্যা হলে এই নির্জন এলাকার রাস্তা দিয়ে অসংক মহিলাই কাজ থেকে বাড়ি ফেরেন। দৃষ্টতীদের তাওবে মহিলারা বিপদে পড়তে পারেন। ক্রেশ দ্রুত চালু করতে আমরা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হয়নি।’



বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনে একটি দেওয়ালে আঁকা হল বিহারের মিথিলা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মধুবাশিল্পকলা। শনিবার। ছবি : শোকন সাহা

মহানগরে হোম নেই প্রাপ্তবয়স্কের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় নাবালক-নাবালিকাদের জন্য দুটো হোম রয়েছে। একটি সরকারি ও একটি বেসরকারি। মেয়েদের জন্য ওয়ানস্টপ সেন্টারের সংখ্যা গোটা জেলায় দুই। জেলার কেন্দ্রটি অবস্থিত দার্জিলিং শহরে এবং মহকুমারটি শিলিগুড়িতে। ছেলেরদের ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটুকুও নেই।

ঘটনা-১

সপ্তাহখানেক আগে তিনরাজ্য থেকে উনিশ এবং পনেরো বছর বয়সি দুই মেয়েকে উদ্ধার করে প্রধানগর থানার পুলিশ। কিশোরীকে হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও তরুণীকে পরিবারের হাতে তুলে দিতে হয়। অথচ তদন্তকারীদের মতে, কিছুদিন মেয়েটির আচরণের ওপর নজর রাখা প্রয়োজন ছিল। হয়নি শুধুমাত্র হোমের অভাবে।

ঘটনা-২

বর্তমানে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছেন ধর্ষণের শিকার এক তরুণী। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁর বাবা ও মা গ্রেপ্তার হওয়ার পর বাড়ির আশপাশের কেউই আর দায়িত্ব নিতে চায়নি। প্রথমে নার্সিংহোমে কিছুদিন কাটার পর তরুণীর ঠাই হল মেডিকেল। কোথায় তাঁকে রাখা হবে, সেই নিয়ে মাথায় হাত পড়েছিল পুলিশে। শহরে সরকারি কিবা বেসরকারি উদ্যোগে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি হোম থাকলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারত।

এধরনের ঘটনার সম্মুখীন পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে যার প্রতিমানে হতে হচ্ছে। নাবালিকা বসে গর্ভবতী হওয়ার পর অপ্রাপ্তবয়স্কদের হোমে রাখা হলেও বয়সের কোটা আঠোরে

পেরোতেই বাড়িতে ঢুকতে গেলে বেশকিছু ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়তে হয়। তখন সেই তরুণীকে রাখা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। আইনজীবী সুস্মিতা বসু মৈত্র বলছিলেন, ‘ধর্ষণ বা শারীরিকভাবে নিষাতিত মহিলাদের কিছুদিন নিরাপদ নজরে রাখতে হয়, পাচারের পর বা সেসময় উদ্ধার হওয়া মেয়েদেরও হোমে রেখে কাউন্সেলিং করা প্রয়োজন।’

প্রাথমিক পরিবারের হাতে তুলে সুবিধাটুকুও নেই।



■ শিলিগুড়িতে মেয়েদের জন্য দুটি ওয়ানস্টপ সেন্টার থাকলেও নির্দিষ্ট দিশের পরে ছেড়ে দিতে হয়

■ ধর্ষণ, নিষাতিত ও পাচারের শিকার তরুণীদের নিরাপত্তা আশ্রয় ও কাউন্সেলিং সমস্যা

■ প্রতি বছর ৫০-এরও বেশি তরুণ-তরুণী হোমের অভাবে সমস্যায় পড়ছেন

দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাই, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকেমেয়েদের জন্য সরকারি কিবা বেসরকারি উদ্যোগে হোমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।’

বছরখানেক আগে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় এক কিশোরী ধর্ষণে মূল অভিযুক্ত ছিল তার বাবা। হোমে আঠোরে বছর অবধি কিশোরীর পর ঘরে ফেরার আগেই অভিযুক্ত বাবা জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি তরুণীর

বাড়িতে ঢোকা নিয়ে ঘোর আপত্তি তোলেন। ফলে, দীর্ঘদিন সেই বাড়ির ওপর নজরদারি চালাতে হয় পুলিশকর্মীদের। তরুণীর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। পৃথক হোম থাকলে সমস্যা এড়ানো যেত।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন, ‘অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মেট্রোপলিটান শহরে কেন এভাবেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটিও হোম নেই, সেটা ভাবার বিষয়।’

লিয়াল এইড ফোরামের দেওয়া তথ্য বলছে, বিভিন্ন কারণে প্রতিবছর শহর এবং মহকুমা এলাকার পঞ্চাশেরও বেশি তরুণ-তরুণী হোমের অভাবে সমস্যায় পড়ছেন। ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলছিলেন, ‘এধরনের ঘটনায় ইচ্ছে থাকলেও সহযোগিতা করতে পারি না আমরা। বহুক্ষেত্রে তরুণীরা না বাড়িতে থাকতে পারেন, না বাইরে মাঝারি ওপর ছাদ পান।’

গতবছর সতেরো বছর বয়সি এক কিশোরীকে পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতেই পরীক্ষানিরীক্ষার পর ধরা পড়ে, সে গর্ভবতী। পরবর্তীতে তাকে হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। একবছর পর ‘সামাজিক সমানহানি’র অঙ্গহাতে ঘরের মেয়েকে আর বাড়িতে ঢুকতেই দেননি তার অভিভাবকরা। তাঁর শিশুটি প্রিয়ামিটিরায় ছিল, পরে মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল কমিশনারেটের এক পদস্থ কতার সঙ্গে। তিনি বলছিলেন,

‘গ্যেন স্টপ সেন্টার রয়েছে বটে, তবে সেগুলির লিমিটেশন রয়েছে। একসপ্তাহ পর ছেড়ে দিতে হয় সেন্টার থেকে। ছেলেরদের সেই সুবিধাটুকুও নেই।’ অমিতের দাবি, ‘ওয়ানস্টপ সেন্টারেরও তো পর্যাপ্ত প্রচার নেই এখনো।’

রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১০ অক্টোবর : বর্ষার পর দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা পাথরের সোলিংয়ে (রাস্তা তৈরির সময় মাটির উপর পাথর বিছিয়ে শুক ও সমতল ভিত্তি তৈরি করার প্রক্রিয়া) কাদামাটি জমেছিল। তার উপর পিচের আন্তরণ দেওয়া হয়। কিন্তু একদিন কাদাতে না কাটতেই সেই আন্তরণ উঠে যেতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। শনিবার তাই নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে খড়িবাড়ির কুমোরসিংজোতে রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখানো গ্রামবাসীরা।



রাস্তার কাজ আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীরা। শনিবার কুমোরসিংজোতে।

করা হয়। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই রাস্তার পিচের আন্তরণ উঠে যায় বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে জুন মাসের শুরুতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। পরে রাস্তা সরকারি বদলের পর মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা ও বিধায়কের হস্তক্ষেপে গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ফের কাজ শুরু

হয়। কিন্তু শনিবার কুমোরসিংজোত এলাকায় আবারও নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। স্থানীয় বাসিন্দা অভয় পাহান বলেন, ‘শুক্রবার সকালে পুরোনা পাথরের সোলিং সামান্য ঘষে বিকলে পিচের আন্তরণ দেওয়া হয়। ফলে একদিনের মধ্যেই পিচ উঠে যেতে শুরু করেছে।’

কাজে মান নিয়ে ফের প্রশ্ন ওঠায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাকে ব্লাকলিস্ট করার ইশিয়ারি দিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা তথা ডিস্টিক্ট পঞ্চায়েত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অভয় ওরাও। তাঁর বক্তব্য, ‘এর আগেও অভিযুক্ত ঠিকাদারকে সতর্ক করা হয়েছিল। বিষয়টি মহকুমা পরিষদের বাস্ত্বকারকেও জানানো হয়েছে।’

১০৫টি হাতিকে জঙ্গলে ফেরাল বন দপ্তর

শোকন সাহা

বাগডোগরা, ১০ অক্টোবর : বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা। টানা পাঁচ ঘণ্টার অভিযান। নকশালবাড়ির রথখোলা সংলগ্ন টুকরিয়া জঙ্গল থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে হাতির একটি বিশাল দলকে সফলভাবে বাগডোগরা জঙ্গলে ফেরাল বন দপ্তর। শনিবার এই ‘এলিফ্যান্ট ড্রাইভ’-এ অংশ নেন কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা, টুকরিয়া, ঘোষপুকুর, পানিঘাটা রেঞ্জ এবং এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের কর্মী থেকে শুরু করে জয়েন্ট ফরস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি) ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের প্রায় ৭০ জন সদস্য।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রায় ১০ দিন ধরে বাগডোগরা, কলাবাড়ি ও

ইউসিসি জঙ্গল থেকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ১০৫টি হাতি টুকরিয়া জঙ্গলে এসে ঘাটি গেড়েছিল। দলে একাধিক হাতির শাবকও ছিল। টুকরিয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তারা গ্রামের কৃষিজমিতে হানা দিচ্ছিল। বিষয়টি বন দপ্তরের কাছে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিন টুকরিয়া জঙ্গল থেকে নকশালবাড়ি চা বাগান, আজমাবাদ চা বাগান, ইউসিসি বন, পাহাড়গুমিয়া চা বাগান ও দমদমা ডিভিশন হয়ে কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনে আসে হাতির পাল। সেখানে রেললাইন পার হওয়ার সময় হঠাৎই তাঁরা গতিতে ছুটে আসতে দেখা যায় দিল্লিগামী সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসকে। লাইনের পাশে পাহারায় থাকা ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা প্রমাদ গোনে। তবে উপস্থিতবৃদ্ধি কাজে লাগান রেঞ্জ অফিসার সর্বত



টুকরিয়া থেকে বাগডোগরার পথে হাতির দল।

সাপু। তাঁর কথায়, ‘তড়িঘড়ি এক চা শ্রমিকের গায়ের লাল টি-শার্ট খুলে ওড়ানোর পাশাপাশি আমরা চিংকার করতে শুরু করি। তা দেখেই ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। অল্পের জন্য

রক্ষা পায় হাতির দল।’ হাতিদের নিরাপদে ফেরাতে ওড়ানোর পাশাপাশি আমরা চিংকার করতে শুরু করি। তা দেখেই ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। অল্পের জন্য

কোচবিহারে ধৃত বাংলাদেশি দেড় দশক সাধুবেশে ভারতে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১০ অক্টোবর : ধর্মের আড়ালে ধুরন্ধর। এক-দু’বছর নয়, সাধুবেশে টানা দেড় দশক ভারতে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াছিলেন এক বাংলাদেশি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে অগণিত শিষ্য বানিয়েছিলেন ‘ভগু’ ওই বাবাজি। তাঁদের দীক্ষা দিয়ে, তুচ্ছতাক এবং হাতুড়ে কবিরাজগিরি করে দিবা দিন কাটছিল তাঁর। তবে হাটে হাড়ি ভাঙল তুফানগঞ্জে এসে।

শুক্রবার বিকালে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ রকের ভানুকুমারীর ভোলানাথ মোড়ের এক চায়ের দোকান বসে নিশ্চিন্তে ভাঁড়ে পড়তে দিচ্ছিলেন ওই সাধুবাবা। পরনে রক্তবসন, কপালে লাল টিকা। দেখে কিছুটা বোঝার উপায় নেই। যদিও এলাকায় নতুন দেখে কথায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এলাকাবাসী। আর তাতেই ধরা পড়ে অসংগতি। সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। আরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতই বিপাকে পড়ে ল্যাঞ্জেগোবারে দশা হয় ওই বাংলাদেশিরা। এরপর



ধৃতকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হচ্ছে। শনিবার।

পুলিশ ডেকে গোটা বিষয়টি জানান স্থানীয়রা। ভগু সাধুকে পাকড়াও করে আইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শনিবার বক্সিরহাট থানার পুলিশ তাঁকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে পেশ করে। তাঁর চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশি জেরার মুখে তিনি জানান, তাঁর

আসল নাম আবদুল খায়ের চৌধুরী। বাড়ি বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার খুলনা মহকুমা এলাকায়। ১৫ বছর আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে এদেশে ঢোকেন তিনি। এরপর পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের অসংগতি মেলায় আমাদের সন্দেহ হয়। এরপর আমরা তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিই।’

কংগ্রেসে গোষ্ঠীকোন্দল

চোপড়া, ১০ অক্টোবর : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে চলে এল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে আলাদা কমিটি গঠনের অভিযোগ উঠেছে ওই এলাকার প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে ঠেঁকে বসে রুক কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জেলা কার্যনিবাহী সভাপতি অশোক রায় সহ রুক নেতৃত্ব। ঠেঁকে গিয়াসউদ্দিনকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, দলের রুক সভাপতি মহম্মদ মসিনুদ্দিনের বিরুদ্ধে দল পরিচালনা নিয়ে অভিযোগে সরব হয়েছেন গিয়াসউদ্দিন। পুরোনো কর্মীদের উপেক্ষা করার অভিযোগ ঘিরেও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি হাপতিয়াগছ দলের অঞ্চল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সামনে আসে। গিয়াসউদ্দিন বলছেন, ‘দলীয় রুক সভাপতির সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ে মুখ খোলায় আমাকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শুনেছি। যদিও এ ব্যাপারে চিঠি পাইনি।’ এদিকে মসিনুদ্দিন বলেন, ‘দলবিরোধী কাজের জন্যই গিয়াসউদ্দিনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।’

আইসি-কে স্মারকলিপি

চোপড়া, ১০ অক্টোবর : শনিবার বিকালে সাত দফা দাবিতে চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়ালকে স্মারকলিপি জমা দিল রুক যুব কংগ্রেস। মাদক দ্রব্য বিক্রি ও চোরালান বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ, থানায় বাজেয়াপ্ত গাড়ি রাখার জন্য টিনের শেড নির্মাণ ও সিসিটিভি নজরদারি সহ একাধিক দাবিতে এদিন স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রুক সভাপতি মেহবুব আলম, কার্যনিবাহী সভাপতি ওয়াহেদুর রহমান প্রমুখ।

ইচ্ছামতিতে মিলল বোনাস

চোপড়া, ১০ অক্টোবর : দ্রুত বোনাস দেওয়ার দাবিতে শনিবার চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছামতি চা বাগানে গেট মিটিং করলেন শ্রমিকরা। বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বিটিভরিউইউ-এর নেতৃত্বে এগীন বোনাসের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে চলেছে। যদিও পরে এদিন বিকালে ওই বাগানে বোনাস দেওয়া হয়েছে।

মদ বাজেয়াপ্ত

বাগডোগরা, ১০ অক্টোবর : পুজোর আগে বিশেষ অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার মদ বাজেয়াপ্ত করা হল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মদ পাচারের কাজে ব্যবহার করা তিনটি গাড়িও। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবগারি বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, ‘শুক্রবার মাঝরাত্তে সিকিম থেকে শুষ্ক ফাকি দিয়ে আনার সময় বাতোর-মানেভঞ্জন কটে ভ্রাম্মশি চালানো হয়। ভ্রাম্মশিগিরি ৫১৪.৮ লিটার একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের বিয়ার, ৪৭৭ লিটার ফরেন লিকার এবং ১৯.৮ লিটার একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের বিয়ার উদ্ধার হয়।’

এখনও পোস্টিং পাননি বীরবিক্রম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার পদ থেকে সরানোর ১০ দিন পরেও নতুন পোস্টিং পাননি বীরবিক্রম। এনিয়ে প্রশাসনিক মহলে তীব্র গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এভাবে একজন আমলাকে পদ থেকে সরিয়ে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে পোস্টিং না দিয়ে রাখার ঘটনা নজিরবিহীন বলে মনে করছেন আমলারা। বিষয়টি নিয়ে বীরবিক্রম রাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে সমাজমাধ্যমে তিনি পাহাড়ের কোনও এক জায়গায় ছুটি কটানোর ছবি পোস্ট করেছেন।

২০০৭ ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারের অফিসার বীরবিক্রম রাই। রাজ্যের সিনিয়ার ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার এই ডব্লিউবিসিএস অফিসার ২০২৪ সাল থেকে অন্যান্য অনগ্রসর উন্নয়ন দপ্তরের প্রোজেক্ট অফিসার হিসাবে মাটিগাড়া অফিসে কর্মরত ছিলেন। চলতি বছর ৯ মার্চ তাঁকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) বিএন গঞ্জকিউটিভ অফিসার (সিইও) হিসাবে নিয়োগ করা হয়। রাজ্যে পালাবদলের পরে শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রশাসক বসার পরে পূর্বতন পুর কমিশনার অশ্বিনী রায়কে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার জায়গায় বীরবিক্রম রাইকে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে এসজেডিএর পাশাপাশি বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে শিলিগুড়ির

নিজের পরিচয় ভাড়িয়ে ‘রতন’ নাম রেখেছিলেন। ধূতের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তির কোনও যোগ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিকে, ঘটনার খবর জানানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় তুফানগঞ্জে। প্রশ্ন উঠছে, এত বছর ধরে কীভাবে ওই অনুপ্রবেশকারী সবার নজর এড়িয়ে ভারতে বসবাস করলেন? একইসঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠছে। পুলিশের এক কতা জানান, বৈআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ এবং বিনা অনুমতিতে বসবাসের জন্য ধৃত আবদুলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

ভানুকুমারীর বাসিন্দা সন্তোষ সাহা বলেন, ‘একবারে লাল রঙের পোশাক, কপালে সিঁদুরের ফাঁটা দিয়ে আপন মনে বাজারের একটি চায়ের দোকান বসে চা খাচ্ছিলেন। সাধুকে দেখে নতুন বলে মনে হয়। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। নামে অসংগতি মেলায় আমাদের সন্দেহ হয়। এরপর আমরা তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিই।’

আন্দোলনের পথে পাহাড়ের ঠিকাদাররা

জাতীয় সড়কের সংস্কারে প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

রংটং, ১০ অক্টোবর : হিলকাট রোডে একাধিক জায়গায় রাস্তা ধসে যাওয়ায় যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। অথচ রাস্তা মেরামত না সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নেই- যা নিয়ে সরব হয়েছেন রংটং, চুনাভাটি ও তিনধারিয়া এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন এখানকার রাস্তার কাজের ঠিকাদাররাও। রাস্তার দায়িত্ব ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (এনএইচআইডিসিএল) হাতে যাওয়ার পরেই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে বলে দাবি ঠিকাদারদের। কাজ হারিয়ে ঠিকাদাররাও এবার ধারাবাহিক আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের রাসদ রাজু বিস্ট এবং কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামার কাছে দরবার হয়েছে কাজ না হলে রাস্তায় মেমে আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা বলেনছেন, ‘বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।’

শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকাট রোড দীর্ঘদিন ধরে পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের হাতে ছিল। ৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তা গত বছর রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থা এনএইচআইডিসিএলের হাতে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, জাতীয় সংস্থার হাতে যাওয়ার পর থেকে রাস্তাটিতে রিকমাতো নজর দেওয়া হচ্ছে না। ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থাও হচ্ছে না।

রংটং থেকে কিছুটা ওপরে যেতেই চোষে পড়ল রাস্তার বেশ কিছুটা জায়গা ধসে গিয়েছে। রাস্তাটির প্রশস্ত রকম যাওয়ায় যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। রাকেশ থাপা ও কমলা ছেত্রীর মতো স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিন মাস ধরে এই রাস্তা ভেঙে পড়ে রয়েছে। শুধু এখানেই নয়, ওপরে আরও বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে, অথচ কেউ তা মেরামত করছে না।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে স্থানীয় ঠিকাদাররাই জাতীয় সড়কটির কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দার্জিলিং মোড়

থেকে সুক্কা হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত এই ঠিকাদারদের সংগঠনের একাধিক নথিভুক্ত শাখা রয়েছে। কিন্তু রাস্তা এনএইচআইডিসিএলের হাতে যাওয়ার পরে এই ঠিকাদারদের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁদের রোজগারের টান পড়েছে। পাশাপাশি, স্থানীয় শ্রমিকরাও কাজ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। ঠিকাদার সংগঠন ন্যাশনাল হাইওয়ে কনস্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নীতিন ছেত্রীর বক্তব্য, ‘দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের হাতে ছিল। আমরা সারা বছর এই রাস্তায় কাজ পেতাম। এভাবেই ধীরে ধীরে এই কাজের সঙ্গে পাহাড়ের প্রচুর বেকার তরুণ যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি, এখানকার মানুষ রাস্তার কাজের সঙ্গে যুক্ত



সিপাইখুরায় জাতীয় সড়কে ধস।

হয়ে রোজগার করছিলেন। কিন্তু এনএইচআইডিসিএলের হাতে রাস্তা যাওয়ার পর সবার কাজ বন্ধ।’

তাঁর অভিযোগ, এনএইচআইডিসিএল নিয়মিত রাস্তার কাজ করছে না। যেটুকু কাজ হচ্ছে, তাই জন্য গোয়ালা টেন্ডার করা হচ্ছে। সেখানে এত নিয়মাবলি দেওয়া হচ্ছে যে, পাহাড়ের কোনও ঠিকাদার সংস্থা তাতে অংশ নিতে পারছে না। বাইরের এজেন্সি এবং সেখানকার শ্রমিকরা পাহাড়ের প্রচুর বেকার তরুণ যুক্ত হয়েছে। এর প্রতিবাদে এবার সাংসদ ও কার্সিয়াংয়ের বিধায়কের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা। তার পরেও কাজ না হলে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা হবে।

পুর কমিশনার করা হয়েছিল।

পুর কমিশনারের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই আমলা কার্যত আন্ত ডাফ মোড়ে চলে আসেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুরকর্মীদের নিয়ে শহরের বিশেষ কিছু বড় হোটেল, রেস্টোরাঁ, মিস্তির দোকানে হানা দেন। আবঙালি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনি দিনের পর দিন হুমকি দিচ্ছেন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চিল করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ায় চাপে পড়েছিল শাসকদল বিজেপি। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কাছেও পুর কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে নালিশ চাপে পড়েছিল। গত মাসের শেষ সপ্তাহে পুরনিগমের সাহায্যকর্মীরা পুর কমিশনারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে লাগাতার আন্দোলনে নামেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বীরবিক্রমকে পুর কমিশনার এবং এসজেডিএর সিইও- দুটি পদ থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই দিন বিদ্যবাসী তেজো দীপককে দুটি দায়িত্ব নিয়ে আসা হলেও বীরবিক্রমকে অন্য কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

আমলা মহালের দাবি, এভাবে একজন আধিকারিককে ১০-১২ দিন দায়িত্ব না দেওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন। তাঁকে পাসেদেওয়া আড্ডা অ্যাডমিনিস্ট্রিট্রিট রিকর্মস বিভাগে অফিসার অন্য পেন্সশাল ডিউটি (ওএসডি) অবধা কুস্পালারি ওয়েটিংয়ে রাখার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বীরবিক্রমের ক্ষেত্রে কোনওটাই করা হয়নি। মন্ত্রী শংকর বলেনে, ‘বীরবিক্রম রাইয়ের বদলি নিয়ে আমরা কিছু জানা নেই।’

জলসংকট চলছেই

সাগর বাগটী

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : দূটো বাড়ির মধ্যে দূরত্ব কমবেশি ১০ ফুট হবে। একটি বাড়ির সামনে মহিলারা নালার উপরে বৃকে টাইমকল থেকে পড়া সুতোর মতো পানীয় জল প্লাস্টিকের জারে ভরছেন। আর ঠিক তার উলটো দিকে থাকা অন্য একটি বাড়ির সদস্যরা বাড়ির সামনে ফাঁকা জার নিয়ে গালে হাত দিয়ে জলের অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। জল যে কখন আসবে, তার কোনও ঠিক নেই। শনিবার বিকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রামঘাট এলাকায় এমনই চিত্র দেখা গেল।

পুর বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসেছে। রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। তবে বদলায়নি জলসংকটের চিত্রটি। বাড়ির সামনে জলের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে চিত্রা ঘোষ বলেন, ‘রোজ জল আসে না। এলেও সময়ের ঠিক থাকে না। অথচ আমাদের বাড়ির উলটো দিকের কলটাতেই জল আসে। তবে সেই জল একেবারে সুতোর মতো পড়ে।’

চিত্রা যখন নিজের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন, ঠিক সেসময় জল ভরতে ভরতে উলটো দিকের বাড়ির সাধুনা পাত্র বলেন, ‘আমার বাড়ির মুখে যেটুকু জল আসে, তা জারে ভরতে গিয়ে হাত ব্যথা হয়ে যায়। নেতা-মন্ত্রীরা দেখে গেলেও সমস্যার সমাধান

হয়নি।’ তবে শুধু ৫ নম্বর ওয়ার্ড নয়, ২, ৪, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডেও একই সমস্যা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের এক আধিকারিকের কথায়, ‘বিষয়টি নজরে আছে। পুজোর পর জলের সমস্যা সমাধানে নামব।’

৪ নম্বর ওয়ার্ডের য়া অবস্থা, তেমনটা ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধাননগর, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপাট, সন্তোষীনগর, ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহামায়া কলোনি এলাকাতেও রয়েছে। সন্তোষীনগর এলাকার বাসিন্দা বিকাশ চৌধুরী বলেন, ‘জলের চাপ না থাকায় সকলকে নালার উপরে বৃকে পাইপ থেকে পানীয় জল ভরতে হয়। এই কারণে আমি জল কিনে খাই।’

সন্তোষীনগরে থাকেন বিশাল ঘোষ। তাঁর কথায়, ‘তিন বছর ধরে বাড়িতে জল আসে না। সংযোগ নেওয়ার পর ছয় মাস ঠিকঠাক জল এসেছিল। তারপর থেকে আর ঠিক করে বাড়িতে আর জল আসে না।’

৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের মহামায়া কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে বেজায় ক্ষোভ। এদিন এলাকার একটি দোকানের সামনে বাসিন্দারা জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে শম্পা দাস, দোলন সরকাররা জানান, জলের চাপ না থাকায় সুতোর মতো জল পড়ে। এই সমস্যা কবে মিটেবে, তা নিয়ে বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলেছেন।



শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নালার উপরে পানীয় জল ভরছেন বাসিন্দা।



পাঠকের লেন্সে ৮৫৭২৫৪৬৭৭ picforubs@gmail.com

তর্পণ। শনিবার বালুরঘাটে আশ্রয়ী নদীর কল্যাণঘাটে ডঃ সৌমেন সরকারের ক্যামেরায়।

পরিকাঠামো দেখতে স্কুলে স্কুলে পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : তৃণমূল জমানায় গাড়ি ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বা ডিআইদের স্কুল পরিদর্শন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে পালাবদলের পর ফের গাড়ি ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট খাতে টাকা দিতে শুরু করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার প্রত্যেক ডিআই, এসআইকে নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। ডিআইদের মাসে অন্তত একটি, এআইদের মাসে দুটো ও এসআইদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুটি স্কুল পরিদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশ মেনে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলাতেও স্কুল পরিদর্শন শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোগত কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলি আধিকারিকরা দেখতে শুরু করেছেন। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চমাধ্যমিক) রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, ‘বিভিন্ন

স্কুল পরিদর্শন শুরু করেছে। এখন পরিকাঠামোগত সমস্যা দেখছি। প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শনের জন্য গাড়ি ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া হলেই স্কুল পরিদর্শন শুরু করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেই টাকা দেওয়া কার্যত বন্ধ হয়। বিশেষ প্রয়োজনে নিজস্ব গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করতে বাধ্য হতেন পরিদর্শকরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল পরিদর্শন গাড়ি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ডিআইদের বিদ্যালয় পরিদর্শন বন্ধ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলি কীভাবে চলছে, জেলা শিক্ষা দপ্তরের নজরদারি ছিল না বললেই চলে। নতুন সরকার পরিদর্শকদের গাড়ির ব্যবস্থা করার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ। সংগঠনের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘স্কুল শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ডিআই, এসআইদের পরিদর্শন জরুরি। এতে স্কুলের পড়াশোনা থেকে প্রশাসনিক, পরিকাঠামোগত অবস্থা জানা থাকে জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের।’

তৃণমূল সরকারের আমলে বিদ্যালয় পরিদর্শকের গাড়ি ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট টাকা প্রথমে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেই টাকা দেওয়া কার্যত বন্ধ হয়। বিশেষ প্রয়োজনে নিজস্ব গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করতে বাধ্য হতেন পরিদর্শকরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল পরিদর্শন গাড়ি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ডিআইদের বিদ্যালয় পরিদর্শন বন্ধ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলি কীভাবে চলছে, জেলা শিক্ষা দপ্তরের নজরদারি ছিল না বললেই চলে। নতুন সরকার পরিদর্শকদের গাড়ির ব্যবস্থা করার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ। সংগঠনের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সভাপতি অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘স্কুল শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ডিআই, এসআইদের পরিদর্শন জরুরি। এতে স্কুলের পড়াশোনা থেকে প্রশাসনিক, পরিকাঠামোগত অবস্থা জানা থাকে জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের।’

মহালয়া থেকেই শুরু মেলা

ভূটার খোসায় সাজছে ইন্দ্রপুরী



জমিদারদের দুর্গাপূজো আজ সর্বজনীন।

অন্যতম প্রধান সর্বজনীন দুর্গোৎসবে। ১৮২৪ সালে তৎকালীন জমিদার দুলার বা প্রথম এই পুজোর সূচনা করেন বলে শোনা যায়। প্রজাদের কাছে দুলার পরিচিত ছিলেন ‘বড় হুজুর’ নামে। তখন আজকের এই জমজমাট চাকুলিয়া বাজার ছিল এক শ্বাপদসংকুল অরণ্য। মন্দিরের আশপাশে হিংস্র জীবজন্তুর ভয়

অনুষ্ঠান। দুশো বছরের প্রাচীন এই মিলনমেলা আজও চাকুলিয়াবাসীর গর্ব।

জমিদার বংশের প্রবীণ সদস্য হরিশংকর বায়ের কথায়, ‘দুলার বায়ের কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি সম্পত্তি মেয়েদের নামে উইল করে দেন। পরে তাঁর প্রপৌত্র রামানন্দ বা যতদিন জীবিত ছিলেন, পুজোটি জমিদারবাড়ির অন্দরে পালিত হত। তবে জমিদার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর এবং পারিবারিক আর্থিক টানাপোড়েনে একসময় এই পুজো সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়, গড়ে ওঠে সর্বজনীন উৎসব।’

রাজকীয় রেওয়াজ অনুযায়ী একসময় ওই পুজোয় দেবীর উদ্দেশে মোষ বলি দেওয়া হত, যা ১৯৫৬ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। রীতিনীতিতে কিছু বদল এলেও নিয়মনিষ্ঠায় খামতি নেই। এখন ওই পুজোর পুরোহিত অমিয় অধিকারী। তাঁর কথায়, ‘এখনও পুরোনো ঐতিহ্য মেনে মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ থেকে ঘট স্থাপনের মাধ্যমে দেবীর আরাধনা শুরু হয়।’



শেষবেলার কাজ। বালুরঘাটে শনিবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

তুলি হাতে জাদু ছড়ান হাষীকেশ

বহুর চকিাশের হাষীকেশ বসু ইসলামপুরের দুই পুজোয় চমক দিতে চেষ্টার কসুর করছেন না। থিম ভাবনা ও তার রূপায়ণই এখন হাষীকেশের পেশা ও নেশা দুই-ই। কাপের গায়ে ফুটিয়ে তুলছেন বাংলার ঐতিহ্য ও বাঙালির আবেগ।

ইসলামপুর, ১০ অক্টোবর : একইসঙ্গে দুই ক্লাবের থিম রূপায়ণের গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে। তাই এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে সকালে ছুটছেন অভিযাত্রী ক্লাবে তো বিকেলে দেশবন্ধুপাড়া সর্বজনীন মণ্ডপে। বছর চকিাশের হাষীকেশ বসু ইসলামপুরের এই দুই পুজোতেই চমক দিতে চেষ্টার কসুর করছেন না। থিম ভাবনা ও তার রূপায়ণই হাষীকেশের পেশা ও নেশা দুই-ই।

হাষীকেশ ও তাঁর টিমের সদস্যরা ইসলামপুরের অভিযাত্রী ক্লাবের মণ্ডপ সাজাচ্ছেন এক লক্ষ কাগজের কাপ দিয়ে। কাপের গায়েই ফুটে উঠছে বাংলার ঐতিহ্য ও বাঙালির আবেগ। অভিযাত্রীর থিমটাই যে ‘কাপের ক্যানভাস’।

এই ক্লাবের সদস্য পুলক নন্দী নিজেও শহরের একজন পরিচিত চিত্রশিল্পী। এবার তিনি পুজো কমিটির সম্পাদকও বটে। এবার তাঁরই ছাত্র হাষীকেশ। এবার গুলক ক্লাবের পুজো সেজে উঠছে ছাত্রের হাতের শৈল্পিক ছোঁয়ায়। তবে শুধু একো



কাগজের কাপে তুলির টান। ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

নন, একাজে তাঁর সহযোগী হিসাবে রয়েছেন আরও ৭-৮ জন শিল্পী। প্রত্যেকেই ইসলামপুরের শহরের আশপাশের একাধার বাসিন্দা। এদিকে, দেশবন্ধুপাড়া সর্বজনীন মণ্ডপের থিম ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ এই থিম নিয়েও কাজ করছেন হাষীকেশ। ছাত্রের এমন প্রতিভায় গর্বিত পুলক। ছোট্ট শহর ইসলামপুরের আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা হাষীকেশের শিল্পীসত্তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা চলছে।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের পুজো বাবরই অল্প বাজেটে ভিন্নমাত্রার স্বাদ দিয়ে থাকে। এবারও সেই ঘরানার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। চায়ের কাপে যখন মায়ের আগমনের চিত্র এবং পুজোয় বাঙালিমানার স্বাদ ফুটে উঠবে, তা যে দর্শনাথীদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠবে, তা মনে করছেন উদ্যোক্তারা। ‘কাপের ক্যানভাস’-এ মায়ের আগমন থেকে শুরু করে নিরঞ্জন বিভিন্ন রূপ ফুটিয়ে তুলতে হাষীকেশ রাতদিন

অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। পুজো কমিটির সম্পাদক পুলক বলেন, ‘লক্ষাধিক চায়ের কাপ থিম রূপায়ণের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। হাষীকেশ সবটাই করছেন। মণ্ডপে ঢুকতেই চায়ের কাপের উপর ওর আঁকা মায়ের বিভিন্ন আঙ্গিকের চিত্র ফুটে উঠবে। আমাদের বাজেট পাঁচ লক্ষ টাকা।’

হাষীকেশের প্রতিক্রিয়া, ‘কাপের ক্যানভাসের থিম বেশ চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু বাবরে ফুটিয়ে তোলার জন্য উদ্যোগ সহ অঙ্কন জীবনের গুরু পুলক সার যেভাবে আমার উপর ভরসা রেখেছেন, তা বলে বোঝাতে পারব না।’

দেশবন্ধুপাড়া সর্বজনীন মণ্ডপের পুজোর থিম নিয়ে হাষীকেশ বলেন, ‘বর্তমান জীবনযাত্রায় আমরা সকলেই যেন খাঁচাবন্দি হয়ে আছি। আমার আশঙ্কা ভুলে ছুটছে সকলে। এই থিমে খাঁচার বন্দি পাখি যে উড়ে পাবে, সেই বাতও তুলে ধরার চেষ্টা করব। মণ্ডপে একটি আয়না থাকবে। দর্শনাথীরা মণ্ডপ থেকে ফেরার পথে আয়না নিয়ে প্রতিবিম্ব দেখে নিজের ভিতরের অচিন পাখির খোঁজ শুরু করবেন।’

খড়িবাড়ি, ১০ অক্টোবর : স্বর্গলোককে এবার মর্ত্যে নিয়ে আসতে চাইছে খড়িবাড়ি যুব সম্প্রদায়। পুজোয় তাদের থিম তাই ‘ইন্দ্রপুরী’। এই থিমের ব্যবহার করছেন শিল্পী।

শিল্পী নির্মল বর্মন দিনরাত এক করে ভূটার শিষ্য মোচার খোসা আর মঞ্জুর দিয়ে ‘ইন্দ্রপুরী’ থিম তৈরি করছেন। এবার পুজোর ৫৯তম বর্ষে এতেই চমক দিতে চাইছেন খড়িবাড়ির মণ্ডপশিল্পী নির্মল। নির্মলের এই পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ যে দর্শকদের নজর কাড়বে, তা মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

শিল্পী নির্মল বলেন, ‘দেবরাজ ইন্দ্রের আবাসস্থল স্বর্গলোকের অনুকরণে পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে মায়াবী ইন্দ্রপুরী তৈরির চেষ্টা করছি। মূলত ভূটার খোসা, মোচা বা শিষ, মঞ্জুর, ধান ও কাঠের ভূসি, অর্জুন গাছের ফল, জারুল ফল সহ বিভিন্ন জংলি গাছের ফল, পাটখড়ি, চট ও প্লাইউড ব্যবহার করা হচ্ছে মণ্ডপে।’

মণ্ডপের বাইরে যখন ইন্দ্রপুরীর পরিবেশ, তখন মণ্ডপের ভিতরে চলবে আলোর খেলা। মণ্ডপে ঢুকলে দর্শকদের নজরে পড়বে ডাকের সাজের সার্বিক প্রতিমিতা।

প্রতিমার্শিল্পী শিলিগুড়ি কুমারটুলির পুষ্পরঞ্জন পাল। ইন্দ্রপুরীকে স্পটলাইট, রব চেন, পালকোর সাহায্যে আলো দিয়ে সাজাচ্ছেন আলোকশিল্পী দীপু সিংহ। তাঁর কথায়, ‘ইন্দ্রপুরীকে আলোর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার চেষ্টা করছি। খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের পাশে খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে থাকবে দুটি তোরণ ও এল বোর্ডের আলোকসজ্জা।’

পুজো কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণ দেবনাথ বলেন, ‘পঞ্চমীতে ইন্দ্রপুরী দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ষষ্ঠীতে মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সপ্তমীতে ব্যান্ডের সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে।’



পথে এবার নামো সাথি...



দিল্লিকে দুর্গ বানালেও প্রতিবাদে লাগাম পরল না। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে আটক অববিন্দ কেজরিওয়াল (মাঝে)। পুলিশের তাড়ায় দৌড়োতে গিয়ে হোট্ট খেয়ে রাস্তায় এক আন্দোলনকারী। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

বিমানেই আটক দীপকেরা

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : মুখ্য নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ‘যন্তরমন্তর ২.০’ রুখতে গিয়ে ‘অরশোলা’দের নতুন রূপ দিয়ে দিল দিল্লি পুলিশ। শনিবার নাটকীয়ভাবে বিমানের ভিতর থেকেই ককরোচ জনতা পাটি (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কাদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। তবে বিমানের ভিতর থেকে দীপকদের আটক করে বাইরে নিয়ে আসেন দিল্লি পুলিশের মহিলা আধিকারিকরা। উদ্দিগারীদের এই কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দীপকেরা। এদিকে তাদের আটক করা হবে আঁচ করেই আগাম রেকর্ড করা একটি ভিডিওয় সেকথা জানিয়ে দীপকে ঘোষণা করেন, তিনি, সৌরভ এবং আশুতোষ রাঙ্কাদের পুলিশ আটক করলে সিজেপির আন্দোলনকে আগামীদিনে নেতৃত্ব দেবেন আজিজা শিভে।

বিক্ষোভের প্ল্যান বি ঘোষণা



‘আপনারা দেখছেন দেশ কোনদিকে যাচ্ছে। পুলিশ আমাদের সরাসরি বিমান থেকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। এমনটাতে ইন্দিরা গান্ধিও করেননি। এটা একনায়কতন্ত্র।’ মহিলা পুলিশ আধিকারিকদের তিনি বলেন, ‘আমি তো গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যই এসেছি। আমাকে গ্রেপ্তার করুন।’ জবাবে ওই পুলিশ আধিকারিকরা তাকে এবং অন্য ককরোচ নেতাদের সহযোগিতা করতে বলেন। পুরুষ আধিকারিকদের বদলে কেন মহিলা পুলিশ আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছে তাও জানতে চান সৌরভ এবং আশুতোষ। কিন্তু সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। তাঁদের আটক করে তিনটি পৃথক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

শীর্ষ তিন নেতা আটক হতেই সিজেপি নেতা আজিজা শিভেও প্রতিবাদী তরুণদের আন্দোলন জারি রাখার বার্তা দেন। তিনি বলেন, ‘দেশের মানুষকে একজেট দেখে মোদি সরকার ভয় পেয়েছে। মোদি-শা-র এই ভয় প্রমাণ করে দিয়েছে অর্ধেক লাড়াই আমরা জিতে গিয়েছি। আমরা জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চাই। সেই কারণে একনায়কতান্ত্রিক সরকার দিল্লিতে জরুরি অবস্থা জারি করেছে।’ এদিকে আন্দোলনের মধ্যেই



আজিজা শিন্ডের হাতে ব্যাটন

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাঙ্কা, সৌরভ দাস পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর ককরোচদের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে আজিজা শিভেকে। মহারাষ্ট্রের অলিগান্সের বাসিন্দা আজিজা একটা সময় আপনার কর্মী ছিলেন। ২০১৬ সালের গোয়া বিধানসভা ভোটে ঝাড়ুবাহিনীর হয়ে প্রচারও করেছিলেন তিনি। পরে মহারাষ্ট্রেও দলের কাজ করেছিলেন। আপো যোগ দেওয়ার আগে আইটি সেক্টরে মোটা মাইনের চাকরি করতেন শিভে। কম্পিউটার সায়েন্সের স্বাক্ষর পুনর একটি আইটি সংস্থায় কাজ করতেন। সিজেপি তৈরির সময় থেকেই তিনি দলে সংগঠনে রয়েছেন। জুন-জুলাইয়ে নিট আন্দোলনের সময়ও দিল্লিতে ছিলেন তিনি। সিজেপির কোর টিমের সদস্য বর্তমানে সংগঠনের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ইন-চার্জ।

অভিজিৎ দীপকের ঠাকুমা মারা গিয়েছেন। সেকথা দীপকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের তরফে ঠাকুমার শেষকৃত্য পালনের জন্য নিজের বাড়িতে ফিরে যেতেও বলা হয় দীপকেকে।



জাতীয় পতাকার আশ্রয়ে।

ফের অনশনের হুঁশিয়ারি ওয়াংচুকের

লে, ১০ অক্টোবর : দিল্লিতে বিক্ষোভে যোগ দিয়ে আটক আন্দোলনকারীদের রবিবারের মধ্যে মুক্তি না দিলে অনশন বা পদযাত্রার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জলবাঘু কর্মী সোনাম। রাজধানীর বর্তমান পরিস্থিতিতে ‘অব্যাহতি জরুরি অবস্থা’ বলেও খোঁচা দিয়েছেন তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে।

দিল্লিতে ককরোচ জনতা পাটির বিক্ষোভে সশরীরে হাজির না থাকলেও আন্দোলনের প্রতি নিজের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সোনাম ওয়াংচুক একটি ভিডিও বাতায় তিনি জানান, শীতের মুখে লাদাচ্ছে জলসংকট মোটেও কৃত্রিম হিমবাহ তৈরি ও হিমবাহের হৃদয়জনিত ব্যাঘ্র প্রতিরোধের কাজে তিনি ব্যস্ত। তাঁর কথায়, ‘উচ্চ হিমালয়ের ২০০টিরও বেশি ‘জলবোমা’ নিষ্ক্রিয় করাই এখন আমাদের মূল কাজ।’ কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের কবিতা উদ্ধৃত করে তিনি মনে করিয়ে দেন, সব সংকট রাজনৈতিক নয়, প্রকৃতির বিপদও সমান গুরুতর। সোনাম বলেন, ‘রাজনীতি ছাড়াও জগতে আরও অনেক দুঃখ রয়েছে।’

আটক গান্ধির প্রপৌত্র তুষারও

মুম্বই, ১০ অক্টোবর : দিল্লির আন্দোলনের আঁচে মুম্বইয়ে বিক্ষোভ শুরু করেছে বাগ্মীরা। বাগ্মী থেকে মহাত্মা গান্ধির ৬৬ বছর বয়সি প্রপৌত্র তুষার গান্ধিকে আটক করল পুলিশ। সিজেপির কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে অগাস্ট ক্রান্তি ময়দানে জমায়েতের ‘ডাক দিলেই ছুঁয়ারের সংস্থা’ নামে ভারত কে লোগো। অনুমতি না থাকার কারণ দেখিয়ে পুলিশ তাঁকে আটক করে। আটকের পর পরিবারকে পাঠানো বাতায় তুষার বলেন, ‘আমার ওয়ুথ নিয়ে এসো।’ মেয়ে কস্তুরী এল্লে লেখেন, ‘স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতার ৬৬ বছর বয়সি নিরস্ত্র বংশধরকে ডুলে নিয়ে লেল প্রশাসন। একজন শ্রৌচকও ভয় পায় এই সরকার।’

গণ ধরপাকড়ে উদ্দিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : এসআইআর বিতর্ক এবং দেশের মুখ্য নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পাটির (সিজেপি) যন্তরমন্তর চলো ঘিরে রাজধানীজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ও হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। শনিবারীয় দিল্লির এই পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছিল আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলিও। এর পাশাপাশি বিক্ষোভের আগে ও চলাকালীন বিপুল সংখ্যক মানুষকে আটক করার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তর।



ফ্রান্সেও যখন ছাত্র আন্দোলন ক্রমশ জোয়ারলো হচ্ছে, তখন দিল্লিতে ভোট চুরি ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে বিক্ষোভের ছবি সরেজমিনে দেখতে হাজার ফরাসি সংবাদপত্র ‘লে মূদ’-এর সাংবাদিক ক্যারোল ডায়েট রিচা ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে যেমন সে দেশের অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমন্বিত বাড়ছে, তেমনই দিল্লিতে এসআইআর এবং জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদী কীভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে, তা চাক্ষুশ করতে রাজধানীতে এসেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টিও। তাঁর কথায়, ‘ভারতের মতো বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন এবং তার প্রতিবাদ কীভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে, তা সরেজমিনে দেখতেই আমি রাজধানীতে এসেছি।’ তাঁর মতে, ‘ভারতের বর্তমান সরকার বিভিন্ন

শনিবারের বড় আকারের বিক্ষোভের আগে ও চলাকালীন আন্দোলনকারী, প্রতিবাদের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তি, নাগরিক সমাজের সংগঠনের সদস্য, আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের ব্যাপক সংখ্যায় আটক করার খবর নিয়ে তারা উদ্ভিগ্ন।

রাষ্ট্রসংঘের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার যাতে সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত ও সুরক্ষিত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাঙ্গ সংযম দেখানোর আহ্বানও জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। বহুক্ষেত্রেই যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তিরও দাবি জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। পাশাপাশি, বিক্ষোভকারীদের তোলা উদ্বেগের বিষয়গুলি সমাধানে অব্রহ আলোচনার পথে হট্টার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

সূর্য কাণ্ডের হস্তক্ষেপে রেহাই আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ ধরপাকড়ে আটক প্রায় ৫০-৬০ জন আইনজীবীকে প্রধান বিচারপতি সূর্য কাণ্ডের জরুরি মৌখিক নির্দেশে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালত বার অ্যাসোসিয়েশনের জোরালো প্রতিবাদের পরেই প্রশাসন এই ব্যবস্থা নেয়।

সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব প্রজ্ঞা বাঘেল অবিলম্বে জরুরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়ে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি অভিরক্ত পুলিশি বলপ্রয়োগের তীব্র নিন্দা করেন এবং আইনজীবীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তোলেন।

সেশ্যাল মিডিয়ায় স্কোড উগরে দিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ রাই লেখেন, ‘আইনজীবীদের প্রধান বিচারপতির প্রতি কৃতজ্ঞ।’ নিবর্চন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঘিরে দিনভর রাজধানীতে উত্তেজনা থাকলেও, শীর্ষ আদালতের কড়া ও দ্রুত হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত দিল্লির আইনি মহলে স্বস্তি ফিরেছে।

পানামায় ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্প

পানামা সিটি, ১০ অক্টোবর : শুক্রবার ৭.৭ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে কৈপে উঠল লাতিন আমেরিকার দেশ পানামা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা (ইউএসসিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ৮ই ভয়াবহ কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল পানামার হেরেরা প্রদেশের পিতালোজা আরিবার কাছে আন্সয়েরো উদ্দীপ, ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১২.৬ কিলোমিটার গভীরে।

কম্পনের জেরে দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৭ জন আহত হয়েছেন, তবে কোনও প্রাণহানির খবর নেই। হেরেরা, ভোরাগুয়াস, লস সান্তোস এবং কোক্রে সহ একাধিক প্রদেশে ৪০০-র বেশি বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল



কফির পেয়ালায় রাজনীতির তুফান... একটি ক্যাফেতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। শনিবার।

রাহুল-থালাপতি ‘কফি পে চর্চা’

চেন্নাই, ১০ অক্টোবর : ককরোচদের যন্তরমন্তর চলো কর্মসূচিতে অন্য বিরোধী নেতানেত্রীরা শামিল হলেও কংগ্রেসের কোনও শীর্ষ নেতা কেন থাকলেন না তা নিয়ে চর্চা চলাচ্ছে। কিন্তু দিল্লির রাজপথে না থাকলেও শনিবার চেন্নাইয়ে ছাত্রোঁ কি গুজু অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে কড়া ভাষায়

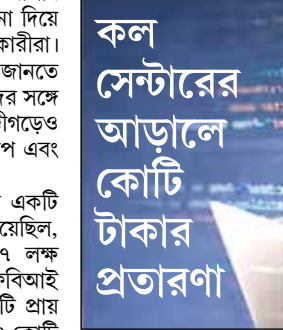
গুভাদের ছেড়ে দিয়েছে।’ এদিন চেন্নাইয়ে এসে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী তথা টিভিকে সুপ্রিমো সি জোশেফ বিজয়ের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল। তাঁর বাসভবনে মধ্যাহ্নভোজও সারেন বিরোধী নেতারা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এদিনই প্রথমবার রাহুল এবং বিজয়ের সাক্ষাৎ হল। প্রায় একঘণ্টা বিজয়ের বাসভবনে ছিলেন তিনি।

চেন্নাইয়ে ছাত্রোঁ কি গুজু

সূত্রের খবর, একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন তারা। তারপর দুই নেতা বেরিয়ে পালাবন্ধনের একটি ক্যাফেতে কাপাচিনো, তিরামিসু, কুঁকি আর কফি খান। সেখানে হাজির ছিলেন তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি মানিকম টেগোরও।

‘ছাত্রোঁ কি গুজু’ অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের একটি সুস্থ গণতন্ত্রের ধারক বলে উল্লেখ করেন রাহুল।

এই প্রতারণা চক্রগুলি আক্ষরিক অর্থেই আস্ত এক একটি কপোরেট সংস্থার মতো কাজ করে। ব্রিটিশ হোম অফিসের সমীক্ষায় দেখা



কল সেন্টারের আড়ালে কোটি টাকার প্রতারণা

গিয়েছে, এই ধরনের ‘স্ক্যাম সেন্টার’গুলিতে রীতিমতো এইচআর ডিপার্টমেন্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং কর্মীদের শিফটের ব্যবস্থা থাকে। থাকে ইংরেজি উচ্চারণ শেখানোর থ্রেনিং এবং টার্গেট পূরণ করলে ইনসেন্টিভের টোপ। কাজও ভাগ করা থাকে। কেউ ‘ওপেনার’ হিসেবে প্রথমে যোগাযোগ করে, আর কেউ ‘ক্লোজার’ হিসেবে টাকা হাতানোর কাজ করে।

প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে প্রতারকরা সহজেই নিজদেশের আসল পরিচয় লুকিয়ে ফেলে। নয়ডার একটি ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল,

ভুয়ো নম্বর এবং বিভিন্ন দেশের সার্ভার ঘুরিয়ে এমনভাবে ফোন করা হত যে, অপর প্রান্তের মানুষটি ঘৃণাক্রমেও বুঝতে পারতেন না কলটা আসলে কোথা থেকে আসছে। অনেক সময় আইটি বা আউটসোর্সিং ফার্মের নাম ভাড়িয়ে এরা অফিস খোলে, যাতে বাইরে থেকে কোনও সন্দেহ না হয়।

প্রতারকার জাল বিছানোর কায়দাও একেবারে ছকে বাঁধা। প্রথমে কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকেছে বলে ক্রিনে ভুয়ো পপ-আপ মেসেজ পাঠানো হয়। সেই নম্বরে ফোন

করলেই মাইক্রোসফটের কর্মী পরিচয় দিয়ে মোটা টাকা দাবি করা হয়। কখনও আবার আয়কর বাকি থাকার বা আইনি পদক্ষেপের ভয় দেখিয়ে টাকা চাওয়া হয়। এফবিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারি অধিকারিকের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে এরা ভুক্তভোগীকে এতটাই ভয় পাইয়ে দেয় যে, সে বাধ্য হয়ে গিফট কার্ড, প্রিপেইড কার্ড বা ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে দেয়। অনেক সময় কুরিয়ার পাঠিয়ে সরাসরি সোনা বা নগদ টাকাও সংগ্রহ করা হয়। টাকা হাওয়ালা সহ বিভিন্ন ভুয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হাতবদল হয়ে এমন জায়গায় পৌঁছিয়ে, যা ‘ট্র্যাক’ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু আমেরিকা নয়, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার অনেকেও ভারতীয় স্ক্যামারদের ফাঁদে পা দিয়ে কোটি কোটি টাকা খুইয়েছেন। এফবিআই-এর দাবি, প্রযুক্তিগত সহায়তার নামে প্রতারকার সিংহভাগই ভারত থেকে পরিচালিত হয়। পুলিশ হানা দিয়ে একটি সেন্টার বন্ধ করলেও, এরা সহজেই অন্য শাখার সস্তায় অফিস ভাড়া নিয়ে ফের কাজ শুরু করে দেয়। আন্তর্জাতিক স্তরে এই চক্রের মূলোৎপাটন করাটা পুলিশের কাছেও এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।



যন্ত্রের বুদ্ধিতে শান, কমছে মানুষের ধার

এআই-এর যুগে সত্যিই কি বোকা হচ্ছি আমরা?

সান ফ্রান্সিসকো, ১০ অক্টোবর : আধুনিক ইতিহাসে কৃত্রিম মেধা বা এআই-এর মতো এত দ্রুত অন্য কোনও প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়েনি। চ্যাটজিপিটি বাজারে আসার মাত্র তিন বছরের মধ্যে বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষ জেনারেলিভ এআই ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কর্পোরেট দুনিয়ায় এই প্রযুক্তি গহণের হার গত বছর ৮৮ শতাংশ ছুঁয়েছে। ডেটা সেন্টার আর পরিকাঠামো গড়তে জলের মতো টাকা ঢালছে তাবড় বহুজাতিক সংস্থাগুলো। কিন্তু মূদ্রার অন্য পিঠের ছবিটা বেশ ভয়াবহ। যন্ত্র যত বুদ্ধিমান হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্কের ধার তত কমছে।

এআই নিয়ে মানুষের মনে সমস্বের মেঘও ঘনাচ্ছে। এস আ্যুপ প্লিগেবাল-এর সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২০২৫ সালে ৪২ শতাংশ কোম্পানি তাদের এআই প্রোজেক্ট বাতিল করেছে। পিউরিউস-র পোলেও ৫৬ শতাংশ সিইও জানিয়েছেন যে, এআই থেকে তাঁরা এখনও কোনও উল্লেখযোগ্য লাভ পাননি। এর পাশাপাশি বাড়ছে এআই-এর অপব্যবহারের অভিযোগ। তা সত্ত্বেও সবাই শুধু এআই-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে মেতে আছেন।

আর ঠিক এখানেই আড়ালে চলে যাচ্ছে মানুষের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা আর মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের চরম অবনতির দিকটি।

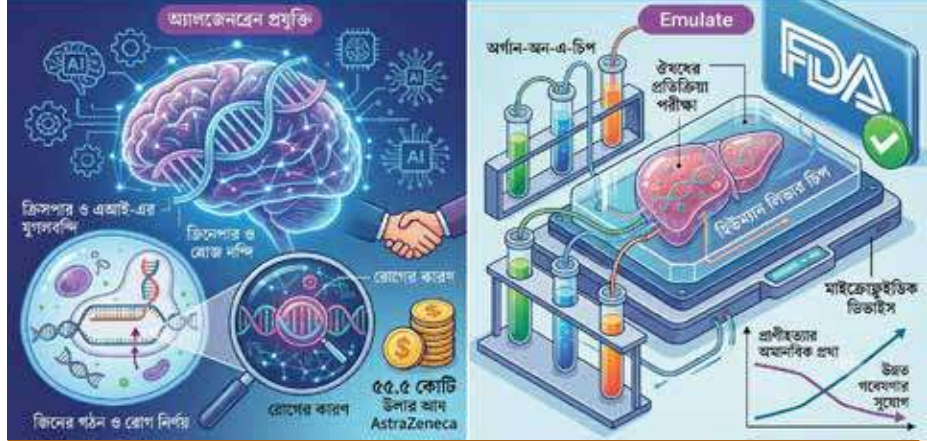
পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে মানসিক অবসাদ, স্ট্রোক বা স্নায়বিক রোগের মতো সমস্যা মারাত্মক আকার নিয়েছে। ৬৫

শুধু স্বাস্থ্য নয়, মানুষের সাধারণ চিন্তাশক্তি বা ‘সফট স্কিলস’-এরও চরম পতন ঘটছে। অগনিাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর ২০২৪ সালের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, উন্নত দেশগুলোর প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে



বছরের বেশি বয়সি ডিমেনশিয়া রোগীর সংখ্যা ১৯৯১ সালের ১ কোটি ৮৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে ৪ কোটি ৯০ লক্ষে পৌঁছেছে। ২০২৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একাধিককে একটি গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে ঘোষণা করার পরেও বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ২ শতাংশ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দ করে।

সাধারণ অঙ্ক কথা বা সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তলানিতে ঠেকেছে। নতুন প্রজন্মের পড়ুয়াদের রিডিং, বিজ্ঞান এবং অঙ্কের মেধা ক্রমশ কমছে। এর পিছনে এআই-এর একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, এআই-এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে মানুষের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি এবং যুক্তিবোধ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।



ইঁদুর-গিনিপিগের দিন শেষ

কৃত্রিম মেধা ও মাইক্রোচিপে এবার হবে ওষুধের পরীক্ষাও

নিউ জার্সি, ১০ অক্টোবর : চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে নতুন ওষুধের পরীক্ষা বা গবেষণার কাজ যুগ যুগ ধরে প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে হয়ে আসছে। কিন্তু প্রযুক্তির হাত ধরে সেই প্রথা এবার হয়তো চিরতরে বদলাতে চলেছে। ২০২৬ সালের চিকিৎসা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এআই এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ তৈরি মাইক্রোচিপ এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এই বিপ্লবের অন্যতম কাভারি হল ‘অ্যালোজেন বায়োটেস্টলজিস’। নোবেলজয়ী জেনিফার দাউদনার ল্যাব থেকে তৈরি এই সংস্থাটি ‘অ্যালোজেনব্রেন’ নামের এক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মানুষের নিজস্ব বুদ্ধিমানের কথা বিনিয়োগে কখনই বিফলে যাবে না।

মানুষের জিনের গঠন এবং কোন জিন থেকে রোগের উৎপত্তি হচ্ছে, তা নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে পারে। শুধু ডেটা বিশ্লেষণ নয়, রোগের একেবারে গোড়ায় পৌঁছে তা সমাধানের পথও বাতলাতে পারে এই এআই। সম্প্রতি ওষুধ প্রস্তুতকারী বহুজাতিক সংস্থা অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের এক মেগা চুক্তি করেছে তারা। এর ফলে আগামী দিনে আরও দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে নতুন ওষুধ আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, ‘এমুলেট’ নামের আর একটি সংস্থা চিকিৎসা গবেষণায় এক যুগান্তকারী বদল আনছে। তারা ‘অর্গান-অন-এ-চিপ’ প্রযুক্তি ব্যবহার করে

মাইক্রোইউকি ডিভাইসের মধ্যে মানুষের কোষ দিয়ে আসল অঙ্গের ছব্বছ মডেল তৈরি করেছে। এর ফলে নতুন কোনও ওষুধ মানুষের শরীরে কেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে, তা আর ইঁদুর বা গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা না করেই এই চিপের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে জানা যাবে। সাধারণ টু-ডি সেল মডেলের তুলনায় এটি অনেক বেশি কার্যকর এবং সস্তা। ইতিমধ্যেই তাদের তৈরি ‘হিউমান লিভার চিপ’ মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফডিএ-র চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এই অনুমোদন মিললে আগামী দিনে ওষুধ গবেষণায় প্রাণীহত্যার অমানবিক প্রথা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

ট্রাম্পের দ্বিমুখী নীতি বিতর্ক

ওয়াশিংটন ও মস্কো, ১০ অক্টোবর : রুশ তেল কেনা নিয়ে বহু দিন ধরে দিল্লির ওপর চাপ সৃষ্টি এবং বাড়তি শুল্ক চাপানোর হুমকি দিচ্ছে ওয়াশিংটন। কিন্তু ঘরোয়া বাজারে জ্বালানির উর্ধ্বমুখী দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষপর্যন্ত সেই মস্কোর শরণাপন্ন হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করে বিপুল পরিমাণ ডিজেল আমদানির পথ প্রশস্ত করেছেন তিনি। আর ট্রাম্প প্রশাসনের এই আকস্মিক ভোল বদলে বিশ্ব কূটনীতিতে আমেরিকার তথাকথিত ‘দ্বিমুখী নীতি’ এবং ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ ভাবমূর্তি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের ঝঁশিয়ার দিয়ে নিজেদের সংকটের সময় সেই নিয়ম শিথিল করার মার্কিন মোস্কোতে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা।

নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে

সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প জানান, মার্কিন ও বিশ্ব বাজারে মূল্যস্ফীতি রুখতে এই সমঝোতা দরকার ছিল। তাঁর কথায়, ‘প্রেসিডেন্ট পুতিন বিপুল পরিমাণ ডিজেল মার্কিন ও আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়তে সম্মত হয়েছেন। এর ফলে তেলের দাম অনেকটাই কমবে এবং সাধারণ নাগরিকরা স্বস্তি পাবেন।’ ট্রাম্প দাবি করেন, যুক্তিবদ্ধ আন্তর্জাতিক

কেনার অর্থ প্রকরাপ্তের পুতিনের যুদ্ধভাণ্ডারকেই শক্তিশালী করা। নিষেধাজ্ঞার নীতিতে যদি এমন নিষিদ্ধি শিথিলতা থাকে, তবে তা বিশ্বমঞ্চে ভুল বাত দেয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ভারতের প্রতি আমেরিকার অতীত অবস্থানের বৈপরীত্য। ইউক্রেন সংঘাত শুরুর পর থেকেই

ভারত যখন জাতীয় স্বার্থ ও জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাশিয়া থেকে কম দামে অপরিমোষিত তেল আমদানি বাড়াত্তিল, তখন বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল ওয়াশিংটন। এমনকি বাড়তি শুল্ক ও বিধিনিষেধের ঝঁশিয়ারিও শোনানো হয়েছিল। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান চুক্তিটি মার্কিন নীতির চরম দ্বিচারিতাকেই সামনে এনে দিয়েছে। ভারতীয় কূটনীতিকদের একাংশের মতে, আমেরিকা সবসময় নিয়ম নিজের সুবিধা অনুযায়ী তৈরি ও বদল করে। দিল্লি যখন কৌশলগত স্বার্থে নিজস্ব জ্বালানি নীতি অনুসরণ করছিল, তখন আপত্তি তোলা হয়েছিল। কিন্তু নিজের দেশে তেলের দাম বাড়তেই সমস্ত আদর্শ সরিয়ে রেখে মস্কোর জ্বালানি গৃহণে পিছপা হননি ট্রাম্প। ফলে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ তত্ত্বের আড়ালে আজ আন্তর্জাতিক মহলে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেনার অর্থ প্রকরাপ্তের পুতিনের যুদ্ধভাণ্ডারকেই শক্তিশালী করা। নিষেধাজ্ঞার নীতিতে যদি এমন নিষিদ্ধি শিথিলতা থাকে, তবে তা বিশ্বমঞ্চে ভুল বাত দেয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ভারতের প্রতি আমেরিকার অতীত অবস্থানের বৈপরীত্য। ইউক্রেন সংঘাত শুরুর পর থেকেই

এমআরআই স্ক্যানে লুকিয়ে আশার আলো

সাত বছর আগে মিলবে অ্যালবাইমার্সের সংকেত!

অসলো, ১০ অক্টোবর : অ্যালবাইমার্স এমন একটি রোগ, যা নিঃশব্দে মানুষের স্মৃতিশক্তি কেড়ে নেয়। যখন এই রোগ ধরা পড়ে, তখন মস্তিষ্কের অনেকটা ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে যায়। কিন্তু নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নতুন গবেষণায় এমন এক যুগান্তকারী তথ্য উঠে এসেছে, যা আগামী দিনে এই মারণরোগের চিকিৎসায় দিশা দেখাতে পারে। ‘নেচার নিউরোসায়েন্স’ জার্নালে প্রকাশিত এই সমীক্ষা বলছে, অ্যালবাইমার্সের মূল কারণ হিসেবে পরিচিত অ্যামাইলয়েড-বিটা প্রোটিন মস্তিষ্কে জমা হওয়ার অন্তত সাত বছর আগেই সাধারণ গ্রিমআরআই স্ক্যানের মাধ্যমে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো ধরা সম্ভব। গবেষকরা টানা ১৬ বছর ধরে হাজারেরও বেশি সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এমআরআই স্ক্যান বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর পিইটি স্ক্যানের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে পরবর্তীকালে জমা হওয়া অ্যামাইলয়েড প্রোটিনের মাত্রার তুলনা করেন তারা। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং এই গবেষণার সহ-লেখক আন্ডার্স মার্টিন ফেল জানিয়েছেন, মস্তিষ্কে অ্যামাইলয়েড জমা হওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীর। যখন কোনও রোগীর রিপোর্টে অ্যামাইলয়েডের মাত্রা বিপদসীমা পার করে, তখন রোগ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু তার বহু বছর আগে থেকেই মস্তিষ্কের ভেতরে পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যে মানুষের মস্তিষ্কে পরে অ্যামাইলয়েড জমা হয়েছে, প্রোটিন জমার আগের বছরগুলোতে তাদের মস্তিষ্কের বাইরের স্তর বা কর্টেক্স স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পুরু ছিল। এটি অ্যালবাইমার্সের সাধারণ লক্ষণের (যেখানে মস্তিষ্ক সংকুচিত হতে থাকে) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তবে গবেষক ইউনসেপ ওয়াং স্পষ্ট

করে দিয়েছেন যে, মস্তিষ্কে অ্যামাইলয়েডের মাত্রা বেশি থাকা মানেই যে সেই ব্যক্তি অ্যালবাইমার্সে আক্রান্ত, এমনটা নয়। সুস্থ মানুষের মস্তিষ্কেও এই প্রোটিন থাকতে পারে। সাধারণ এমআরআই স্ক্যান মস্তিষ্কের গঠনের পরিবর্তন বুঝতে পারলেও সেটা যে অ্যালবাইমার্সের কারণেই হচ্ছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। বয়সের কারণে বা ভাস্কুলার সমস্যার ফলেও কর্টেক্সের পুরুত্ব কমবেশি হতে পারে। তাই শুধুমাত্র এমআরআই-এর ওপর ভরসা না করে রক্তপরীক্ষা, জেনেটিক্স এবং কপনিটিভ অ্যাসেসমেন্টের সাহায্য নেওয়া জরুরি। কৃত্রিম মেধা বা এআই আগামী দিনে এই স্ক্যানগুলো আরও নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করতে পারে। এখনই হয়তো এমআরআই দিয়ে অ্যালবাইমার্সের আগাম নির্ণয় সম্ভব নয়, তবে রোগ শুরুর অনেক আগে থেকেই যে মস্তিষ্কে সংকেত মেলে, এই গবেষণা অন্তত সেই নতুন দরজাটা খুলে দিল।

কেনার অর্থ প্রকরাপ্তের পুতিনের যুদ্ধভাণ্ডারকেই শক্তিশালী করা। নিষেধাজ্ঞার নীতিতে যদি এমন নিষিদ্ধি শিথিলতা থাকে, তবে তা বিশ্বমঞ্চে ভুল বাত দেয়।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ভারতের প্রতি আমেরিকার অতীত অবস্থানের বৈপরীত্য। ইউক্রেন সংঘাত শুরুর পর থেকেই

ভারত যখন জাতীয় স্বার্থ ও জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাশিয়া থেকে কম দামে অপরিমোষিত তেল আমদানি বাড়াত্তিল, তখন বারবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল ওয়াশিংটন। এমনকি বাড়তি শুল্ক ও বিধিনিষেধের ঝঁশিয়ারিও শোনানো হয়েছিল। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান চুক্তিটি মার্কিন নীতির চরম দ্বিচারিতাকেই সামনে এনে দিয়েছে। ভারতীয় কূটনীতিকদের একাংশের মতে, আমেরিকা সবসময় নিয়ম নিজের সুবিধা অনুযায়ী তৈরি ও বদল করে। দিল্লি যখন কৌশলগত স্বার্থে নিজস্ব জ্বালানি নীতি অনুসরণ করছিল, তখন আপত্তি তোলা হয়েছিল। কিন্তু নিজের দেশে তেলের দাম বাড়তেই সমস্ত আদর্শ সরিয়ে রেখে মস্কোর জ্বালানি গৃহণে পিছপা হননি ট্রাম্প। ফলে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ তত্ত্বের আড়ালে আজ আন্তর্জাতিক মহলে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

টাটা সন্স নিয়ে মোদির দরজায় নোয়েল

মুম্বই, ১০ অক্টোবর : টাটা সন্সের শেয়ার বাজারে লিস্টিং বা প্রাথমিক শেয়ার বিক্রি করা নিয়ে টাটা ট্রাস্টস এবং টাটা সন্সের অন্দরে বিরোধ এবার চরম আকার নিল। শেয়ার বাজারে কোম্পানির তালিকাভুক্তির বিরোধিতা করে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ঝরস্ব হলেন টাটা ট্রাস্টস-এর চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছেন, তবে এখনও সেই বৈঠক চূড়ান্ত হয়নি।

টাটা সন্সের প্রায় ৬৬ শতাংশ শেয়ারের মালিক হল টাটা ট্রাস্টস। নোয়েল টাটার মূল আশঙ্কা হল, শেয়ার বাজারে টাটা সন্সের আইপিও এলে গ্রুপের ১০০ বছরের পুরোনো মালিকানা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং টাটা ট্রাস্টস-এর প্রভাব তলানিতে ঠেকেবে। তাঁর যুক্তি, একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান মূল শেয়ারহোল্ডার হওয়ার কারণেই টাটা সন্স দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করতে পেরেছে এবং তাৎক্ষণিক লাভের আশা না করেই গ্রুপের দুর্বল কোম্পানিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। শেয়ার বাজারে এলে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা সবসময় নিজেদের আর্থিক লাভের দিকেই নজর দেন, যা কোম্পানির এই দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্তে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। টাটা গোষ্ঠীর এই প্রকাশ্য বিরোধ সরকার আপাতত হস্তক্ষেপ না করলেও পুরো পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে।

দোষী সাব্যস্ত তাহির হুসেন

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : ২০২০-র উত্তর-পূর্ব দিল্লির হিংসার ঘটনায় প্রাক্তন কাউন্সিলার তাহির হুসেনকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন দিল্লির বিশেষ আদালত। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলনের সময় নেতাকারী ও বেসরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, অশান্তি ছড়ানো, হিংসায় ইন্ধন জোগায়ের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ পুলিশের তরফে পেশ করা তথ্যপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত তাঁকে দোষী ঘোষণা করে।

ফ্লাইদুবাই বিমানে হামলার তদন্তে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর : দুবাইগামী ‘ফ্লাইদুবাই’ বিমানের একটি সন্দেহজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। উড়ান চলাকালীন যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যয়িত হওয়া এবং জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে আপস করার অভিযোগ জাঠায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তভার নিজেদের হাতে নিয়েছে এনআইএ-র বিশেষ দল। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিমানে সন্দেহজনক কাজকে এবং নিয়ম ভাঙার গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। ঘটনায় আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রোটোকল ভাঙা হয়েছিল কি না এবং এর পিছনে কোনও পরিকল্পিত অন্তর্ঘাত বা



শনিবার হরিদ্বারের হর কি পৌরী ঘাটে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ।

‘বিজেপির প্রচারে রিলায়েন্সের হাত’

নিউ ইয়র্ক, ১০ অক্টোবর : ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালুকে কেন্দ্র করে দুই শিল্পপতির মধ্যে বিরোধ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে এক্স ‘পোস্টে’ ‘ভারতীয় অভিজাত শিল্পগোষ্ঠী’র বিরুদ্ধে একের পর এক তির ছুড়ছিলেন মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্ক। শনিবার রাখঢাক না করে সরাসরি তিনি তোপ দেগেছেন রিলায়েন্সের কর্তৃপক্ষকে আত্মনির বিরুদ্ধে। বিজেপির নিবন্ধিত প্রচার ও তহবিল গঠনে যে রিলায়েন্স কোম্পানির পরিষ্কার হাত রয়েছে, তার প্রমাণ সমেত সমাজমাধ্যমে সূর চড়িয়েছেন স্টারলিঙ্কের মালিক।

নিজের এক্স হ্যাণ্ডলে ‘আল জাজিরা’ ও ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর পুরোনো প্রতিবেদনের স্ক্রিনশট শেয়ার করেন মাস্ক দাবি করে, রিলায়েন্সের কর্তৃপক্ষ একাধিক সংস্থা ফেসবুক সহ নানা সমাজমাধ্যমে বিজেপির প্রচার বাড়াতে সাহায্য করেছে। যেমন, ‘কৃহিক সাগ্লাই’ নামের একটি রিলায়েন্স-ঘনিষ্ঠ সংস্থা রাজনৈতিক বন্দের মাধ্যমে শাসকদলকে ৩৮৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এর আগে কটাক্ষ করে মাস্ক লেখেন, ‘প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বিনী, আপনাই যে ভারতের প্রকৃত মালিক তা বুঝতে না পারার জন্য ক্ষমা

নথি সহ মুকেশকে নিশানা মাস্কের

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বিনী, আপনাই যে ভারতের প্রকৃত মালিক তা বুঝতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইছি।

এলন মাস্ক

চাইছি।’ তাঁর অভিযোগ, প্রভাবশালী শিল্পপতিদের একচেটিয়া বাজার ধরে রাখার কৌশলেই স্টারলিঙ্কের লাইসেন্স আটকে রয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ে নেট পরিষেবার অভাব এবং বিপর্যয়ের সময় জরুরি ইন্টারনেট যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে মাস্ক দাবি করেন, সেবা করার সুযোগ পেলে স্টারলিঙ্ক ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন বদলে দেবে। তবে মাস্কের অভিযোগ আগেই

উড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। এই বিষয়ে সরকারি অবস্থান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্ঘিয়া জানান, ‘ভারত কোনও ক্ষেত্রেই একচেটিয়া ব্যবসা বা মনোপলি অনুমোদন করে না।’ কেন্দ্রের টেলিকম মন্ত্রক মাস্কের বৈষম্যের অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে, এই প্রকাশ্য বিবাদে মাস্কের মারাত্মক সব অভিযোগের মুখোঁ আশ্বিনী বা রিলায়েন্সের তরফে এখনও কোনও বক্তব্য মেনেনি। জিও চেয়ারম্যান আকাশ আশ্বিনীও বিতর্ক এড়িয়ে গ্রাহকদের পরিবেশায় জোর দেওয়ার কথা বলেন। অন্যদিকে, বিজেপির তহবিলে আশ্বিনীর অনুদানের রিপোর্ট পোস্ট করতেই সমাজমাধ্যমে উলটো তোপের মুখে পড়তে হয়েছে। নেটিজেনদের একাংশ মাস্কের আচরণকে ‘দ্বিচারিতা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মাস্ক-আশ্বিনী টক্করকে ‘পশ্চিম হস্তক্ষেপ’ আখ্যা দিয়ে অভিযোজা কমল হাসান বলেন, ভারত একটি গণতন্ত্র, কোনও উপনিবেশ নয়। আর ভারতীয় বা মার্কিন— কোনও ধনকুবেরই একটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশের নীতি নিখারণ করার অধিকার নেই।

নাশকতার ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বিমানে উপস্থিত কয়েকজন যাত্রীর গতিবিধি ও পরিচয়পত্র যাচাই করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, গ্রাউন্ড স্টাফ এবং বিমানসংস্থার জু-সেমারদের বয়ান নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে এনআইএ। উড়ানের সিসিটিভি ফুটেজ, যাত্রী তালিকা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সনাক্ত তথ্য সংগ্রহ করে ইতিমধ্যেই প্যালোচানা চলেছে। এনআইএ-র এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, বিমানের ভিতর জাতীয় নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলার মতো কোনও উপাদান থাকলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গোটা ঘটনার আন্তর্জাতিক যোগাযোগ খতিয়ে দেখতে বিশেষ নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গেও সমন্বয় রেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।



সিংহ বল্লের রাজা
হল্লেও প্রতিদিব
১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা
শুয়ে, বজ্লে,
ঘুমিয়ে কটিয়।

শিশু

কিশোর

আমর

১১

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১১ অক্টোবর ২০২৬

11

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়।

লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞায়ার প্রণাল্যেরে মেঠ স্মৃতি যা প্রখরও চ্যালে অ্যাছে...

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, ঠিকানা, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

এই পাতার জন্য সব লেখা ও ছবি মেল করতে হবে

ubssishukishor@gmail.com-ঠিকানায়।

প্রশ্ন : প্রাচীন বাংলায় দুর্গোৎসব ছিল বাসন্তীপূজো। বাংলায় বসন্তের বদলে শরতে কে এই পূজো শুরু করেন? উত্তর : বাংলায় শরৎকালে দুর্গাপূজো করেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। প্রশ্ন : ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে দুর্গাপূজোর ঐতিহাসিক যোগ আছে। কে ছিলেন ভবানন্দ? উত্তর : ভবানন্দ মজুমদার ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের আদিপুরুষ বা প্রতিষ্ঠাতা। প্রশ্ন : ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ জয়ের আনন্দে কোথায় ‘কোম্পানির পূজো’ হয়েছিল? উত্তর: শোভাবাজার রাজবাড়িতে। প্রশ্ন : পলাশির যুদ্ধ জয়ের আনন্দে প্রথম ‘কোম্পানির পূজো’-তে প্রধান অতিথি কে ছিলেন? উত্তর : পলাশির যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর সেনাপতি লর্ড ক্লাইভ। প্রশ্ন : ব্রিটিশ সরকার কেন কয়েক বছরের জন্য সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজো বন্ধ করে দিয়েছিল? উত্তর : ব্রিটিশ পুলিশের সন্দেহ ছিল যে, এই পূজোটি বাংলার বিপ্লবীদের একত্র হওয়ার একটি গোপন কেন্দ্র। প্রশ্ন : স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে দুর্গাপূজো শুরু করলেও তার একটি ইচ্ছা অপর্য্য থেকে যায়। সেটি কী? উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ পশুবলি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীসারদা দেবীর আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন : কুমোরটুলির বিখ্যাত খ্রিস্টান মৃৎশিল্পীর নাম কী? উত্তর : অ্যান্টনি সাহেব। প্রশ্ন : ১৯৭৬ সালের দুর্গাপূজো কেন সব বাঙালির কাছে বিশেষ ছিল? উত্তর : ১৯৭৬ সালে মহালয়ার দিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বদলে উত্তমকুমারের কণ্ঠে

চণ্ডীপাঠ ও ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়, যা তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে। পরে তীব্র জনরোষের চাপে ষষ্ঠী/সপ্তমীর দিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মূল ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ পুনরায় সম্প্রচার করা হয়। প্রশ্ন : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন গভর্নর দুর্গাপূজোর ওপর থেকে কর তুলে নিয়েছিলেন? উত্তর : ওয়ারেন হেস্টিংস। প্রশ্ন : বাংলার কোন গভর্নর জেনারেল দিনাজপুরের নাবালক জমিদারের শারদীয়া দুর্গাপূজোর জন্য ৫০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন? উত্তর : লর্ড ওয়েলেসলি। প্রশ্ন : কোন বিপ্লবী সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজো আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন? উত্তর : অতীন্দ্রনাথ বসু। প্রশ্ন : কোন কংগ্রেস সভাপতি উত্তর কলকাতার একটি পূজো কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন? উত্তর : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে কুমোরটুলি সর্বাঙ্গীন দুর্গাপূজো এবং বাগবাজার সর্বাঙ্গীন দুর্গাপূজো কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রশ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণ কার বাড়িতে দু্বার দুর্গাপূজোর সময় এসেছিলেন? উত্তর : অধরলাল সেন। তিনি ১৮৮৩ ও ১৮৮৪ সালে তার কলকাতার বাসভবনে এসেছিলেন। প্রশ্ন : বাংলার সবচেয়ে পুরোনো দুর্গা প্রতিমা কোথায় দেখা যায়? উত্তর : বালুড়ার বিষ্ণুপুর দুর্গে প্রাপ্ত ‘মুম্ময়ী’ প্রতিমা। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা জগৎমল্ল এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশ্ন : রানি রাসমণির জামাতা মথুর বিশ্বাসের পরিবারের পূজো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয়রা যে বারোয়ারি পূজো শুরু করেন, তার নাম কী ছিল? উত্তর : আর্থ ধর্ম প্রচারিণী সভা (বাজেট ছিল মাত্র ৩৫ টাকা)। প্রশ্ন : বাংলার কোন রাজপরিবার আজও সন্ধিপূজো শুরুর আগে কামান দাগে? উত্তর : বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজপরিবার। প্রশ্ন : উত্তরপ্রদেশের কোন গ্রামে সবচেয়ে পুরোনো মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে? উত্তর : ভিটা গ্রামে (প্রয়াগরাজ/এলাহাবাদের কাছে)। এটি এখন কলকাতার ভারতীয়

গণেশ মূলত পার্বতীর একক সৃষ্টি এবং লক্ষ্মী-সরস্বতী শিব-পার্বতীর সন্তান নন)। প্রশ্ন : মহাষ্টমীর দিন দুর্গা কোন বিশেষ রূপ ধারণ করেন? উত্তর : মহাগৌরী— দুর্গার সবচেয়ে সুন্দর ও শান্ত রূপ। প্রশ্ন : কোচবিহার রাজপরিবারে দুর্গোৎসব কে শুরু করেন? উত্তর : মহারাজা বিশ্বসিংহ (১৪৯৬–১৫৩৩)। প্রশ্ন : প্রাচীন বাংলার কোন সাহিত্যে দুর্গাপূজোর উল্লেখ পাওয়া যায়? উত্তর : দ্বাদশ শতাব্দীর কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা ‘রামচরিতম’ কাব্যে। প্রশ্ন : দুর্গাপূরের কাছে ৯৬০ বছরের পুরোনো গড় জঙ্গল মন্দিরটি দুর্গার প্রসঙ্গে কেন বিখ্যাত? উত্তর : এখানে দেবী দুর্গা ‘শ্যামারূপী’ (দুর্গা ও কালীর মিশ্র রূপ) হিসেবে পূজিত হন। প্রশ্ন : রাজা মানসিংহ যখন বাংলার রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন, তখন তিনি প্রতাপাদিত্যের পারিবারিক দুর্গা প্রতিমাটি রাজস্থানে নিয়ে যান। প্রতিমারির নাম কী? শীলাদেবী (এটি আগে বাংলাদেশের যশোরে ‘যশোদেবরথী’ নামে পূজিত হত; বর্তমানে জয়পুরের অম্বর কেল্লায় প্রতিষ্ঠিত)। প্রশ্ন : বিজয়া দশমীর দিন ‘দেবী বরণ’ সাধারণত সধবা মহিলাদের কাজ, কিন্তু কলকাতার কোন পরিবারে কেবল পুরুষ পুরোহিতরা এটি করেন? উত্তর : উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকোর দাঁ পরিবারে। প্রশ্ন : জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর (রায়কত) জমিদারির দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব কী? উত্তর : এখানে দেবী দুর্গা বাঘের পিঠে চড়েন এবং বোড়ো উপজাতির ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন। প্রশ্ন : গুজরাট ও রাজস্থানে বাঘের ওপর আসীন দেবীকে দুর্গার প্রতিরূপ হিসেবে পূজো করা হয়। তাঁর নাম কী? উত্তর : অম্বা দেবী বা অম্বাজি। প্রশ্ন : হলওয়েলের লেখা কোন বই থেকে কলকাতার ‘দুর্গোৎসব’ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়? উত্তর : ইন্টারেস্টিং হিস্টরিক্যাল ইভেন্টস (১৭৬৬)।

পূজোর ছুটি অমুরের

বিধানচন্দ্র সান্যাল

বছর ঘুরে আবার শরৎ এসেছে। শিউলির গন্ধ, কাশফুলের দোলা আর ঢাকের বাসিতে মর্তালোক মুখার। পাড়ায় পাড়ায় পূজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। কেউ নতুন জামা কিনছে, কেউ মণ্ডপ সাজাচ্ছে, আবার কেউ ভাবছে— এবার কোন মণ্ডপে ফুচকা আর বিরিয়ানি সবচেয়ে ভালো হবে।

কিন্তু মর্ত্যে যখন এত আনন্দ, তখন স্বর্গলোকের এক কোণে বসে একেবারেই খুশি নয় মহিষাসুর। কারণটা খুবই সহজ। প্রতি বছর একই কাণ্ড। থিম প্যান্ডেল হোক কিংবা সাবেকি প্রতিমা— দেবী দুর্গার পায়ের নীচে তাকে পড়ে থাকতে হয়। বৃকে ত্রিশূল, মুখে কষ্টের ভঙ্গি, জিভ বের করা— এই তার চিরন্তন অভিনয়। বিজয়া দশমীর বিসজন্মের পর দেবী কৈলাসে ফিরতেই মহিষাসুর আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সোজা গিয়ে হাজির হল দেবী দুর্গার কাছে। চোখ মুছতে মুছতে বলল, —মা, আর পারছি না। হাজার হাজার বছর ধরে একইভাবে আর খেয়ে পড়ে আছি। আমারও তো একটু আনন্দ করার অধিকার আছে। পাশেই কাকিক আর গণেশ বসে লাড়ু খাচ্ছিল। গণেশ মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, কথাটা কিন্তু একেবারেই মিথ্যা নয়। প্রতি বছর ওভাবে পড়ে থাকা সতিই বেশ কষ্টের ব্যাপার। কাকিকও মাথা নেড়ে বলল, আর ওর তো কোনও ছুটিও নেই।

দেবী দুর্গা মৃদু হেসে বললেন, তা ঠিক। কিন্তু মর্ত্যের মানুষ তো অন্ততের বিনাশ দেখতেই পূজোর গল্পে তোমাকে ওইভাবে দেখতে অভ্যস্ত। তুমি যদি ভালো হয়ে যাও, তাহলে যুদ্ধটা হবে কার মস্তুে? মহিষাসুর একটু ভেবে বলল, তাহলে একটা নতুন ব্যবস্থা করা যাক, মা। দুর্গা জানতে চাইলেন, কী ব্যবস্থা? মহিষাসুর প্রস্তাব দিল, পূজোর সময় ডিউটি ভাগ করে দিই। দেবী অবাক হয়ে বললেন, ডিউটি ভাগ? মহিষাসুর উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। সপ্তমী আর অষ্টমীতে আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। ঢাক বাজাব, প্রসাদ বিলি করব, ভক্তদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলব। নবমীর

দিন একটু-আধটু যুদ্ধের অভিনয় হবে— তাও খুব সাধাধাে। আর দশমীর দিন সিঁদুর খেলা হলে আমাকও মিষ্টি খাওয়াতে হবে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী এতচ্চ চুপ করে শুনছিলেন। এবার দুজনেই হেসে উঠলেন। দেবী দুর্গাও হেসে বললেন, —বেশ, তোমার দাবি মঞ্জুর। তবে মর্ত্যের মানুষ যেন বুঝতে না পারে যে আমরা সবাই মিলে নতুন চুক্তি করেছি।

মহিষাসুর আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তাহলে ঠিক রইল। এ বছর থেকে অসুরের পূজোর ছুটি চাল।

পরের বছর মর্ত্যের এক বিখ্যাত মণ্ডপে দেখা গেল একেবারে নতুন দৃশ্য। মহিষাসুর আর আগের মতো রক্তাক্ত হয়ে পড়ে নেই। এক হাতে প্লাস্টিকের তলোয়ার, অন্য হাতে

সেলফি স্টিক। দেবী দুর্গার ত্রিশূল তার বৃকে আলতো করে ছোঁয়ানো। আর মহিষাসুর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বলছে, ‘স্মাইল প্লিজ।’ মণ্ডপের দর্শনার্থীদের হাসি আর ধামেই না। কেউ বলছে, —বাঃ। এবারের থিম তো একেবারে দুর্দান্ত। কেউ আবার বলছে, মহিষাসুরও দেখছি এবার পূজোর ছুটি পেয়েছে। মহিষাসুর অবস্থা মনে মনে ভীষণ খুশি। এবার আর রক্ত-যন্ত্রণার অভিনয় নয়, তার বদলে কপালে জুটেছে স্ক্রী, লাডু আর রসগোল্লা। আর দেবী দুর্গার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল— মা, এত বছর পরে বুঝলাম— অসুর হওয়ারও মাঝে মাঝে ছুটি দরকার।

মাকে ছাড়াই পূজো

প্রতি বছর দুর্গাপূজোতে আমরা সবাই দেশের বাড়িতে যাই, গতবারও গিয়েছিলাম। দুর্গাপূজোয় সপরিবারে সবাই মিলে আনন্দ করলাম ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্মীপূজোতে একসঙ্গে আনন্দ করা সেবার হয়নি। পাগাইয়ের আই চেকআপের জন্য মাকেও পাগাইয়ের সঙ্গে হায়দরাবাদে যেতে হয়েছিল। বাড়িতে আমি, দাদা, মণিদিদা আর মণি ছিলাম। লক্ষ্মীপূজোর দিন বাড়িতে মা নেই, তাই আমরা ঠিক করলাম— আমরা মাকে ছাড়াই লক্ষ্মীপূজো করব। যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। পূজো করতে অবশ্য পুরোহিত মশাই এসেছিলেন। মণিদিদা আর মণি পূজোর সরঞ্জাম, প্রতিমা ও স্বেদ্য কিনে এনে দিয়েছিলেন। দাদা

বাগান থেকে পূজোর ফুল, আত্মপল্লব আর আখ কেটে এনে দিয়েছিল। আর আমি করেছিলাম আসল কাজ— উঠোন থেকে তিনতলার সিঁড়ি পর্যন্ত খড়িমাটি দিয়ে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ এঁকেছিলাম। মা লক্ষ্মী যেন সিঁড়ি দিয়ে হটিতে হটিতে আমাদের সব ঘরে গেছেন, তারই পদচিহ্ন পড়েছিল প্রতিটি ঘরে। তিনতলার পূজোঘর মনের মতো করে আলপনা দিয়ে সাজিয়েছিলাম। সারা বাড়ি আমার আলপনায় জ্বলজ্বল করছিল।

লক্ষ্মীপ্রতিমাকে নতুন পোশাক পরিয়েছিলাম। মাকে আমার হাতের কারুকার্য ভিডিও কলে যখন দেখালাম, মা তো অবাক। আমি এত ভালো কাজ করতে পারি, মা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। মণিদিদা আমাকে সাহায্য করেছেন. মায়ের মনে প্রথমটায় এরকম ধারণা হয়েছিল। পরে অবশ্য মণিদিদা আর দাদার কথায় মা বিশ্বাস করেছিলেন। এটি আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। নিজের মতো করে কিছু করার স্বাধীনতা সেবারের লক্ষ্মীপূজোর দিনে আমি পেয়েছিলাম। স্বাহা বিশ্বাস, পঞ্চম শ্রেণি অলিম্পিয়াদের নিউটন গার্লস (উঃমঃ) হাইস্কুল

মধুর স্মৃতি

দুর্গাপূজোর ঠিক পরেই প্রতি বছর আমাদের বাড়িতে খুব উৎসাহ ও আনন্দের গিরে প্রসাদ বিতরণ করার আনন্দটাই ছিল আলাদা। রাতে সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খিচুড়ি, তরকারি, মিষ্টি ও নানা ধরনের ফল খেয়েছিলাম। সারাদিন ধরে বন্ধুদের সঙ্গে হাসিখুশি মুহূর্তগুলো খুব শন ধুয়ে গিয়েছিল। পরিবারের সবার সঙ্গে কাটানো এই সুন্দর ও পবিত্র লক্ষ্মীপূজোর স্মৃতি আমি কখনোই ভুলতে পারব না। —রূপস্কর ভট্টাচার্য, সপ্তম শ্রেণি পুটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

আলপনার গথ ধরে

কিছু কিছু দিন থাকে ক্যালেন্ডারের পাতায়, আর কিছু কিছু দিন থেকে যায় মনের পাতায়। লক্ষ্মীপূজো এলেই আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। তখন পূজো মানেই ছিল নতুন জামা, মায়ের হাতে তেরি নারকেলের নাড়ু আর ঠাকুমার হাতে আঁকা আলপনা। তখন আমি ছোট। পূজোর আগের দিন থেকেই আমাদের বাড়িতে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যেত। মা ঘর পরিষ্কার করতেন, ঠাকুমা আলপনা দিতেন আর আমি তার পাশে বসে আগ্রহভরে আলপনা আঁকা দেখতাম। সেবার পূজোর দিন সন্ধ্যায় আমি নতুন জামা পরে ঠাকুমার পাশে বসেছিলাম। পূজো শেষে ঠাকুমা আমাকে প্রসাদ দিতে দিতে বলেছিলেন, ‘লক্ষ্মীদেবী শুধু ধনসম্পদের দেবী নন, যে ঘরে ভালোবাসা ও স্নেহ থাকে, সেই ঘরেই আসল লক্ষ্মীদেবী বাস করেন।’ পরদিন ঠাকুমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। তার কয়েক মাস পর তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে লক্ষ্মীপূজোয় আনন্দের সঙ্গে এক অভূত শূন্যতাও জড়িয়ে গেল।

আজও পূজোর সন্ধ্যায় আলপনায় আঁকা লক্ষ্মীদেবীর পায়ের ছাপের দিকে তাকালে মনে হয়, ঠাকুমার ভালোবাসা সেই পথ ধরে আমাদের ঘরে ফিরে আসবে। প্রতি বছর লক্ষ্মীপূজোয় আমি ঠাকুমার স্মৃতিতে একটি প্রাণী আলাদা করে ছালাই। সেটিই আমার কাছে তাঁর মায়ভরা কণ্ঠ, স্নেহের হাত আর ভালোবাসার আলো।

তাই লক্ষ্মীপূজো আমার কাছে শুধু একটা উৎসব নয়, এটি স্মৃতিতে হারিয়ে যাওয়া মানুষকে ফিরে পাওয়ার দিন। সেই লক্ষ্মীপূজোর স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারিনি। —জিষ্ণু চক্রবর্তী, সপ্তম শ্রেণি পুটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি



ভূমি সরকার, পঞ্চম শ্রেণি, পুটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির



মোহর তাসুলি, নবম শ্রেণি, ইলাদেবী গার্লস হাইস্কুল



অম্মো ভৌমিক, নবম শ্রেণি, হরিরামপুর গভঃ মডেল স্কুল



মহিমা মণ্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণি, পুটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

দেবীপক্ষে মহিলাদের সেরা ৫ বিনিয়োগ প্রকল্প



কৌশিক রায়

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বর্তমানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে নারীরা। চাকরি, ব্যবসা, গৃহস্থালি সামলানোর পাশাপাশি বিনিয়োগের জগতেও তাদের অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। শুধু আয় নয়, সঠিক বিনিয়োগই নারীদের আর্থিকভাবে নিরাপত্তা দিতে পারে। ফিন্ড ডিপোজিট বা ডাকঘরের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পের মতো চিরন্তন বিনিয়োগ নয়, মহিলারা এখন শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডের জগতেও সমান সাবলীল। মহিলাদের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পও রয়েছে। নারী স্বাধীনতা তখনই সার্থক হবে যখন নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে।

বিনিয়োগ শুরুর আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে...

- বিনিয়োগের আগে নিজের আর্থিক লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেই অনুযায়ী বেছে নিতে হবে বিনিয়োগের মাধ্যম।
- ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী বিনিয়োগের মাধ্যম নির্বাচন করা প্রয়োজন।
- শুধু বিনিয়োগ করলে হবে না, নিয়মিত

পোর্টফোলিও পর্যালোচনা করতে হবে।

- যে কোনও বয়সে বিনিয়োগ শুরু করা যায়। যত শীঘ্রই বিনিয়োগ শুরু করা যাবে, সম্পদ বৃদ্ধি তত আকর্ষণীয় হবে।
- বিনিয়োগের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিমা এবং পেনশন প্রকল্পে যোগ দেওয়ার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে।
- যে কোনও ধরনের বিনিয়োগের আগে সেই সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখা জরুরি।

বাজারে মহিলাদের জন্য রয়েছে একাধিক বিনিয়োগ প্রকল্প। এছাড়াও যে কোনও বিনিয়োগ প্রকল্পেই অংশ নিতে পারেন তাঁরা। দেবীপক্ষে মহিলাদের জন্য সেরা পাঁচটি বিনিয়োগ প্রকল্প হতে পারে—

মহিলা সম্মান সঞ্চয় প্রকল্প

২০২৩-২৪-এর বাজেটে এই প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কোনও মহিলা মাত্র ২ বছরের জন্য এই প্রকল্পে টাকা রাখতে পারেন। এখানে সুদের হার ৭.৫ শতাংশ। ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০০ টাকা। সর্বোচ্চ ২ লক্ষ

টাকা বিনিয়োগ করা যায়।

পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের যে কোনও নারী এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। নাবালিকার ক্ষেত্রে অভিভাবক প্রয়োজন। এখানে বিনিয়োগের ১ বছর পর ৪০ শতাংশ টাকা তুলে নেওয়া যায়।

নির্ধারিত সময়ের আগে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিলে সুদের হার ৭.৫ শতাংশ থেকে কমে ৫.৫ শতাংশ হয়ে যাবে।

পিপিএফ

মহিলাদের জন্য বিনিয়োগের ভালো মাধ্যম হতে পারে পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিপিএফ)। ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। ন্যূনতম ৫০০ এবং সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা বছরে জমা করা যায়। বর্তমানে বার্ষিক ৭.১ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায়। পিপিএফে বিনিয়োগে কর ছাড়যোগ্য।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্প

কন্যাসন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এই প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কন্যাসন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে ইত্যাদির জন্য অভিভাবকরা এই প্রকল্পে টাকা জমা করতে পারেন। এই প্রকল্পে ১০ বছরের নীচে কন্যাসন্তানের বয়স হলেই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। সর্বাধিক দুই মেয়ের জন্য এই অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। মাসে মাসে এই প্রকল্পে টাকা জমা করতে হয়। বছরে ন্যূনতম ২৫০ টাকা ও সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা জমা করা যায়। কন্যাসন্তানের বয়স ২১ হলে এই প্রকল্পের টাকা ফেরত পাওয়া যায়। বাজার চলতি প্রকল্পগুলির তুলনায় এতে সুদের হার বেশি। কর ছাড়েরও সুবিধা দেয় সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্প।

এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি হল—

- বর্তমানে এই প্রকল্পে ৮.২ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায়, যা বাজারে চালু বেশিরভাগ প্রকল্পের তুলনায় অনেক বেশি।
- ৮০(সি) ধারায় বছরে ১.৫ লক্ষ পর্যন্ত আয়কর ছাড় পাওয়া যায়।
- কন্যার বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে উচ্চ শিক্ষার জন্য ৫০ শতাংশ টাকা তোলা যায়।
- ন্যূনতম ২৫০ টাকা দিয়ে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।

মিউচুয়াল ফান্ড

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, দেশে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের হার প্রায় ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি চারজন বিনিয়োগকারীর মধ্যে একজন মহিলা রয়েছে। ২০১৯ সালের মার্চ থেকে এই বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে।

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে হলে প্রয়োজন একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ও ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। ফান্ডে এককালীন বিনিয়োগের পাশাপাশি এসআইপি বা এসডরিউপি করা যায়। এসআইপি হল দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের জন্য সেরা উপায়। নিজের বাজেট বা সঞ্চয় থেকে এসআইপির মাধ্যমে নিয়মিত অল্প অল্প করে মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি করা যায়। হাতে এককালীন বেশি অর্থ থাকলে এককালীন বিনিয়োগ করা যায়।

বর্তমানে নানা ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড চালু রয়েছে। ঝুঁকি ও আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনা করে মিউচুয়াল ফান্ড বাছাই করতে হবে। ইকুইটি, ডেট বা হাইব্রিড ফান্ডের পাশাপাশি কর ছাড়ের জন্য লগ্নি করা যায় ইএলএসএস ফান্ডেও।



বোধিসত্ত্ব খান

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি এক চরম নৈরাজ্য ও জটিলতার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। দিন যত গড়াচ্ছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ততই ঘনীভূত হচ্ছে এবং আমেরিকা-ইরানের সংঘাত পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছে। এর জেরে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ থাকার উপক্রম হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাগাতার উর্ধ্বমুখী।

জ্বালানি তেলের এই আকাশছোঁয়া দাম এবং অগাস্ট মাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান মাথায় রেখে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই আর কোনও ঝুঁকি নেয়নি। ফলস্বরূপ, অক্টোবর মাসের মানিটারিং পলিসি কমিটির (এমপিসি) বৈঠকে গভর্নর রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্টে বৃদ্ধি করেছেন, যার ফলে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণের বোঝা আরও ভারী হয়ে উঠেছে। মুদ্রাস্ফীতি ও জ্বালানি সংকটের এই আবহে ভারতের অর্থনীতির ওপর

বহুমুখী চাপে ভারতীয় বাজার

রেপো রেট বৃদ্ধি থেকে স্টারলিংক বিতর্ক



বাহ্যিক চাপও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

এই অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে আমেরিকা যেন ভারতের আইটি খাতের বিরুদ্ধে এক প্রকার প্রচলিত চাপ সৃষ্টি করেছে। একদিকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ভারত থেকে আমেরিকায় যাওয়া আইটি পেশাজীবীদের চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে দেশে এক অবমাননাকর ইঙ্গিত দিয়েছেন, অন্যদিকে মার্কিন প্রশাসন টিসিএস ও উইপ্রোর মতো শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় আইটি সংস্থাকে তাদের পামনেট লেবার সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম থেকে বহিস্কার করেছে। তাদের অভিযোগ, এই কোম্পানিগুলি স্থানীয় আমেরিকানদের সুযোগ না

দিয়ে কম খরচে ভারতীয় কর্মীদের নিযুক্ত করেছে। একই সঙ্গে, ভারতের উদীয়মান ডিজিটাল ও টেলিকম বাজারে প্রবেশ করতে চাইছে ধনকুবেরের এলন মাস্কের স্টারলিংক। রিলায়েন্স জিও বা এয়ারটেলের মতো দেশীয় সংস্থাগুলি যখন লক্ষ্যিক কেটি টাকা খরচ করে সরকারি স্পেকট্রাম কিনে ব্যবসায় নেমেছে, তখন মাস্ক নামমাত্র খরচে ভারতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালুর ছাড়পত্র পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

আমনি মাস্ককে ভারতে লাইসেন্স পেতে বাধ্য দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলে বিভিন্ন সময় তীব্র কট্ট্রি

করেছেন, যা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অথচ মাস্ক যে দামে পরিষেবা দিতে চাইছেন, তা ভারতীয় বাজারের তুলনায় বহুগুণ বেশি। ভারতের সাধারণ মানুষ যেখানে মাত্র ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা পান, সেখানে মাস্ক আমেরিকা, জাপান, কানাডা বা ফিলিপিন্সের মতো দেশে জন্ম ১০ থেকে ১৩ গুণ বেশি অর্থ নিয়ে থাকেন। তাছাড়া চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইরানের মতো বিশ্বের বহু দেশই নিরাপত্তার খাতিরে স্টারলিংককে তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। ভূ-রাজনৈতিক এই সমস্ত চাপ ও বৈদেশিক নীতির

টানাপোড়েনের সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ভারতীয় অর্থনীতি এবং শেয়ার বাজারে।

এই বহুমুখী চাপের মুখে গত বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারে নিফটি তার ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তর ২২,১৭৯.৯০ পয়েন্টে নেমে আসে। তবে এর মাঝেই টিসিএসের ত্রৈমাসিক ফলাফল আশার আলো দেখিয়েছে। যেখানে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১২,১৩১ কোটি টাকার তুলনায় ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের নিট লাভ বেড়ে দাড়িয়েছে ১৩,৯৩৪ কোটি টাকা। এই ইতিবাচক খবরের জেরে শুক্রবার নিফটি প্রায় ২৮৮ পয়েন্ট ঘুরে দাঁড়ায়।

তবে দীর্ঘমেয়াদি উদ্বেগের বিষয় হল, ডিসেম্বর ২০২৫-এ বৈদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বা এফআইআই-এর অংশীদারিত্ব ১০.৩৭ শতাংশ ছিল, যা জুন ২০২৬-এ কমে দাঁড়িয়েছে ৯.০৭ শতাংশ। এদিকে টরেন্ট পাওয়ার, অ্যান্ডিভিনি সুপারমার্শ, রিলায়েন্স ও সুইগির মতো বেশ কিছু কোম্পানির শেয়ারদর ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তর স্পর্শ করেছে।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যেই আসতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত জিও প্ল্যাটফর্মের আইপিও, যার প্রস্তাবিত প্রাইস ব্যান্ড প্রতি শেয়ার ১০৬৫ থেকে ১১১৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর মোট বাজারমূল্য প্রায় ১০.৩ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট সতর্কীকরণ : লেখাটি

লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসমপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের অনুমতি দেয়নি। ভূ-রাজনৈতিক সন্দেহ যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

খাদ্যের কিনারা থেকে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটাল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষ দিনে ঘুরে দাঁড়াল

সূচক সেনসেজ ও নিফটি। পাঁচ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেজ ৭২৪৭২.৩৩ এবং নিফটি ২২৫২০.৪৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ৫৬২.৬৩ এবং ৯৮.৫ পয়েন্ট। বিগত আট সপ্তাহ টানা পতনের পর শেয়ার বাজার এই প্রথম উত্থানের সাক্ষী হল। পরিস্থিতির উন্নতি হলেও পাকাপাকিভাবে সুদিন ফিরতে আরও সময় প্রয়োজন। আগামী কয়েকদিন সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। গুণগত মানে ভালো এমন বহু শেয়ারের দাম এখন তলানিতে। সঠিক শেয়ারটি বেছে নিতে পারলে আগামী দিনে বড় মুনাফার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

শেয়ার বাজারের এই উত্থানে ফের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকার মিউচুয়াল নিবারণ পর্বত তিনি ইরানে হামলা করবেন না। তার এই বাতর্যি অশোখিত তেলের দাম নামতে শুরু করেছে। যার জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার তেজি হয়েছে। হামলা না করার বাতর্যি পাশাপাশি ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার। এই আলোচনা ইতিবাচক হলে শেয়ার বাজারে লম্বা দৌড় শুরু হতে পারে।

এর পাশাপাশি সূচকের উত্থানে মদত দিয়েছে মার্কিন বড় ইন্ডের দাম কমা, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার শেয়ার কেনার হিড়িক, ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলিও। নিফটি ও সেনসেজ চলতি সপ্তাহে গত এক বছরের সর্বনিম্ন অঙ্কের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে টেকনিক্যাল পূলব্যাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই বিষয়টিও শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে। চলতি সপ্তাহে রেপো রেট বাড়ালেও জিডিপি বৃদ্ধির হার আগে পূর্বাভাসের তুলনায় বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। যা শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের ফলপ্রকাশ শুরু হয়েছে। প্রথমসারির সংস্থাগুলি ভালো ফল প্রকাশ করলে শেয়ার বাজারে আস্থা ফিরবে লগ্নিকারীদের। আর ফল খারাপ হলে আবারও অস্থির

হবে শেয়ার বাজার। উৎসবের মরশুমে বিক্রিবাটা কেমন হয় তার ওপরও নির্ভর করবে আগামী দিনে শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ।

অন্যদিকে সোনা-রূপোর দাম অনেকটাই স্থিতিশীল হয়েছে। ধাপে ধাপে এই দুই মূল্যবান ধাতুতে লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে।

এসপ্তাহের শেয়ার

■ এসবিআই : বর্তমান মূল্য- ৯৫৯.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-১২৩৪/৮৬১, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮৮০-৯৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৮৫৩০৮, টার্গেট- ১২৫০।

■ ডিএলএফ : বর্তমান মূল্য- ৬৪৮.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৭৮৬/৪৮৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৯০-৬২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬০৫৪৮, টার্গেট- ৮০০।

■ রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ : বর্তমান মূল্য-১১৭০.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১১/১১৬০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)- ১৫৮৩৭১৩, টার্গেট-১৩৮০।

■ বিশাল মেগা মার্চ : বর্তমান মূল্য-৯৭.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৫০/৯৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৯০-৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৫৬৭৬, টার্গেট- ১৫০।

■ উইপ্রো : বর্তমান মূল্য- ১৬২.৫৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-২৭৩/১৫৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৫০-১৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬১০৩১, টার্গেট- ২২৫।

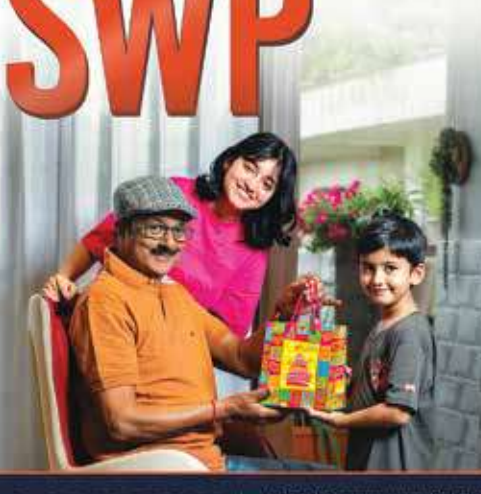
■ টাটা পাওয়ার : বর্তমান মূল্য- ৩৪২.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৪৬৫/৩৩৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩২০-৩৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৯৩২৮, টার্গেট-৪৯০।

■ অনন্তরাজ : বর্তমান মূল্য- ৫৭০.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন-৭০৪/৪০৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫০০-৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৫৩৯, টার্গেট- ৭৫০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

रिटायरमेंट - एप्र जता Systematic Withdrawal Plan **SWP**


PRABIN
 AGARWAL
Empowering Investors




96478 55333


**National Commerce House (2nd Floor),
Church Road, Siliguri- 734001**

Prabin Agarwal (ARN - 41541) AMFI Registered Mutual Fund Distributor & SIP Distributor.
 Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



তেইশ হাজার বছরের পদচিহ্ন

আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যান্ডস জাতীয় উদ্যানে বিজ্ঞানীরা শুকনো মাটির নীচে প্রাচীন কিছু মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করেছেন। এগুলো সাধারণ কোনও ছাপ নয়, প্রায় তেইশ হাজার বছর আগের বরফ ঘূষের এক কিশোরী এবং ছোট শিশুর পায়ের ছাপ। জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া এই ছাপগুলোতে দেখা যায় মেয়েটি কোঁচ মাঝে শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে বিদ্রাম নিয়েছে এবং আবার কোলে তুলে এগিয়ে গিয়েছে। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানীরা আগে যা ভাবতেন, মানুষ তারও বহু হাজার বছর আগে আমেরিকায় পৌঁছেছিল।

প্রিজন ভ্যানে মমতা

প্রথম পাতার পর

শনিবার তিনি নিজে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে মমতার অভিযোগ, তাদের প্রায় দু’ঘণ্টা প্রিজন ভ্যানে বসিয়ে দিল্লির বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা আইন ভাঙিনি। অত্যা আমাদের এমন একটি গাড়িতে বসানো হল, যা সাধারণত অপরাধী ও অভিযুক্তদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের প্রিজন ভ্যানে আমি আগে কখনও যাইনি।’ তাঁদের দ্বারকা নর্থ থানায় নিয়ে যাওয়া হলে বিকাল ৪টে নাগাদ চার সাসপেন্ডেড সঙ্গে নিয়ে ধনায় বসবেন বলে জানান তিনি। জলস্পর্শ না করার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ছাত্র-যুবদের উপর দমনপীড়ন এবং তাঁদের আটকের প্রতিবাদে তারা ধনা চালিয়ে যাবেন। শনিবার কলকাতায় ফেরার কথা থাকলেও তিনি রাজধানীতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোমবার ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মিছিলেও যোগ দেবেন তিনি।

দিল্লির দুর্গে ধাক্কা

প্রথম পাতার পর

এই কাজ করছে দুটি নৈরাজবাদী গোষ্ঠী। একদিকে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের নেতা রাহুল গান্ধি, অন্যদিকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সহযোগী গোষ্ঠী ককরোচ জনতা পার্টি। কক্ৰীয়া শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বলেন, কক্ৰীয়া জেলতা পাটি দেশে অসহ্যকরতা তৈরি করতে চাইছে।

রাহুল অবশ্য তরুণদের প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘সমগ্র বিরোধী শিবির আপনাদের পাশে বাড়িয়ে সরকারকে পরাজিত করবে।’ ভিডিও বাতায় তিনি বলেন, ‘মোদি, শা, ভাগবত, জ্ঞানেশ কুমার, অজিত দোভালার কাপুরুষ। যত খুশি পুলিশ ডাকুন। আমাদের সবাইকে, তরুণদের প্রেপ্তার করুন। কিন্তু আমরা পিছু হইব না।’ তাঁর কথায়, ‘বিজেপি ও আরএসএস দু’পক্ষই ভীতু। যত খুশি পুলিশ নামান, আমি আমার প্রতিপক্ষকে খুব ভালো করে জানি।’

দিনভর ৫ হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ। ককরোচ জনতা পার্টির নেতা-কর্মী, সমর্থকদের পাশাপাশি বামপন্থী ছাত্রছাত্রীদের ধরা হয়েছে। যন্ত্রমস্তুরে শনিবারের কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ। অভিজিৎ দীপকে এবং তাঁর সহযোগীরা অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিলেন, পুলিশ যেখানে আটকবে, সেখান বাতাই প্রতিবাদ হবে। সেই বাতাই শনিবারের বিক্ষোভের কৌশল হয়ে ওঠে।

সকালে পৌঁছানোমাত্র ককরোচ-এর তিন নেতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাস্কাকে আটক করেছে নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে বিমানে করে পাঠে পুলিশ।

অভিজিৎকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, ‘ইন্দ্রিয়া গান্ধিও একরম বাড়াবাড়ি করেননি।’ ককরোচ পার্টির

ভালো বুকিং হোটেল-রিসর্টে পর্যটনে আশার আলো

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১০ অক্টোবর : গতবার পূজোর মরশুমে হোটেল-রিসর্টের রুম বুকিংয়ে পর্যটকদের অনীহা ডুর্যাসের পর্যটন ব্যবসায়ীদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল, ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের বেশি এগোয়নি বুকিং। তবে এবার ছবিটা বদলেছে। ইতিমধ্যে বুকিংয়ের হার পৌঁছেছে ৭৫-৮০ শতাংশে। বুকিংয়ের এই উদ্ধর্মুখী গতি বজায় থাকলে হোটেল ও রিসর্টগুলিতে শতকরা ১০০ ভাগ বুকিং হতে পারে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

লাটাগুড়ি, মূর্তি, চালসা থেকে আলিপুর্দুয়ারের মাদারিহাট-ডুর্যাসের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রেই এবার হোটেল-রিসর্ট বুকিংয়ে ভালো সাড়া মিলছে। বিশেষ করে বস্তু থেকে দশমী পর্যন্ত রুমের চাহিদা বেশি। পূজোর এখনও কয়েক দিন বাকি থাকায় পর্যটকদের তরফে প্রতিদিনই খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ফলে বর্তমানে যে ঘরগুলি ফাঁকা রয়েছে, সেগুলিও বুক হয়ে যাবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

মহালয়ায় পথ সঞ্চালন সংঘের

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ১০ অক্টোবর : শনিবার মহালয়া উপলক্ষে শিলিগুড়িতে পথ সঞ্চালন করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। এদিন শহরের একাধিক রাস্তায় খাকি পোশাকে সংগঠনের সদস্যরা শোভাযাত্রা করেন। শহর এবং মহকুমা এলাকা মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষ এতে অংশ নেন। কয়েকটি শোভাযাত্রায় বিজেপি নেতাদেরও দেখা গিয়েছে। অনেকেই বৈষাটিকে কংঘের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম বলে দাবি করছেন। এটি তাদের ধারাবাহিক কর্মসূচির একটি অংশ বলে জানিয়েছে নেতৃত্ব। অন্যদিকে, এদিন আরএসএসের পক্ষ থেকে খড়িবাড়ির বাতাসিতোও ঐতিহ্যগতভাবে ‘পথ সঞ্চালন’-এর আয়োজন করা হয়। শনিবার বিকেলে বাতাসি পিএসএ ক্লাবের মাঠে বাতাসি সংঘের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সংগঠন সূত্রেবחר, সংগঠনের শক্তি প্রদর্শন, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি।

২ তরুণী উদ্ধার

রাজগঞ্জ, ১০ অক্টোবর : বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দুই তরুণীকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। দুই তরুণী সুখানি পঞ্চায়ত এলাকার বাসিন্দা। তাদের একজন মাসখানেক আগে বাড়ি থেকে বাজার করতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। ওই তরুণী জানান, তিনি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মুহূই থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অপহরণ অভিযোগে আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। ট্রেনে পাটনার দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ।



মেদলা নজর মিনারে যাওয়ার পথে পর্যটকেরা।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজাশিষ চট্টোপাধ্যায় জানান, লাটাগুড়িতে ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০ শতাংশ বুকিং হয়ে গিয়েছে। পূজোর আগে বাকি ঘরগুলিও বুক হয়ে যাবে বলে তাঁরা আশাবাদী। ডুর্যাস ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট

ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক বিষ্ণুজি দাসের কথায়, গত বছরের তুলনায় এবার বুকিং অনেকটাই ভালো। পূজোর দিনগুলিতে পর্যটকদের আনাগোনার পাশাপাশি পরবর্তী সময়েও ভালো সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কেন এ বছর বুকিংয়ের আগ্রহ

রাজাভাতখাওয়া যেন মিনি যন্ত্ররমন্তুর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুর্দুয়ার, ১০ অক্টোবর : শনিবার দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির (মিজেপি) ‘যন্ত্ররমন্তুর ২.০’ কর্মসূচি ঘিরে উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। মুখ্য নিবর্চন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হলেও অনুমতি মেলেনি। সকাল থেকেই আন্দোলনকারীদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। দেশের নজর যখন রাজধানীতে, তখন আলিপুর্দুয়ারের রাজাভাতখাওয়াও হয়ে ওঠে মিনি যন্ত্ররমন্তুর। বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে পথ অবরোধ করেন বজ্রা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কোর এলাকার গ্রামবাসীরা। পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে দিনভর চলে বাদানুবাদ। দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। তবে ধরপাকড় হয়নি। সন্ধ্যায় প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরে ওঠে অবরোধ।

বন দপ্তরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে গত মঙ্গলবার থেকে রাজাভাতখাওয়ায় আন্দোলন চলছে। শনিবার ছিল আন্দোলনের পঞ্চম দিন। প্রথম চারদিন ধর্না চললেও এদিন সকাল থেকে রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। তাতেই মাথাব্যথা বাড়ে প্রশাসনের। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, প্রশাসনের নজরে আসতেই এই অবরোধ। আন্দোলনকারী অরন নাইডু বলেন, ‘চারদিন ধরে আমাদের আন্দোলন চলছিল। তবে সমস্যা মোটোতে প্রশাসনের থেকে তেমন উদোগ নেওয়া হয়নি। শুক্রবার জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক হলেও সমস্যা মেটেনি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন পথ অবরোধ করতে হয়। তবে জরুরি পরিষেবার গাড়িগুলো ছাড়া হয়।’ এদিনের আন্দোলন নিয়ে জেলা

জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

দপ্তরের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার সহ নানা দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন। শুক্রবার বন দপ্তর বিধিনিষেধ তুলে নিলেও নতুন দাবি তোলেন আন্দোলনকারীরা। রাজাভাতখাওয়ায় বন দপ্তরের চেকপোস্ট তুলে দিতে হবে, না হলে সেখানে প্রবেশমূল্য নেওয়া বন্ধ করতে হবে। আন্দোলনকারী লাল সিং ভূজেল বলেন, ‘বন দপ্তরের ওই গেট মানুষকে হয়রান করতে বেশি ব্যবহার হয়। গাদাগাদা টাকা নেওয়া হয়। সেজন্য সেই গেট তুলে দেওয়া হোক, না হলে গ্রামসভাকে দিয়ে দেওয়া হোক। সেই দাবি জানানো হয়েছে।’

শনিবার সকাল থেকেই বজ্রা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা রাজাভাতখাওয়ায় জড়ো হন। চেকপোস্টের সামনে শুরু হয় পথ অবরোধ। দিনভর দফায় দফায়



রাজাভাতখাওয়ায় পথ অবরোধে গ্রামবাসীরা। শনিবার। -সংবাদচিত্র

প্রথম পাতার পর
এখনও অন্ধকার আছে। আলো না ফুটলে ছাড়ব না।’ চা খাওয়া শেষ হলে হাতের কাপ-প্লেট নামিয়ে আলো ফুটতেই জেলের পথে পা বাড়ানেন চারু মজুমদার। এই অনিশ্চয়তায় পূজোর আনন্দ এ বাড়িতে সেই অর্ধেকটুকু পায়পর না। অভিজিৎ বলেন, ‘তবে হ্যাঁ, বিজয়ায় লুচি ও মাংসের ঘুগনি হত। মা ভালো রান্না করতেন। পরিচিতরা আসতেন।’ চারু মজুমদারের বাড়ি থেকে কয়েক মিনিটের হটাঁপথে এ শহরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মির সম্মিলনী। এই ক্লাবের পূজো গত ১০০ বছর ধরে নিষ্ঠা ও সাংস্কৃতিক আয়োজনে শহরের আকর্ষণীয়

কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। গত শতকের পাঁচের দশকে এই ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পদ ছিলেন চারু মজুমদার। তখন পূজায় প্রতি বছর নাটক হত মিত্র সম্মিলনীতে। হত আবৃত্তি, নাচ ও সংগীত প্রতিযোগিতা। অভিজিৎ জানানেন, মা লীলা মজুমদার নাটকের প্রতিযোগিতায় বিচারক থাকতেন। মেয়ে মধুমিতা বলে উঠলেন, ‘‘বাবা মিত্র সম্মিলনীর হয়ে একবার নাটকও পরিচালনা করেছেন। নাটকের নাম ‘বন্ধু।’’ তিনি নিজেও পূজো ও বাংলা নববর্ষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেছেন। মেয়ে অনীতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এবং ‘কথা ও কলম’-এর হয়ে ওই মঞ্চে শরীত করেছেন।

বাড়ল, তার নির্দিষ্ট কোনও কারণ অবশ্য জানাতে পারছেন না পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন, পূজোর ছুটিতে ডুর্যাসে বেড়াতে আসার আগ্রহ রয়েছে পর্যটকদের মধ্যে। মূলত দক্ষিণবঙ্গ থেকেই বেশি বুকিং হচ্ছে। লাটাগুড়ির পর্যটন ব্যবসায়ী সমীর পাল বলেন, ‘অনেকেই পূজোর দিনগুলি বেলের এলাকায় কাটিয়ে তারপর বেড়াতে বের হন। তাই পূজো শেষ হলেই পর্যটকদের আনাগোনা কমে যায় না। লাটাগুড়িতে অক্টোবরজুড়েই বুকিং ভালো রয়েছে। নভেম্বরেও যথেষ্ট বুকিং রয়েছে।’ ফলে পূজোর কয়েকটি দিনের পাশাপাশি পরবর্তী সময়েও পর্যটন ব্যবসা ভালো থাকবে বলে আশা করছেন তারা।

এদিকে এ বছর হোটেল ও রিসর্টে ভাড়া বাড়ানো হয়নি বলে জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে জঙ্গলকেন্দ্রিক পর্যটনে প্রবেশ ফি ফের চালু হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গল খোলার পর থেকেই বন দপ্তর এই ফি নিচ্ছে। এর প্রভাব পর্যটকদের আগ্রহ বা বুকিংয়ের উপর পড়েছে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ডিঝার ফাঁদে মাটিগাড়া

কবিতা গুহ রায়

শিবমন্দির, ১০ অক্টোবর : পূজো এগিয়ে আসতেই মাটিগাড়া থানার বিভিন্ন অলিগলি, চায়ের দোকান, রেললাইনের ধার এবং নিরিবিলি কোণে রমরমিয়ে চলাছে অবৈধ জুয়ার আসর। সন্ধ্যা নামলেই হিরিকেন, কুপি বা মোমবাতির টিমটিমে আলোয় বসছে ‘ঘটগুটি’ বা ‘ডিঝা’র আসর। সামনে রাবারের কৌটো ও খেলার সরঞ্জাম। খেলোয়াড়ের পাশাপাশি কয়েকজন উৎসুক মানুষের জটলা। তাঁদেরই কেউ কেউ নজর রাখছেন পুলিশের টহলদ্বারি ভ্যানের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাকা লাগানো ও ফল ঘোষণা হচ্ছে। বাইরে থেকে নিছক খেলা মনে হলেও এর আড়ালে থাকলে উপর নির্ভর করে অর্থ লেনদেন হলে তা জুয়ার আওতায় পড়ে।

পদ্মশ্রী প্রাপক শিঙ্কাবৈ ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘গলিযুজি, মাটিগাড়া থানা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিমুলতলা, হাসপাতাল মোড় ও রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিক আসর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রচুর খেলার সরঞ্জাম। গত ১৫ দিনে প্রায় ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে জুয়া জামিনযোগ্য অপরাধ হওয়ায় ভবিষ্যতে সহজেই থানা বা আদালত থেকে জামিন পেয়ে যাচ্ছেন, বন্ধ হচ্ছে না জুয়াও।

সাধারণত একটি ছোট ডিঝা বা বাজ্র ব্যবহার করে এই খেলা হয়। কোথাও কাপড় বা ছোট টেবিলেও আসর বসে। কয়েকটি প্রতীক, সংখ্যা বা যুটির মধ্যে কোনটি আসবে, তার উপর টাকা বাজি ধরেন খেলোয়াড়েরা। খেলা পরিচালনাকারী ‘বুকি’ ডিঝা বা সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বাড়িয়ে ফল ঘোষণা করেন। দক্ষতার দলে ভাগ্য ও অনিশ্চয়তার উপর অর্থ লাগানোই এই খেলার মূল ভিত্তি। ফলে ১০-২০ টাকা দিয়ে শুরু করে জেতার আশায় একসময় কয়েকশো বা কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত হারতে হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপূজোর আগে থেকে কালাঁপূজো পর্যন্ত চলে জুয়ার আসর। বিনা পরিশ্রমে রোজগারের আশায় সর্বস্বান্ত হন দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা। এর প্রভাবে পরিবারে আর্থিক অনটন ও

রাজার শহরে ডাবল ডেকার বাস

কোচবিহার, ১০ অক্টোবর : ফের শহরের রাস্তায় নামবে ডাবল ডেকার বাস। তবে এবার আর ডিজেল কিংবা পেট্রোল নয়। একেবারে ইলেক্ট্রিক বাস নামাতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগাম। বাস কেনার পাশাপাশি ইলেক্ট্রিক চার্জার পয়েন্টের পরিকাঠামোর বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই পরিবহণ দপ্তরের সচিবের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে নিগম কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে নিগমের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অশ্বিনীকুমার রায় বলেন, ‘কোচবিহারের জন্য ইলেক্ট্রিক ডাবল ডেকার বাসের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আশা করছি আমরা দ্রুত নতুন ডাবল ডেকার বাস পেয়ে যাব। এটি পর্যটনেও নতুন মাধ্যম যোগ করবে বলে আমরা আশাবাদী।’

তোমরাপাড়ের এই শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে দোতলা বাসের একটা নস্টালজিয়া জড়িয়ে আছে। মূলত আদির দশকের শুরু থেকে শহরে দোতলা বাস চললেও দীর্ঘদিন ধরে নিগমের হাতে থাকা একটি ডাবল ডেকার বাস অকস্মাতেই হয়ে পড়ে রয়েছে। বর্তমানে সেটি নিগমের

হিন্দু পরিষদের

প্রথম পাতার পর

সেজন্য তারা এবার দেশভ্রাত্যধিক পূজোমণ্ডপকে চিহ্নিত করেছে। উত্তরবঙ্গের অন্য শহরেও হবে। যেমন, ইতিমধ্যে কোচবিহারে ওপরে নদীতে ফেলা অকিবা প্রতিমার তপের উঠে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেসব বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে হিন্দু সংগঠনটি। যদি কোনও ক্লাব বর্জন দিতে না পারে, তবে ব্যবস্থা নেবে ভিইচিপি। সংগঠনের সদস্যরা নিজদের উদ্যোগে নিজস্বভাবে ‘মথায়োগ্য মর্যাদা’য় বিসর্জন দেবেন বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের সংগঠন সাধারণ সম্পাদক অনুপকুমার মণ্ডল।

এসবের পাশাপাশি, প্রবীণ নাথ বলছিলেন, ‘আমরা পুলিশের ডাকা বৈকটটিতে গিয়েছি। কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবকিছু মেনে পূজো পরিচালনার চেষ্টা করবো।’ উইনার্স ক্লাবের তরফে সুজয় বিশ্বাসের যুক্তি, ‘পরিব্রতা মেনেই পূজো হবে। বাকি নির্দেশিকা যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করব আমরা।’

বিসর্জনে সজ্জতা আনার

অশান্তি নিতাস্তী হয়ে উঠছে। পুলিশ অভিযানে সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হলে কয়েক দিনে খেলা বন্ধ থাকলেও নতুন সরঞ্জাম জোগাড় হলেই ফের শুরু হচ্ছে আসর। যোগীভিটার এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, ‘‘প্রথমে পাঁচ-দশ টাকা দিয়ে শুরু হয়। জিতে গেলে মনে হয় আরও টাকা লাগালে বেশি মিলবে। কিন্তু কখন যে পকেট থেকে কয়েকশো বা হাজার টাকা বেরিয়ে যায়, তা টের পাওয়া যায় না।’’ আইনজীবীদের মতে, ভায়েগর উপর নির্ভর করে অর্থ লেনদেন হলে তা জুয়ার আওতায় পড়ে।

পদ্মশ্রী প্রাপক শিঙ্কাবৈ ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘গলিযুজি,

উৎসবের মরশুমে জুয়ার রমরমা

চায়ের দোকানের অলিগলিতে দরিদ্র পরিবারের পুরুষরা তাস, যুটি ও ডিঝার মাধ্যমে জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে পরিবারের উপর অত্যাচার করছেন, পরিবার অভূত খাচ্ছে। সমাজের সুস্থতার কারণে পুলিশ ও প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে এই খেলা বন্ধে তৎপর হওয়া।’’

মাটিগাড়া থানা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিমুলতলা, হাসপাতাল মোড় ও রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিক আসর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রচুর খেলার সরঞ্জাম। গত ১৫ দিনে প্রায় ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে জুয়া জামিনযোগ্য অপরাধ হওয়ায় ভবিষ্যতে সহজেই থানা বা আদালত থেকে জামিন পেয়ে যাচ্ছেন, বন্ধ হচ্ছে না জুয়াও।

ধারে এল পূজোর পোশাক

করে থাকাকালীন কলকাতায় অনেক সময় দেখেছি, একহাতে বান্দিদের বুক চেপে একমনে গুনছেন বড়ে গোলাম আলির রেকর্ড, ‘বাজুবন্ধ খুল খুল যান...।’

মিত্র সম্মিলনীতে এক সময় সারারাত উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসত। এর উদ্যোক্তাও ছিলেন চারু মজুমদার। আভিজিৎের কথায়, ‘মিত্র সম্মিলনীর সাংস্কৃতিক আয়োজনে যতটা আমাদের উৎসাহ ছিল, পূজোয় অংশগ্রহণ সেভাবে ছিল না।’ গত শতকের সাতের দশকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন যে বিপ্লবী, ক্ষুদিরামপন্ডিত পাশে মহানন্দাপাাড়ার সেই চারুদা কেমন মানুষ ছিলেন? খুব শীঘ্র আর ছোটখাটো চেহারা। মুখে শব্দ

সময় হাসি লেগে থাকত। চোখে সোনালি ছেমেবর চশমা। সংসারে অর্থিক টানাটানি যেমন ছিল, সেমনে ছিল পরাস্পরিক নির্ভরতা। কখনও পার্টির কাজে লীলা বাইরে থাকলে চারু মেয়েদের চুল আঁচড়ে দিয়েছেন, রেঁধে-বেঁধে খাইয়েছেন। চারুবারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সৌরেন বসু লিখেছেন, অনীতার বয়স তখন দু’ বছর। বাবার মতো গায়ের রং। টগটর করে কাঁচ বলে। চারু বলেন, ‘মেয়ে আমার একদম বাপের রং পেয়ে গেছে।’ কথাটা বলতেই স্ত্রী লীলার গায়ের রং যেন ঠাটা করণ জন্ম। বলছেন, ‘বুঝলে, রাতে যত মশা আমাকে শুধু কামড়াই। দেখতেই লীলাদিকে তো অন্ধকার দেখতেই পান না।’



১৫ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১১ অক্টোবর ২০২৬ পনেরো

পুজোয় দেবী আসেন, আর মণ্ডপে মণ্ডপে তৈরি হয় আরও একদল তারকা। কেউ ফিতে কেটে উদ্বোধনের আলোয় আসেন, কেউ গান, নাচ কিংবা সঞ্চালনায় দর্শকের মন জেতেন। কয়েক মিনিটের উদ্বোধনও কখনও সামাজিক পরিচয়ের বড় মঞ্চ হয়ে ওঠে। একরাতের হাততালি কারও কাছে সারাবছরের সাধনার স্বীকৃতি। অথচ যাঁদের শ্রমে উৎসবের আলো জ্বলে, তাঁদের নাম থেকে যায় আড়ালে। ক্যামেরার বলক, সাময়িক খ্যাতি আর পুজো শেষে চেনা জীবনে ফেরার গল্পে মিশে থাকে হাসি, আবেগ ও বাস্তবতা।

হাততালিতে সাধনার স্বীকৃতি

মঞ্চের আলোয় এক রাত

অজিত ঘোষ

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সাহিত্যিক বাণী বসু বলেছেন, ‘লেখক হওয়া যায় না, লেখক জন্মায়।’ কথাটি লেখক সম্পর্কে মানলেও, কালার ক্ষেত্রে মানতে নারাজ। যার কথা বলছি, সে কালো নয়। তবে ধবধবে ফর্সা না হলেও গুঁকে ফর্সাই বলা যায়। পৃথিবীর চরম সত্য এই যে, রঙে নয়, পয়সায় মানুষের নামকরণ হয়।

বেশ লম্বা, মাঝারি চেহারার কালো কানও দিন স্কুলবাড়িমুখো হয়নি। জন্ম থেকেই পরিবারের মুখ চেয়ে পরের গোলামি করেছে। কালার তেমন কোনও সামাজিক মর্যাদা না থাকলেও, ‘গোপালপুর বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটি’র মঞ্চের সম্রাট সে। সেই আটের দশকেই একের পর এক হিন্দি সিনেমার হিট গানের সঙ্গে নেচে আসল নায়কদেরই যেন পিছনে ফেলে দিত সে। দুটো টেকি জোড়া দিয়ে, তার উপর বাঁশের খুঁটিতে টাঙানো মা-কাকিমাদের শাড়ির শামিয়ানা। তার নীচে বালব কুলিয়ে তৈরি হত সাংস্কৃতিক মঞ্চ। কালো উঠলেই ভিড়টা যেন দাঁড়িয়ে যেত। পুজোর সময় প্রাণোচ্ছল, ছুটফুট কালাকে দেখে কারও বলার ক্ষমতা ছিল না, ও এক নিম্নম অন্ধকারের বাসিন্দা। তখনও ‘স্টার’ শব্দটা গ্রামগঞ্জে থাথা বসাতে পারেনি। শুধু মনে হত, কালো আমাদের নায়ক। যাঁদের কথায় কালো উচ্ছ্বরে যাওয়া ছেলে, তাঁদের চোখেও ওই এক রাতের মঞ্চের কালো নামের আলো দেখেছি।

আমাদের সংহতি শক্তির সংহতি। বলা ভালো, শক্তির সমন্বয়। তিল তিল করে সৌন্দর্য ও শক্তি আহরণ করেই দেবী দুর্গা হয়ে ওঠেন তিলোত্তমা। তাঁর আরাধনায় আমরা কেবল একজন দেবীকেই পুজো করি না, পুজো করি তাকেই, যাকে এক কথায় বলা যায় জীবন। নিজের সংসারের যে ধারণা, তার মতোই প্রতিষ্ঠা করি দেবীকে। কবির ভাষায়, দেবতা প্রিয় হন, প্রিয় হন দেবতা।

সংহতি ও সংস্কৃতি শব্দ দুটি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। একটি সমাজের অস্তিত্ব ও অগ্রগতির জন্য এই দুটি উপাদানই অপরিহার্য। সংহতির উৎসবে শামিল হয়ে ঘরে ফিরেই আবিষ্কার করি, নিঃসঙ্গতা এক রোগ। তাকে ঝেড়ে ফেলাতে সঙ্গ দেয় প্রিয় মুখছবি, প্রিয়জনের স্মৃতি ও আবেগ। সুখ-দুঃখ এবং ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে মনে হয়, আমি একা নই। আমার পাশের সমস্ত মানুষই যেন অমৃতের পূত্রকন্যা। সমবেত আমরা এমন এক আলোর প্রতীক, যে আলো আমাদের অভিলাষী।

পুজোয় ফিরি। চাম্পার জঙ্গলের মিলের চাতালে, যা পুজোর সময় হয়ে উঠত মাঠ, চলছে যাত্রানুষ্ঠান। ‘শ্রীদুর্গা শরণম রাইস মিল’-এর মালিক সান্যাল পরিবারের ‘বড়বাসা’ নামের বাড়িতে ছিল ঝাঁকুড়ার টেরাকোটার আদলে তৈরি দুর্গা মন্দির। বছরভর পুজিত দেবীর থানে পুজোর সময় শোভা পেত প্রতিমা। পুজোর চারদিন চলত ঢালাও খিচুড়ি আর পায়োসের প্রসাদ বিতরণ। রাতে যাত্রাপালা। দুইয়ের আকর্ষণে বহু দূরের গ্রাম থেকেও মানুষ পরিবারসমেত এসে পুজোর দিনগুলিতে অস্থায়ী সংসার পেতে বসতেন মিলের চাতালে।

কলকাতার চিংপুর থেকে আসত যাত্রার দল। এসে জুটত তিন ফুট উচ্চতার বছরুপী বলাই। সব যাত্রা দলের সঙ্গেই ভাব জমিয়ে হঠাৎ যাত্রার কোনও এক দৃশ্যে আবির্ভূত হয়ে বলত, ‘বাবুশাই, আমি শুধুই হাসাই।’ দর্শকরা হেসে লুটোপুটি খেতেন। তেমনই এক যাত্রায় দেখেছিলাম, মাঠের দর্শকেরা যেন দুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করছেন। সবার হাতেই অদৃশ্য তলোয়ার।

আলো নিভে আসা দশমীর বিদায়বেলায় দেবী ট্রাকে চড়ে চলেছেন বিসর্জনের ঘাটে। তার পেছনে চলা মানুষগুলির মধ্যে এক অদ্ভুত নিস্তর্রতা। শোক আর অপেক্ষার সেই নিস্তর্রতা কাটিয়ে যমুনা নামের এক বৃক্ষকে বলতে শুনলাম, ‘সান্যালবাবু না হয় খিচুড়ি না-ই বা খাওয়াতেন, মঞ্চ আর মাকে কী আর দু’একদিন রাখা যেত না?’

সান্যালবাবু অক্ষুণ্টে বললেন, ‘বিদায়ের পরে মেয়েকে যে ঘরে রাখতে নেই রে যমুনা!’ দিনহাট শহরের দক্ষিণে নয়রহাট গোবরাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম পিকনিয়ার। গ্রামটিকে চিনেছি আফতাবের সৌজন্যে। খুব কম কথা বলা ছেলেটি যে এত ভালো মঞ্চ সঞ্চালক, তা আমার জানা ছিল না। একবার ওর টানে পুজোয় গিয়ে জেনেছিলাম, পাড়ায় ওর নাম ‘হিরে’। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের গ্রামে একটাই দুর্গা মন্দির। গ্রাম্য জীকজমক কাকে বলে, সেই পুজোয় দেখেছিলাম।

আফতাবের মঞ্চ সঞ্চালনার ভাবাজ্ঞান দেখে বুঝেছিলাম, সঞ্চালনা কেবল একটি শিল্প নয়, একটি সাধনাও বটে। এই সাধনাই ওকে হিরে করেছে। চিনেছিলাম ববার জটো পুষ্ট বানিয়াদহ নদীকে। সময়ের কালপ্রবাহে গতিপথ হারানো বানিয়াদহ আফতাবের ভাষায় যেন পুনরায় গতি পায়। তৃতীয়ারকুটী, ঐতিহাসিক গিতালদহ জংশন মাথা উচু করছে নিজস্ব গর্বে। আফতাবের সাহিত্যজ্ঞানও আমাকে মুগ্ধ করে। জেনেছিলাম, সারাবছর যেমন অপেক্ষা করতে হয় ওই একটি মঞ্চের আলোর জন্য, তেমনই একটু একটু করে সমগ্র বের করে গুলে খেতে হয় সাহিত্য।

এরপর যোলের পাড়ায়

পুজো স্টার

পুজোর মণ্ডপে পরিচিতির বলক, ক্ষমতার সমীকরণ আর পাড়ার হাস্যরসের গল্প

ফিতে কাটার অজস্র মুখ

মীনাঙ্কী মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের আকাশে তখন মেঘ রোদুরের খামখেয়ালি লুকোচুরি আর পাড়ার মোড়ে মোড়ে পুজো কমিটির বাজেট সংকটের চেনা ফিশফাশ। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ির মণ্ডপগুলোর সামনে ভিড় জমেছে ঠিকই, তবে পাবলিকের নজর কিন্তু ঠাকুরের চেয়েও বেশি ওই চকচকে লাল সাটিনের ফিতেটার দিকে। ওই যে ফিতে, ওটা আসলে কেবল একটা কাপড়ের চওড়া টুকরো নয়, ওটা হল ক্ষমতার আসল মাপকাঠি। কার কপালে জুটবে ওই ফিতে কাটার অপার মহিমা? কার কাঁচির ছোঁয়ায় ধনা হবে পাড়ার পুজো? এই নিয়ে ক্লাবের অদরমহলে রীতিমতো এক অলিখিত কুরুক্ষেত্র চলে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হল, পুজো এখন আর সেই আমাদের ছোটবেলার মতো চিরাচরিত বস্তু থেকে শুরু হয় না। এখন তো মহালয়ার পর দিন থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে ধুমধাম করে ফিতে কাটা শুরু হয়ে যায়। মহালয়ার ভোরবেলায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ শেষ হতে না হতেই পুজো কমিটির ছেলেরা কাঁচি আর ফিতে নিয়ে মণ্ডপের সামনে পজিশন নিয়ে নেয়। পিতৃপক্ষের রেশ কাটতে না কাটতেই উদ্বোধনের এমন ধুম

লেগে যায়, যেন একটা এদিক-ওদিক হলে পুজোটা অন্য কোনও পাড়ার লোক এসে চুরি করে নিয়ে চলে যাবে। বস্তু আসতে আসতে তো পুজো প্রায় অর্ধেক শেষই হয়ে যায়।

বড় পুজোগুলো যখন কলকাতা থেকে লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে টলিউডের মেকআপ মাথা নামী তারকা এন জাঁকজমক করতে ব্যস্ত, মাঝারি পুজো কমিটিগুলোর সম্বল তখন নিখাদ লোকাল ট্যালেন্ট। আলিপুরদুয়ারের এক ক্লাবের সম্পাদক কচুমাছু মুখে সেদিন বললেন, ‘দিদি, বাজেট এবার ডুগডুগি! হিরো আনার রেট শোনার পর বুক ধড়ফড় করছে, তাই এবার ফিতে কাটবেন আমাদের পাড়ার পঙ্কজবাবু।’ সেই পঙ্কজবাবু, যিনি পাড়ার একমাত্র লাইব্রেরিটার দেখভাল করেন আর তাসের বোর্ডে যার অজের রেকর্ড। পঙ্কজবাবু যখন ধূতি সামলে কাঁচিটা হাতে নিলেন, চারপাশ থেকে মোবাইল ক্যামেরা এমনভাবে দদাদপ বলসে উঠল, যেন মনে হল অন্ধারের লাল গালিচা! ফিতেটা কাটা হতেই ক্লাবের এক ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, ‘শুধু, এবার লটারিটা তোমারই লাগবে দেখে নিও!’ পঙ্কজবাবুর সেই চওড়া হাসি আর বুক ফোলানো চাউনি দেখে কে বলবে যে তিনি কাল সকালেই আবার তাস শাফল করবেন!

আসলে এই ফিতে কাটার সংস্কৃতি হল তোষামোদ আর সম্মানের এক অদ্ভুত ককটেল। এ যেন তেল আর জলের মতো। কোথাও হয়তো দেখা যায়, স্থানীয় নেতা বা পঞ্চায়েত প্রধান, মন্ত্রী, তাঁদের গাড়ি ছুটছে। প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তিনিও ছুটছেন এ মণ্ডপ থেকে সে মণ্ডপে, এমন একখানা ভাব নিয়ে আসছেন, যেন ফিতেটা কাটলেই এলাকার সব ভাঙাচোরা রাস্তা এক রাতে হাইওয়ে হয়ে যাবে। রোগী সুস্থ হয়ে যাবে বা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সব পালটে যাবে রাতারাতি। তাঁর পেছনে থাকা অনুগামীরা গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেন, ‘দাদা তুমি এগিয়ে চলে, আমরা কাঁচি নিয়ে আছি!’ কোনও কোনও পুজোয় হয়তো পাড়ার সেই রিটার্ডড হেডমাস্টারমশাইকে ধরে আনা হয়, যিনি এককালে ক্লাবের খেদ সেক্রেটারির কান মূলে ত্রিকোণমিত্রির সুত্র শিখিয়েছিলেন। ছাত্রটি আজ সেক্রেটারি হয়ে সারের হাতে কাঁচি তুলে দিয়ে বিনীতভাবে বলেন, ‘স্যার, এবার বিতোটা কেটে পাপমুক্ত করুন!’ সারও কাঁচি চালাতে চালাতে মনে মনে ভাবেন, ‘যাক, অন্তত একটা পরীক্ষায় ছেলেটা পাশ নম্বর পাওয়ার মতো কাজ করেছে!’

তবে দিন বদলেছে আর তার সঙ্গে বদলেছে হাই প্রোফাইল অভিযন্ত্রের তালিকা। আজকাল আর শুধু পাড়ার পাতি নেতা বা মাস্টারমশাইর পুজো কমিটির মন ভরে না। এখনকার ফ্যানসি হল কোনও বড় কর্পোরেট কর্তা, প্রভাবশালী শিল্পপতি কিংবা বড় কোনও প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে উড়িয়ে আনা। এঁদের ডাকার পেছনে ক্লাবের আসল ফায়দা হল ক্ষমতার বড় বড় অলিঙ্গ নিজেদের একটু যোগাযোগ তৈরি করা।

এরপর যোলের পাড়ায়

আনন্দোৎসবে আলো জ্বালানো মানুষদের পার্বণ শেষে শুরু হয় জীবিকার লড়াই

উৎসব ফুরোলেই আলো নেভে?

শাঁওলি দে

‘আম্বিনের শেষ আলোটুকু আজ মিলিয়ে গেল ওই দূরে, বাঁশি বাজায় বিদায়-সুর ক্রান্ত সঁঝের সুরপুরে।’

আম্বিনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সূর্যাস্তের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। এই আলো এক মহা আগমনের আলো, এই আলো উৎসবের আলো। প্রতি বছর ‘আম্বিনের এক শারদ প্রাতে’ যে ‘আলোর বেষু’ বেজে ওঠে, তার রেশ রয়ে যায় অনেকদিন। কিংবা বলা ভালো, বছরভর। বাংলা ও বাঙালির উৎসবের শেষ নেই। বারো মাসে তেরো পার্বণ এখন ছাব্বিশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবু একটি উৎসব বাকি সব উৎসবের উজ্জ্বলতাকে যেন চিরকাল হান করে দিয়েছে। তা হল শারদোৎসব, বাঙালির দুর্গাপুজো।

দুর্গাপুজোকে ঘিরে বাঙালির যত আবেগ, যত আনন্দ, তা কি শুধু চারদিনের? পুজোর অনেক আগে থেকেই ‘পুজো পুজো আসছে’ ভাবের সুরটা যেন সপ্তসুর হয়ে বাজতে থাকে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। সাতরঙা রঙে সজ্জা হয়ে ছড়িয়ে থাকে মনের গোপন কোনও এক কোণে।

স্কুলে স্কুলে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফাঁকফোকর দিয়েই চলে পুজোর বাজার। পাল্লারে লাইন দিয়ে নানা স্টাইলে চুলের ছাঁট। এমনকি বাদ পড়ে

না ঘরদুয়ারও। নতুন রঙের গন্ধে ভরে থাকে উঠোন, শিউলি ফুল গালিচা পেতে রাখে। ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা যায়, কাশফুলের দল হাওয়ায় দোলাচ্ছে তাদের শরীর। নীল আকাশে গুঁড়ো গুঁড়ো মেঘ অবলীলায় ভেসে বেড়ায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও সেজে ওঠে। কাউকে আলাদা করে জানাতে হয় না, পুজো এসেছে। অথচ সকলেরই জানা হয়ে যায়, মা আসছেন তাঁর ছেলেপুলে নিয়ে। এই ক দিন সবাই নির্ভার, নির্ভেজাল আনন্দ-আজ্ঞায় মত্ত। গরিব-বড়লোকের ভেদাভেদ নেই, সবাই আগমনীর কামতমেনে উন্মত্ত। এই চারদিন ঘিরে কত আয়োজন! কতদিন আগে থেকে কত মিটিং, কত প্ল্যানিং! অফিস, বাড়ির দায়িত্ব সামলেও নতুন কোনও দায়িত্বের গুরুভার কাঁধে নিয়ে ব্যস্ত কত মানুষ!

মাঠে মাঠে প্যান্ডেলওয়ালা ব্যস্ত। তাদের হাঁকডাকে ব্যস্ত গোটা পাড়া। দিশারির বড় প্যান্ডেলের দায়িত্ব পেয়েছে এবার পাড়ারই ছোট্ট। টুকটাক ছোটখাটো অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল করতে সে এতদিন। এবারই বড় কাজ! এক মিনিট শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই তার। বাইরে থেকে লোক এনে কাজটা সময়মতো বুঝিয়ে দিতে পারলেই শান্তি। সেক্রেটারি জানিয়েছেন, পঞ্চমীর সকালের মধ্যে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। ছোট্ট কর্মচারীদের তাড়া লাগায়। নিজেও টুকটাক হাত লাগায় কাজে। বিকেলে ক্লাবের লোকজন আসবেন কাজ দেখতে। এসেই তাঁকে খুঁজবেন। তার আগে একটু কাজ এগিয়ে রাখা ভালো।

দুপুরে খাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। ছোট্টা কাজ করতেই থাকে। পুজোর চারদিন পর কেউ ওদের মনে রাখবে না, মনে রাখবে শুধু ওদের কাজ। এতেই ওদের তৃপ্তি। ছোট্ট মাঠে টাঙানো তাঁবুগুলোর দিকে তাকায়।

এখানেই কয়েকদিন ধরে ওদের অস্থায়ী বাসস্থান। পুজোর চারদিন শেষ হলেই পাতভাড়ি গোটানোর পালা। আলো নিভে যাবে। একে একে খুলে ফেলতে হবে সত্য বানানো মন্দিরের চূড়া, পিলার, আরও যাবতীয় সব কিছু, যা ওরা এতদিন ধরে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিল। দু’দিনের মধ্যেই মাঠ ফাঁকা করে দিতে হবে। তারপর ছোট্টদের ছুটি। কে কোথায় চলে যাবে, কে জানে! চারদিনের এই জাঁকজমকের পর ছোট্টদের কেউ মনে রাখে না। শুষ্ক মা যাওয়ার সময় ওদের ঘরে দিয়ে যাবেন ভালো চালের আলো আর নতুন জামার গন্ধ।

রায়পাড়ার গোবিন্দ হালদার বড় লাজুক মানুষ। তাঁকেই এবার ওই পাড়া থেকে পুজোর কাশিয়ার করা হয়েছে। রোজ জড়োসড়ো হয়ে, কিছুটা খুঁকে দোকানে যাওয়া লোকটি ইদানীং কেমন যেন বুক চিত্তিয়ে হাঁটছেন। গর্বের সেরে হাটা। দোকান আর সংসারের বাইরে আঁকু কিছু না-পারা লোকটি এই বিরাট দায়িত্ব পেয়ে খুঁজে পেয়েছেন নিজের আত্মবিশ্বাস। সপ্তাহের শেষে চাঁদা আদায়ের টাকার হিসেব গভীর মুখে বুঝে নিচ্ছেন তিনি। রীতিমতো ভাউচার দিয়ে বিভিন্ন কেনাকাটার টাকা মেটাচ্ছেন। টাকার কথা উঠলেই লোকজন তাঁকে দেখিয়ে দিচ্ছে। গর্ব বুক ভরে উঠছে তাঁর। গোবিন্দ হালদার সং মানুষ, এটা এতদিন কাউকে তেমন করে জানানো হয়নি। অথচ তিনি যে সং, এবার তাঁর কাজই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

বাড়িতে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে পেছনে লাগে, ‘চারটে তো দিন, তারপর তোমায় আর কে পাড়া দেবে?’ গোবিন্দ হালদার জানেন, চারদিন পর উৎসবের সমস্ত আলো নিভে এলে আরও কিছু বাকি-বকয়া হাটবেই তাঁর ছুটি। তারপর আবার সেই গোবিন্দ দোকানি। তবু মা এবার তাঁকে কি কম কিছু দিয়ে গেলেন?

এরপর যোলের পাড়ায়



ঝেঁটিয়ে স্বাগত

গৌতমেন্দু রায়

মরে গিয়ে পড়ে যায়? নাকি পড়ে গিয়ে মরে যায় এই সত্যটা কখনও জানতে পারিনি। মৃতদেহটাকে পড়ে থাকতে দেখি ঘরের কোনায়, মেঝেতে। সেটি দেখে ভয় পান গৃহিণীরা। দুর্বলচিত্ত যাঁদের তাঁরা আতঁনাদ করে ওঠেন। ডেডবডিটিকে সরিয়ে ফেলার জন্য বাড়ির পুরুষসিংহটিকে সপ্তগ্রামে গলা চড়িয়ে ডাকেন। সেই মুহূর্তে ডেসিবেলের বেঁধে দেওয়া সীমার কথা মাথায় থাকে না। এসওএস-এর সিগন্যাল পেয়ে আড়মোড়া ভেঙে পুরুষসিংহটি হেলদুলে আসেন। তার লয় ধীর। অর্থাৎ তিনি করমেতে বীর ও ধীর দুটোই। বীরের হাতে অস্ত্র। বীরাপ্নান যে অস্ত্র ব্যবহার করতেন এটা সেই কালাশনিকভ নয়। বরং এই অস্ত্রের নাম দেওয়া যেতে পারে খালাসনিকভ। সেই অস্ত্র আর কিছু নয় একটি সম্মার্জনী অর্থাৎ ঝাড়ু।

এই ঝাড়ু বা ঝাঁটা অনেকটা বোরোলীনের মতো। বঙ্গজীবনের অঙ্গ, যুগপৎ প্রাচীন ঐতিহ্যও বটে। মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মেরে বেঁটিয়ে বিদায় করা বাঙালির একটি অবৈগ ও নস্টালজিয়া। যেমন এই মোমেন্টে আমি খুবই নস্টালজিক, কেননা সব নষ্ট লজিকের উর্ধে উঠে এই মুহূর্তে আমার সম্মার্জনী প্রসঙ্গে পরশুরামের কজ্জলী গল্পগ্রন্থের জাবালি গল্পটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যে গল্পে আমরা দেখি অঙ্গরা ঘৃত্াচাঁ ঝিকিমিকি টুস্পার মতো নেচে-কুঁদে বারবার খবি জাবালির তপস্যাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। জাবালি সেই অঙ্গরাকে যা বলছেন তার মানোটা দাড়ায়- দেখনু ম্যাদাম আপনি এখানে এসে নাচ-টাচ দেখাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু আপনি মুখে যে লোভরেণু অর্থাৎ পাউডার মেখে এসেছেন তা ভেদ করে আপনার রিংকলস বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। এটাও বোঝা যাচ্ছে যে আপনি বয়স লুকোবার আগ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পাপ যেমন বাপকে ছাড়ে না তেমন বয়সও কিন্তু একেবারে ছেড়ে কথা বলে না। আপনার তো চোখের নীচে ডার্ক সার্কেল স্পষ্ট। দাঁতগুলোও ফাঁক হয়ে গেছে। দূর থেকেও তা স্পষ্ট দেখা যায়। রেগে আগুন ঘৃত্াচাঁ দমে যাওয়ার পাতী নন। উলটে তিনি জাবালিকে যা বলছেন তার সারাংশ হল- আসলেই আপনি একটি আকর্ট আনরোম্যাটিক। তাছাড়া আপনার চোখে গ্লকোমার সমস্যাও আছে মনে হয়। সকালটা একবার হতে দিনে তারপার আমিও দেখিয়ে দিচ্ছি কী করে আপনার মুষু ঘুরিয়ে দিতে হয়।

ঠিক এইখান থেকে সম্মার্জনীর ভূমিকাটা খুব মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরের দিন সকালে দুপুরে সরে স্নান সেরে ঘৃত্াচাঁ তাঁর ব্যাটারি চার্জ করে


 বীরভূমের এক তাঁতিগাড়ায়। ছবি : লেখক।

নেন। জাবালিকে তাঁর মিশন থেকে ডিসট্রাঙ্ক করার জন্য ঘৃত্াচাঁ আবার ডান্স বাংলা ডান্স শুরু করতেই জাবালিপত্নী হিন্নলিনী যা ঘটালেন সেটা বরং গল্পের আসল অংশটুকু থেকেই জেনে নেওয়া যাক। ‘অদূরবর্তী দেবদারুবৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া জাবালিপত্নী সমস্ত দেখিতেছিলেন। ঘৃত্াচাঁর দ্বিতীয়বার নৃত্যারম্ভে তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, সম্মার্জনীহস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃত্াচাঁর পৃষ্ঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিলেন।’ তো, যা বলছিলাম। পুরাণ থেকে পলিটিক্স, লোকাচার থেকে অনাচার, শলার ঝাড়ু থেকে শুরু করে সোলার ঝাড়ু অর্থাৎ মহাজাগতিক ‘উইচস বুম নেবুলা’ –এই ঝাটা আমাদের সঙ্গী। ঝাটার সঙ্গে হাটা আমার ফুরাবে না, আমার ফুরাবে না। সেই ঝাটারই সঙ্গে সঙ্গে জগৎ চেনা।

পড়ে গিয়ে মরে যাওয়া অথবা মরে গিয়ে পড়ে যাওয়া যে ডেডবডিটির কথা এই লেখার শুরুতেই বলেছি সেটি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ডিসপোজ করে ভীকু গৃহিণীর বীরু কন্ডাটি পোজ দিয়ে দাড়িয়ে দর্পের হাসি হাসছেন। বলাবাহুল্য তাঁর হাতে শোভা পাচ্ছে ‘পূর্ণ সম্মার্জনী’। যাকে অনায়াসে ‘ফুল-ঝাড়ু’ বলা যায়। মৃতদেহটি ততক্ষণে স্থানান্তরিত হয়েছে ডার্সবিনে। সেই লাশটি টিকটিকিরও হতে পারে অথবা আরশোলার। জাবালি পত্নীর নাম হিন্নলিনীই ছিল কি না তা কেউ জানে না।

পুরাণে অথবা অন্য কোনও শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে বলে আমি অন্তত শুনিনি। মনে হয় উনি পরশুরামের রক্তিত ক্যারেক্টার। কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। হিন্নলিনী না থাকলেও যুগে যুগে কাটা হাতে পত্নীরা তাঁদের স্বামীর ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। তা সেই স্বামী মুনি-ঋষি হোন বা আসামি।

আমরা যেটাকে ডান্ডাঝাড়ু বলি ইংরেজিতে তাকেই কায়াদা করে ক্রমস্টিক নামে ডাকা হয়। সেই ক্রমস্টিক ঝাটাপেটা করার কাজে লাগে না। তার ফাংশন আলাদা। তাতে চড়ে ইয়োরোপীয় ডাইনিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাদের এই বিহঙ্গবাসনার নেপথ্যে একটি বড় কারণ আছে। কারণটি খুবই সিম্পল। ইউরোপের স্বামীরা গাছতলায়, চাতালে, পাহাড়-পর্বতের শুহায় অথবা আশ্রমে বসে ধান করেন না। তাঁরা বিয়ার অথবা ওয়াইনের বোতল হাতে কখন কোথায় থাকেন তা ঠাহর করা খুবই কঠিন। সেজন্যই কিছু ডাইনি টাইপ গিমি জ্বোনের মতো ক্রমস্টিক চেপে তাঁদের ওপর হয়তো নজরদারি চালান। যশ্মিন দেশে যদাচার। তবে ঝাটা হাতে অথবা তাতে চেপে বসে পুরুষমানুষটির ওপর নজর রাখা রমণীদের ডাইনি বলা অনুচিত। তাতে আইনি সমস্যাই পড়তে হতে পারে। তবে ব্যক্তি

রসরঙ্গ

এই ঝাড়ু বা ঝাঁটা অনেকটা বোরোলীনের মতো। বঙ্গজীবনের অঙ্গ, যুগপৎ প্রাচীন ঐতিহ্যও বটে। মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা বাঙালির একটি আবেগ ও নস্টালজিয়া।

হিসেবে আমরা কাকে কী বললাম কী বিশেষণে আখ্যায়িত করলাম তাতে কিছুই যায় আসে না। দেখতে হবে ইতিহাসের পাতায় তাদের কী মূল্যায়ন করা হয়েছে। এমন একটা সময় ছিল যখন ঝাঁটায় চেপে ঘোরাদুরি স্বাভাবিক বলেই ধরা হত। সে এক অতিপ্রাচীন যুগের কথা। তখনও খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার হয়নি। সেই সময়ে ইউরোপের অনেক দেশে কৃষকদের মধ্যে একটি রীতি চালু ছিল। দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গেলে ঘোড়ার পিঠে উঠে ‘ঘোড়াঘুরি’ করাটা যেমন পর্যটকদের একটি আবশ্যিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, ঠিক তেমনই, সাদাচামড়ার ওই কৃষকরা দু’পায়ের ফাঁকে ঝাঁটাটি গলিয়ে ফসলের খেতে লাফালাফি করতেন। তাঁদের বন্ধমূল ধারণা ছিল ঝাড়ুতে চেপে যে যত উঁচুতে লাফাতে পারবেন তাঁর ফলন সবচাইতে ভালো হবে। পরে, খ্রিস্ট ধর্ম প্রসারের পর, মাজকরা এই প্রথাটিকে শয়তানের আরাধনা অথবা ডাকিনিবিদ্যা বলে দাগিয়ে দিলেন। কিন্তু এতসব করেও ঝাটার গরিমা কিন্তু কমল না। লোককথায় আর রূপকথায় ঝাটা কিংবা সম্মার্জনী সসন্মানে তার জায়গাটি পাকা করে নিল। আমরা এক বন্ধু জুতোর ব্যবসা করে খুবই ধনী হয়েছি। পরশ্রীকাতরেরা আড়ালে বলে ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ জানা আছে। ও তো আসলে জুতিয়ে বড়লোক হয়েছে।’ ঝাটার গুণগ্রাহীদের ক্ষেত্রেও বলা যায় ‘ও তো বেঁটিয়ে বোদ্ধা হয়েছে’। শেষোক্ত এই শ্রেণিতে আমি পড়ি কি না জানি না তবে ভেতরে ভেতরে একটি স্বরচিত গান গাইতে খুবই ইচ্ছে করে। গানটি হল ‘আমায় একটু জায়গা দাও ঝাটা তোমার পিঠে চড়ে বাসি’।

বাঙালির লোকসংস্কৃতিতে ঝাটা হেলাফেলা করার জিনিস নয় বরং তা লক্ষ্যীর প্রতীক। পরের আবর্জনা শুধু নয় ঝাটা নাকি তার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমলও দূর করে। যারা বাস্তুটান্ত্র মেনে চলেন তাঁরা আবার একধাপ এগিয়ে বলেন ঝাটি দিলে নেগেটিভিটিও দূর হয়। ঝাটা নিয়ে খাটা অর্থাৎ খাটাখাটনি করা আমার ধম্মে নয় না। কিন্তু সনাতন ধর্মে সম্মার্জনী খেতেই সম্মানীয়। তাই ঝাটির পা লাগলে কপালে হাত ঠেকিয়ে অনেকেই নমস্কার করেন। ঝাটা ছুড়ে ফেলতে নেই, ঝাটা শুইয়ে রাখতে নেই। কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছেন তখন তাঁর যাত্রাপথ ঝাটি দিতে নেই এমন অসংখ্য নিয়মকানুন ঝাটির সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে। বীরভূমের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে ছবি তুলতে গিয়ে দেখেছি বেশমণ্ডটি চারির বাড়িতে প্রশংসপথের পাশেই ঝাটাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে বেশ উচ্চকতিে চঙে। অতিথিকে বেঁটিয়ে স্বাগত জানানবার এই অভিনব রীতি দেখে আমি তো খুব অবাকই হয়েছিলাম।

পিড়পক্ষের শেষের দিকে অর্থাৎ দেবীপক্ষের সূচনার আগে ঝাটা নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হিন্দু বাঙালির সেই সার্বৈকি প্রথা ‘ঘরঝাড়ু’ আলস্য ভেঙে জেগে ওঠে। আধুনিক ফ্ল্যাটা বাড়িতে ঠিক ততটা না হলেও গেরস্তের বসতবাড়ীতে ফুল সুইং-এ সুইপিং চালো। ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে মা দুর্গা বাপের বাড়ি আসছেন বলে কথা। অক্ষমল বেঁটিয়ে ফেলে শুদ্ধ বাতাবরণ তৈরি করতে হবে যে। তাঁর জায়গমনপথ কলুষমুক্ত করতে এই মুহূর্তে শক্তপোক্ত শুদ্ধ ঝাটাই যে চাই।

ঠাকুমার পাকঘর



স্মিতা মোদক সরকার

সুভাষপাশ, শিলিগুড়ি

উপকরণ : মোচা, ভেজানো মটর ডাল, গোবিন্দভোগ চাল, আলু, নুন, হলুদ, সরষের তেল, গোটা জিরে, জিরে বাটা, লংকা বাটা, শুকনো লংকা, ভেজপাতা, সামান্য চিনি, ঘি ও গরম মশলা।
প্রণালী : প্রথমে মোচা কেটে নুন ও হলুদ মেশানো জলে সেদ্ধ করে নিতে হবে। আগের রাতে ভিজিয়ে রাখা মটর ডাল বেটে বড়া ভেজে তুলে রাখতে হবে। কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করে গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে সামান্য নুন ও হলুদ দিয়ে ভেজে তুলে নিতে হবে।
এবার কড়াইয়ে সরষের তেল দিয়ে গোটা জিরে, শুকনো লংকা ও তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। তার পর কেটে রাখা আলু দিয়ে ভেজে নিতে হবে। আলুর মধ্যে লংকা ও জিরে বাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে সেদ্ধ করে রাখা মোচা দিয়ে দিতে হবে। একে একে ভেজে রাখা চাল, হলুদ, নুন ও স্বাদের জন্য সামান্য চিনি দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। কথানো হলে অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। ফুটে উঠলে ভেজে রাখা বড়াগুলি দিয়ে দিতে হবে। নামানোর আগে ঘি ও বাটা গরম মশলা দিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখলেই তৈরি ডালের বড়া ও চাল দিয়ে মোচার ঘণ্ট।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির ‘ঠাকুমার পাকঘর’। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাণা করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে ৯৭৪৭০২৪১৪০ নম্বরে।
--

ফিতে কাটার অজস্র মুখ

পনেরোর পাতার পর

এই সমস্ত ভিআইপি অতিথিরা যখন বিলাসবহুল গাড়ি থেকে নামেন, তখন তাঁদের বডিগার্ডদের ধাক্কায় পাড়ার আসল লোকজনই মগুপ থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে। ক্লাবের ছেলেরা তখন হাত জোড় করে তাঁদের পেছনে ঘোরে এই আশায় যে, যদি পূজোর পর কোনও বড় কাজের বরাত বা ক্লাবের জিম বানানোর জন্য বড় কোনও সরকারি অনুদান পাওয়া যায়। সেই বড়ঝাড়ুরা গম্ভীর মুখে ফিতে কেটে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে পোজ দেন আর মনে মনে ভাবেন, এ বছরও পাড়ার পুজোটাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করা গেল।

এই কাঁচি বিপ্লবের পেছনে পুজো উদ্যোক্তাদের এক চরম পলিটিকাল আর ফিন্যান্সিয়াল অঙ্ক থাকে। কাকে দিয়ে ফিতে কাটালে পাড়ার বিরোধী গ্রুপ ঠান্ডা থাকবে, কার চালাদের থেকে কতগুলো স্পনসরের বড় ব্যানার পাওয়া যাবে, আর কার বাড়ির থেকে মগুপের কানেকশন বিনা পরসায় মিলবে, সবটাই একদম নিখুঁত স্ক্রিপ্ট। শিলিগুড়ির এক বানু পুজো উদ্যোক্তা চোখ টিপে হেসে বলেন, ‘কাকে দিয়ে ফিতে কাটার, সেটা বাছা মানে শেয়ার বাজারে টাকা খাটানো! আমরা এবার পাড়ার সবচেয়ে বড় র্বাশন ডিলারকে ধরেছি। ফিতেও কাটা হল, আবার পুজোর চারদিনে ক্লাবের খিচুড়ির চাল-ডালও স্পনসর হয়ে গেল।’

বাস্তব এটাই যে, এই উদ্বোধনী মুহূর্তটি একজন সাধারণ মানুষকে বা কোনও হাই প্রোফাইল অতিথিকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সুপারম্যান বানিয়ে দেয়। লাল ফিতেটা দুটুকরো হওয়ামাত্রই যেন পাড়ার লোকের মনে হয়, উফ! পুজোটা অবশেষে অফিশিয়ালি ভ্যালিড হল। আর যদি কোনও ঝাড়ুদার বা ফুল বিক্রেতাকে দিয়ে কোনও ক্লাব ফিতে কাটায়। একেই বলে কপাল। পরের দিন সে তার পেটের ভাতের জন্য আবার ঝাড়ু নিয়ে যা ফুল নিয়ে বের হবে। এটাও এক ধরনের প্রচার, পাবলিসিটি বস!

বর্তমানে এগুলো আনন্দ, আর এইটুকুই তো আমাদের চেনা পাড়ার পুজোস্টার হওয়ার আসল রহস্য।

উদ্বোধনের এই হটগোলের মাঝেই মগুপের এক কোশে ফুটে ওঠে পাড়ার সেই চেনা ছবিগুলো। জেনারেটরের ভটভট আওয়াজের সঙ্গে মাইকে তখন বাজছে ‘বাজলো তোমার আলোর বেণু’। ক্লাবের ছোট ছোট বাচ্চারা নতুন জামা পরে এদিক-ওদিক ওড়াউড়ি করছে আর ঢাকের কাঠির প্রথম আওয়াজ শুনতেই মগুপের দিকে দৌড় লাগাচ্ছে। ওদিকে পাড়ার কাকিমারা মগুপের পাশে একজেটই হয়ে তলারকি করছেন, কার ঠাকুর দেখা কখন শুরু হবে আর জিলিপি ভাজার দোকানে এমনই কতটা লাইন পড়ল। ফিতে কাটার জাঁকজমক মগুপের গেটে যে নাটকই তৈরি করুক না কেন, ভিতরে কিন্তু সেই চেনা গন্ধ আর ঢাকের আওয়াজটাই পুজোর আসল মনটা ছুঁয়ে যায়। তবে আসল চমকটা অন্য জায়গায়, ফিতে তো কাটা হল, কিন্তু পুজো শেষে সেই লাল ফিতেটার জায়গা কোথায় হয় জানেন? ওটা সযত্নে চলে যায় ক্লাবের স্টোররুমে, আগামী বছরের নতুন কোনও ফিতে কাটার মুখে আবার নতুন ইন্সি খেয়ে চমকে ওঠার অপেক্ষায়!

আসলে উত্তরবঙ্গের পুজোয় এই ফিতে কাটার নাটকটাই এখন আসল ইউএসপি দাঁড়িয়েছে। ফেসবুকে না উঠলে পুজো যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কমিটির ছেলেরা লাইভ করে, রিল বানায়, আর কমেটে লেখে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কেউ কেউ তো ফিতে কাটার ভিডিও স্লো মোশনে এডিট করে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঢাকের রাজনা জুড়ে দিয়ে। এমনকি পাড়ার চায়ের দোকানেও সন্ধেবেলা চলে ফিতে কাটা নিয়ে পোস্ট মর্টেম। কে কেমন করে কাঁচি ধরল, কে হাসল, কার পাঞ্জাবি বেশি চকচক করল, অমুক নেতাদাদার সঙ্গে কথা বললাম, আমার হাত ধরেছিলেন, এসব নিয়ে বিস্তার আলোচনা। আর একভাবেই একটি সামান্য লাল ফিতে উত্তরবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় ক্ষততা, সম্মান আর বিনোদনের এক অদ্ভুত জিওমেট্রিক বা ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো মেলাতে থাকে।



মঞ্চের আলোয় এক রাত

পনেরোর পাতার পর

‘সারাবছর একটিই মঞ্চ। অন্য কোনও সাংস্কৃতিক মঞ্চ কেনে যাও না? কেউ ডাকে না তোমায়?’ ‘অনেক ডাক আসে। আমি যাই না।’ ‘কেন যাও না?’

‘কারণ, অন্য মঞ্চে মায়ের চোখের প্রশ্রয় নেই।’ মুখে আলো পড়া, মাইকে নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে দর্শকের হাততালি, মহালায়া বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ থেকে বিজয়ার সিঁদুরখেলা, সবই যেন পুজোর সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে। বলতে গেলে, বাঙালির ষোলোকলার এক কলা এই মঞ্চ। যা নিছক বিনোদন নয়, জীবনেরও দিশা দেখায়।

একটি সাক্ষাৎকারে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, শৈশব ও কৈশোরে পাড়ার দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে হওয়া বিভিন্ন নাটক ও থিয়েটারের মঞ্চে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন। পাড়ার ওই উন্মুক্ত মঞ্চের আলোই প্রথম তাঁর ভিতরের অভিনেতাের সামনে এনেছিল এবং অভিনয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিল।

কালিয়াগঞ্জের বুঝা সাহার জীবনেও এমনই একটি মঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেখানে প্রথম গান গাওয়ার পর সাফল্যের উড়ানে তিনি পৌঁছে

যান নামী এক টিভি চ্যানেলের চ্যাপ্টিয়ন গায়ক খেঁজার প্রতিযোগিতায়। গঙ্গারামপুর ফটকপাড়ার অতুল রায়ের কণ্ঠে যে কুমার শানু বাস করবেন, তাঁর পরিচয়ও প্রথম দিয়েছিল পাড়ার দুর্গাপুজোর মঞ্চ। বর্তমানে একটি টিভি সিরিয়ালের আবহসংগীতশিল্পী অতুল।

এমনই মঞ্চসফল শিল্পীদের তালিকা তৈরি করতে গেলে আসে বিতানের নাম। শিলিগুড়ির মহামায়াপাড়ার ভানু সে। কারণ, প্রতিবার মঞ্চে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিমিক্রি করে বিতান বলে ওঠে, ‘মাসিমা, মালপো খামু।’ তারপর দর্শক আর তাকে মঞ্চ থেকে নামতেই দিতে চান না।

কুইজ প্রতিযোগিতায় ভিন্ন মাত্রা আনতে পারে জগাইদা। ‘দুর্গা কোন স্কুলে পড়ত? কে বলতে পারবে?’ ছোটরা সবাই হাত তোলেন। তারপর একে একে নিজেদের স্কুলের নাম বলে। জগাইদার কথায়, সকলের দুর্গা হতে চাওয়াই এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য।

কোনও অভিশন নেই, যোগ্যতার নির্দিষ্ট মাপকাঠিও নেই। সারা বছর হেশেল সামলানো মহিলাও অন্তর্মীর রাতে ‘ভূমি কেমন করে গান করেে হে গুণী...’ গেয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। ‘আমি সেই মনে...’ কবিতায় নিজের দীপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে পারেন কোনও পরিচারিকারও।

উৎসব ফুরোলেই

পনেরোর পাতার পর

রতন ঢাকির বয়স সত্তর ছুইছুই। তাঁর ঢাকের তালে সতিই কোমর দুলে ওঠে। ঘরে দুটো মেয়ে, বড়টার বিয়ের বয়স হয়েছে। হাল আলোর ডিঙ্কের পান্নায় পড়ে আজকাল পুজোপার্বণে তাঁর ঢাকের ডাক কমই আসে। তিনি অপেক্ষা করে থাকেন পুজোর ওই চারদিনের জন্য। এবার দু’জায়গায় বায়না নিয়েছেন। এক জায়গায় নিজ জবাজবেন, অন্য জায়গায় পাঠানেন ছেলেকে। আজকালকার ছেলের বাবার পেশায় আগ্রহ নেই। তবু শুধু বাবার কাজটা ধরে রাখার জন্যই তার যাওয়া। উত্তরাধিকারসূত্রে সেও তার বাবার মতো পেয়েছে তালজ্ঞান। চারদিন প্রাণ দিয়ে ঢাক বাজাবে তারা। যদিও তারপর আবার সেই শব্দহীন দিনরাত। তবু এবার মা যাওয়ার সময় দিয়ে গেলেন সনাইয়ের সুর আর মেয়ের বিদায়ের অনায়াত সুখস্বপ্ন।

রংবেরঙের আলোর কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের এখন ব্যস্ততার শেষ নেই। প্যাভেলে প্যাভেলে বাহারি আলোর সাজসজ্জা হবে। বাইরে থেকে এসেছে ট্রাকভর্তি রঙিন বাতি। সেগুলো নামাতে আর লাগাতে অনেক লোক আনা হয়েছে। বেশিরভাগই ছেলেছোকরা। লাইটের কাজ ঠিকমতো পারে কি না, কে জানে! তবু পাড়ার ছোট থেকে বড় সব ইন্টেলিজিয়ানই এদের কাজে নেয়। দিনশেষে কিছু টাকা তো হাতে ওঠে সকলের। উৎসবের দিনের শেষে ওদের প্রাপ্তি বলতে তো এইটুকুই। মা এবার এসেছেন ফুটিফাটা ছাদ সেনাই করায় জ্ঞান। এত মানুষের মগুপে প্রতিবার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সকলের ভালো হোক, এই চাওয়া কি মিথো হতে পারে?

মাত্র চারদিনের এই আরোজ্ঞন, অথচ সেটুকু নিয়েই সারাবছরের অপেক্ষা। এই অপেক্ষা শুধু কোনও পুজোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ক্লাব কমিটি কিংবা নির্দিষ্ট এলাকার কিছু মানুষের নয়। এই অপেক্ষা সকলের। এ এক এমন

উৎসব, যেখানে কেউ খালি হাতে ফেরে না।

খট। সুইচবোর্ডে লাগানো হ্যাণ্ডেলটা নামিয়ে দিল লাইটমান। দু’পাশ থেকে উইৎসের রিয়ার পর্দা সরতে সরতে এক জায়গায় এসে মিলল। দর্শকরা আসন ছেড়ে উঠে এখন ফেরার পথে। আলোকময় রঙ্গমঞ্চ এখন অন্ধকার। কারও মুখে তৃপ্তি, কারও মুখে ক্রান্তির ছাপ। হ্যাঁ, আলো নিভে গেলে নাটকের মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।

কিন্তু দুর্গাপুজোয় তেমন হয় কি? পুজো ফুরোলেই আলো নিভে যায়? হ্যাঁ, মগুপের আলো নিভে যায়। আকাশের ঠিক নীচে সাজানো রঙিন চাঁদোয়া সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য কোথাও। তবে এই পুজো এক অন্যরকম আলো জ্বালিয়ে যায় মনে, জীবনে।

পাড়ার ‘অ্যামেচার’ গায়কটি এই চারদিনের অপেক্ষায় থাকে। যদি কোনওদিন কেউ ডাকে, সে-ও গানের ডালি নিয়ে প্রস্তুত থাকে। হয়তো এ বছরই সুযোগ মিলবে, কিংবা তার গান শুনে সে পেয়ে যাবে আরও অনেক সুযোগ। সবার সঙ্গে সেও অপেক্ষা করে থাকে শারদোৎসবের। ছোট ছোট বাচ্চাদের নাচ শেখান যে দিদিমণি, তিনিও অপেক্ষায় থাকেন। কোনও পাড়া থেকে তাঁর ছোট্ট স্কুলটিও কি আমন্ত্রণ পাবে? স্কুলে স্কুলে আগমীর অতুলনা, মহালায়ায় প্রভাতি নাচ-গান-কবিতার কোলাজ, পাড়ার ক্লাবের রাতদিনের নাটকের মহড়া, আরও কত কী যে জামার বোতামের মতো জড়িয়ে থাকে এই চারদিনের অপেক্ষায়। সবকিছুই কি পুজো ফুরোলেই শেষ হয়ে যায়? এতকিছুর কোনও রেশ থাকে না?

শরৎ আসে, শরৎ যায়। নতুন জামার গন্ধ একসময় পুরোনো হয়। মা চলে যান সকলকে নিয়ে দল বেঁধে, ঠিক যেমনটি এসেছিলেন। শুধু বিশ্রামের দিন মায়ের চোখটা ছলছল করে ওঠে। চোখ জলে ভরে যায় আমাদেরও। তবু অসংখ্য বাজি-পটকা, ঢাকের আওয়াজ আর ঘাটে ঘাটে বাজানো গানের সুরের মাঝে কে যেন টিংকার করে বলে ওঠে, ‘আসছে বছর আবার হবে’।

আমরা বিসর্জনের আলোটুকু গায়ে মেখে পরের বছরের জন্য মায়ের আগমনের অপেক্ষা করি...

‘অর্ধ শরীরে একটু আলো ফিরিয়ে দিস মা। যেন হারিয়ে না ফেলি ডাকে।’

মানুষের ভালোবাসার মাপকাঠি আছে, মঞ্চকে ভালোবাসার মাপকাঠি নেই। আছে সমান্তরাল গতিপথ। আজকের বিশ্বায়নের যুগে থিম পুজোর চাকচিকা বাড়াচ্ছে ঠিকই। কিন্তু পাড়ার সার্বৈকি পুজোর আন্তরিকতা, অষ্টমীর অঞ্জলি, সন্ধিপুজো, কুমারীপুজো, নবমীর ভোগ, এসবের পাশাপাশি মঞ্চও পুজোর আনন্দকে পূর্ণতা দেয়।

পাঁচ বছরের হিয়া এ বার জেদ ধরেছে। বলছে, পুজোর আমার জমা চাই না, চাই শাড়ি। লাল পাড়ের শাড়ি। যা পরে দুর্গা হওয়া যায়। এ বার আমি মঞ্চে দুর্গা সাজব। আসুন, একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না! হ্যাঁ, পেরেছেন দেখছি। সবজি বিক্রেতা কাল। যারা ওর নামকরণ করেছিল, তারা নিশ্চিত জানত, মাটি পুড়ে উঠ হলে রংটা আর ফর্সা থাকে না। ক্রাচে ভর দিয়ে চলে সে। দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েছে। হারিয়েছে নায়কমণ্ডা।

ওর পাশে একটি বাঁশি। জিজ্ঞেস করে দেখুন, ও বলবে, ‘মা আমার নাচের পা-টা কেড়ে নিয়েছে। মঞ্চ কাড়তে পারিনি। এই যে দেখছেন বাঁশি, সারাবছর সুর তুলি। তারপর সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে পুজোর ফাঁকা মঞ্চ উপরে দিই জ্বালা। ভোরের আলো ফুটলে দেখি, একা আমি নই, জেগে আছে আর একজন। তিনি মা দুর্গা। সন্তানকে দুঃখ দিলে মালের চোখে কি ঘুম থাকে?’



17 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১১ অক্টোবর ২০২৬

দহনান্তে

কুণ্ডল ঘোষ

শেষপর্যন্ত বিজ্ঞাপনটা পড়েই ফেললেন। না, পড়বেন না এমনটা নয়। তবে সাধারণত হেডলাইন ছাড়া আর প্রায় কিছুই পড়া সম্ভব না। চোখ দুটো তো কবেই জোর হারিয়ে ফেলেছে। তবু হাজারও দুঃখ-কষ্টের মাঝে সারাজীবনের শখ-শৌখিনতা বলতে ওই কাগজ পড়াটা বাদ দিতে পারেননি। এই চ্যুন্তান্তর বছর বয়সে এসেও সকালেই একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর নিজের প্রয়োজন মতো কাজগুলো যতটা সম্ভব সেরে দুপুরে প্রায় সব খবরই খুঁটিয়ে পড়ে ফেলা। তবে বিজ্ঞাপনের বিষয়ে কোনও উৎসাহ নেই। কিন্তু কাগজ ওলটপালট করতে গেলে তো বিজ্ঞাপনের উপর নজর যাবেই। আর সেভাবেই পড়ে গিয়েছিল।

প্রমিতা মুখোপাধ্যায় বেশ অবাক হয়েছিলেন। এমনধারা বিজ্ঞাপন হয় নাকি? পরমহুর্তে মনে হল, এসব নিশ্চয়ই বিদেশে অনেকদিন থেকে রয়েছে। এবার বোধহয় এদেশেও এসে পড়ল। পড়ল কেন? পড়েছেই তো। না বলে বিজ্ঞাপনটা এক কোথেকে? বারের পাতার একটা বড় শপিং মলের বিজ্ঞাপনের উপরেই তিন কলাম নিয়ে পাঁচ ইঞ্চির বিজ্ঞাপন। হেডলাইনটা বেশ আকর্ষণীয়— জীবনের শেষে জমি।

মানে? প্রথমে ধরতে না পারলেও বিজ্ঞাপনটা পড়তে শুরু করেই বুঝে ফেললেন। তাতেই চিরকাল বিজ্ঞাপন এড়িয়ে যাওয়া মানুষটা ভয়ংকর উৎসাহী হয়ে দেখাগুলো পলা যায় একরকম গোছাসে... নীচে দুটো ফোন নম্বরও দেওয়া রয়েছে।

পড়া শেষ করার পর আবার একবার পড়ার আগ্রহ তৈরি হল। এবার কিন্তু খুঁটিয়ে পড়লেন এবং বিজ্ঞাপনের শেষ লাইনের কথা— বিশদে জানানতে নীচের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আমাদের অফিসে আসুন, পড়ার পর মাথার ভিতর কেমন যেন বিদ্যুতের শিহরন অনুভূত হল। সাথে দীর্ঘদিনের একটা চাপা যন্ত্রণা কেমন যেন হালকা হতে শুরু করল। যন্ত্রণা?

হ্যাঁ তাই তো, আঠারো বছর বয়সে সেই বাড়িটার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে কম যন্ত্রণা তো সহিতে হয়নি। শহরের নামী ব্যবসায়ী পরিবারের কতামশাই রূপে-গুণে আকৃষ্ট হয়ে তার ছোটছেলের জন্য বাড়ির ছোটবৌ করে প্রায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারও মতামতের ধার ধারেননি। বাবা সাধারণ মানুষ। তিনি খুশি হয়েছিলেন। এত বড় বাড়িতে মেয়ে যাচ্ছে।

উত্তরের সাহিত্যিক



গোবিন্দ তালুকদার

অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বলিহার গ্রামে ১৯৫৬ সালে জন্ম গোবিন্দ তালুকদারের। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে ভারতে চলে আসেন। আশ্রয় নেন মামাবাড়ি গঙ্গারামপুরের নীলডাঙা গ্রামে। সেখানেই প্রাথমিক পড়াশোনা। পরে গঙ্গারামপুর হাইস্কুল থেকে শিক্ষাদান। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক গোবিন্দ রাজা সরকারের ভূমিসংস্কার দপ্তরে বিভিন্ন পদে কাজ করে রাজস্ব আধিকারিক হিসাবে কর্মজীবন থেকে ২০১৬ সালে অবসর নেন। এখন বুনিয়াদপুরে তার স্থায়ী বসবাস।

ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। সেই ভালোবাসা ক্রমে হয়ে উঠেছে আজীবনের সাধনা। তাঁর প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘অয়নায় দেখি মুখ’, ‘স্বাক্ষর রেখে যাই অক্ষরে অক্ষরে’, ‘স্পন্দন খুঁজে চলি’, ‘বাহা পরবের আলো’ এবং একলাইনের কবিতাসংকলন ‘বকুল ফুলে গাথা মালা’। আঞ্চলিক কথা ভাষায় লেখা গল্পসংকলন ‘আন্ধারমানিক’ এবং অণুগল্পগ্রন্থ ‘অনুরণন’ তাঁর সাহিত্যচর্চার আর এক পরিচয়।

কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকা ‘কবিতা জগৎ’-এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত তিনি। তাঁর সম্পাদিত এই পত্রিকা ২০২৫ সালে বহরমপুরের এক ঐতিহ্যবাহী সংস্থার ‘বাসভূমি সেবা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার’-এ সম্মানিত হয়েছে। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। পরোচ্ছেন বিভিন্ন সাহিত্য সম্মান ও পুরস্কার। জেলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার কাজে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। নাটকের প্রতিও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। ক্রেদ্রসমীক্ষার মধ্য দিয়ে নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন লোকজীবন ও সংস্কৃতির নানা অনুবঙ্গ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে নানা পত্রপত্রিকায়।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বহিরাঙ্গা এবং বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্থা ও আঞ্চলিক কথনের সুর মিশিয়ে তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে গ্রামীণ জীবনের যাপনচিত্র। মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষজন, তাদের কথাবাতা ও জীবনবোধ তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে নিজস্ব স্বর।

তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, অক্ষরের ভালোবাসা অক্ষয়। প্রকৃতি ও মাটির সৌন্দা গন্ধে জারিত হয়ে গোবিন্দ তালুকদার আজও মতে রয়েছেন সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোছায়ায়, তার মায়ায়।

কবিতা

আরও আরও...

ঋত্বিক ঠাকুর

শেষ সিগারেট... টান রাখছি... জ্বলছে দীর্ঘতম শ্বাস... কলজে ফুঁড়ে উঠে আসছে আলোর চয়েও লগ্না অন্ধকার... আস্ত্রোঁতে স্তূপাকার নেশার জীবনী আলো নাকি পরজীবী বাখা... কে জানে কেমন রঙ আয়ুর... আয়ুর কী আয়্বাকলা থাকে ছাড়ে, বন্ধু, এই খোল-বাকলের ময়া... সকাল ফুটলেই দেখা হবে বৃষ্টি কিংবা মেঘের বৈঠক... তখন কে স্বর্গীয়ম... বিস্মৃত সরণি... বীতশোক রাত্রির নতুন ঘরে ফেরা

এসো, লিখি, বৈঁচে থাকা... আরেক নেশার মহোৎসব পড়ুক গেরস্ত আত্মজ্ঞন

কবির শহরে চাঁদ ঢলে পড়ে

স্বাগতা বিশ্বাস

কবির শহরে চাঁদ ঢলে পড়ে
অবিন্যস্ত কেশে কুয়াশার ধূলাে,
চোখেমুখে নখরচিহ্ন,
বঁশবাগানের মাথার ওপর থেকে সরে গিয়ে
ঝোপের বাড়ে নিখর শুয়ে থাকে

কবির শহরে প্যাঁচা ডাকে
পৌষের তরী ধানে সবে জমছে দুধ
ইলেক্ট্রিকের তারে বাদুড়ের মরণ-কামড়
মালভোগ কলাবাগান থেকে আগত সুঘ্রাণ
রাত তাকে ঘেয়নি ঘুমাতে

কবির শহরে মোমবাতি মিছিল
গলি থেকে জেলা-শহরের পথে ভিড় বাড়ে
মৌন পথ এগিয়ে চলেছে- মুখ ঢেকে কালো কাপড়ে
কবির শহরে নীরবে শেফালি ঝরে

হে ঈশ্বর, হে অভিসার

নবনীতা সরকার

সকালের বুকে এ কি ধূসর প্রশান্তি-
নাকি, আজও পায়ের চিহ্ন ঢাকা থাকবে কঠিন কুয়াশায়!

আকাশ নেমেছে জানালার পাশে।
পাখিদের কথা শুক হল এই সবে
খোঁয়ার মতন বাতাস এসে জমে কাছে।
শরীরে ধাক্কা খেয়ে ফেনা ফেনা জলরাশি ফেটে যায়

এই তো সময়,
মেঘে ঢেকে যাওয়া পাইনের মাথায়
চুমু খেয়ে
নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ার...
এই তো সময়
এক উপত্যকা থেকে আর এক উপত্যকায়
এইটুকু কথা গড়িয়ে দেওয়ার-
হে ঈশ্বর, হে অভিসার!
মানুকে ভূমি পাহাড়ের মতো প্রেমিক করে গড়ে।

সময় থেকে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা এরা করবে। এমনকি অন্তিম কাজটিও এরা পারবে। বিশদ জানতে ফোন করে অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

প্রমিতা অবাক হলেন এবং তাঁর ভেতরে একটা স্বস্তির শ্রোত শরীরজুড়ে বহিতে শুরু করল। জীবনের অনেকটা পথ পার হয়ে এসেছেন। পর্বগুলো মাটেই সুখের হয়নি। একটা সময় এসে নিজের কপাল আর ভাগ্যকে দোষী করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না। তার মাঝে হঠাৎ এই বিজ্ঞাপনটা সব রকম ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন পথের সন্ধান দিল। কাগজ পড়া শেষ করেরই নীচের ফোন নম্বরে ডায়াল করলেন। ঠিকানাটা জানতে হবে যে। একবারেই যোগাযোগ এবং ঠিকানাটা জানা গেল। এমন কিছু দূর নয়। তাঁর বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার। একটা গ্রাইভেটে অটো নিলেই হয়ে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আধার, প্যান কার্ড আর চেকবই নিয়ে পৌঁছাতেই দুজন ভদ্রলোক খুব আপ্যায়ন করলেন।

সমস্ত কিছু বোঝার পর কোম্পানির গাড়িতে জায়গা দেখতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল। তিনি তো হিন্দু ব্রাহ্মণ, তাহলে কবরের প্রপ্ন আসছে কেন? যদিও কোম্পানির শান্তিটুকু বিয়িত হল না। একাই জীবন কাটিয়ে দিলেন। শুধু একটাই চিন্তা ইদানীং ভাবাত। মৃত্যু। কিছুদিন ধরে এই চিন্তাটা জাকিয়ে বসেছিল। পরিচিতজন আজ তো আর কেউ নেই। শুধুমাত্র ডাক্তার, উকিল, একজন অটোচালক, কাজের বৌ, ব্যাংকের দুজন কর্মচারী আর পাশের দুই বাড়ির মানুষজন। যা হোক করে এতদিন তো কাটল। কিন্তু মৃত্যু যখন

ছোটগল্প

আসবে তখন সে তো বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। বাড়িতে নার্স রেখে দেওয়ার কথা ভেবেছেন, কিন্তু তাতেই বা কতটা শান্তিতে কতটা নিশ্চিন্তে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে, সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। এরই মাঝে আজ এই বিজ্ঞাপন। প্রমিতা আবার পড়তে শুরু করলেন।

মোদ্দা কথা হল, শহরের উপকণ্ঠে মৃত্যুর পর নিজের কবরের জমি কিনে রাখার এক অভিনব ব্যবস্থা। তাছাড়া বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা রয়েছে। সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সংকারণের পর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করার জন্যও জমি রাখা যাবে। শুধু তাই নয়, একা কিংবা দুজন, তাদের প্রয়োজনমতো

সহমর্মী হয়ে পিঠে হাত রাখল। কেউ কি স্বাগত জানাল? নিজের মনে হেসে উঠলেন। অফিসে ফিরে কাগজপত্রের কাজ শেষ করে একটা বড় রকমের চেক কেটে দিতেই ম্যানেজার ভদ্রলোক একটা মোবাইল ফোন দিলেন। জানানতে চাওয়ায় বলা হল, আজ থেকে প্রতিদিন সকালে এই ফোন তাঁকে সুপ্রভাত জানানতে থাকবে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বোতাম চেপে ধরলেই কোম্পানি প্রত্যুত্তর পেয়ে যাবেন। আর যদি তা না হয়? সেক্ষেত্রে কাগজপত্রে জমা থাকা চারটি পরিচিত ফোন নম্বরে বিষয়টি জানানো হবে। নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। অনেকদিন পর কেমন সুস্থ লাগল নিজেকে। বেশ কিছুদিন ধরে বুক আর পিঠে একটা ব্যথা করত। হঠাৎই যেন উথাও হয়ে গেল ব্যথাটা।

দিন সাতেক পর তিনি একটা আন্ধার নিয়ে কোম্পানিতে ফোন করলেন। মনে হল তার কবরের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিক মাথার দিকে যদি একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগানো যায়, তবে কেমন হয়? গাছটা বড় হলে তার ছায়ায় কবরের চারপাশটা বেশ ঠান্ডা থাকবে। আর গাছটায় বেশ কিছু পাখি এসে বসবে। তাদের গানের সুর প্রতিটি কবরকে ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। ফোনে কথা বলে বেরিয়ে পড়লেন কোম্পানির উদ্দেশ্যে।

ম্যানেজার মানুষটি বৃদ্ধার আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না। আসলে একদম নতুন ধরনের ব্যবসা তো। তাই এরকম কিছু আন্ধার মনে নিতেই হবে। প্রমিতা পরদিন গাছ কিনতে বেরিয়ে পড়লেন। একটা নাসারিতে গিয়ে চারফুট সাইজের কৃষ্ণচূড়া পছন্দ করে গাছটা নিয়ে কবরস্থানে পৌঁছালেন। দুজন কর্মীকে সাথে নিয়ে গর্ত করে ঠিক মাথার দিকে গাছটা লাগিয়ে দিলেন। একটা তপ্তির আবেশ শরীর চুইয়ে নেমে গেল। যৌবনের সেই জ্বালাবহ দিনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যে যাপনপর্ব পার করেছেন, আজ গাছটা লাগিয়ে কেমন যেন হালকা লাগল।

এরপর থেকে প্রায়দিনই সেখানে গিয়ে গাছটার পরিচর্যা করতে শুরু করলেন। এক বষার মুখে গাছটা লাগিয়েছিলেন, পরের বর্ষা আসার মুখে ডালে আর পাতায়ে যেন রূপের বাহার ছড়িয়ে পড়ল। ইদানীং প্রায়ই চলে আসেন। এবার বর্ষা আসার মুখে মনে হল, তাঁর কবরের জমিটুকুর চারপাশ দিয়ে যদি ছোট ফুলগাছ লাগানো যায়? আবার ম্যানেজারের কাছে আন্ধার। এতদিনের আসা-যাওয়ায় কোম্পানির লোকজনের কাছে ঠাকুমা কিংবা দিদিমা হিসাবে পরিচিত হয়েছেন।

সেদিন একজন বলেই বসল, এই এক বছরে ঠাকুমার বয়েস যেন অনেকটা কমে গিয়েছে। প্রমিতাও আজকাল বেশ ঝরঝরে অনুভব করছেন। যদিও বৃকে বেশ কাশি জমেছে। শেষরাত্তে কাশিটা বেশ কষ্ট দেয়। তবে ও কিছু না। মাথার মধ্যে এখন ঘুরছে ছোট ফুলগাছের চিন্তা। এবারও ম্যানেজার আন্ধার ফেলতে

পারলেন না। ব্যাস, প্রমিতা দৌড়ালেন নাসারির পথে। অনেক ফুলের মাঝে ক্রোকাস নামের একটা বিদেশি ফুলকে পছন্দ হল। ক্রোকাস বাংলায় জাফরান ফুল হিসাবেই পরিচিত। বেশকিছু চারা নিয়ে পৌঁছালেন তার শয্যাভূমির পাশে। এখন মাটি বেশ ভেজা রয়েছে। এই সময় লাগিয়ে দিলে বসন্ত আসতে আসতেই কবরটার চারপাশ সাদা, নীল, বেগুনি, জাফরানের রংবহারিতে জায়গাটা অপূর্ব চেহারা নেবে। প্রমিতাদেবী কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকলেন।

সময় পেরিয়ে গেল অনেকটাই। শীত-হেমন্তের দিন পার করে বসন্তের উদাস হাওয়ায় ক্রোকাস আর কৃষ্ণচূড়ার ডালে, পাতায় পাতায় ছুঁয়ে যেতে শুরু করল। অলস দুপুরে কিংবা শেষ বিকেলের আধাে আলো সন্ধ্যার মুখে ওরা যেন কারও খোঁজ করতে শুরু করল। ইদানীং প্রমিতা একটু বেশি আসছিলেন। বৃক্কের কাশিটা বেশ কষ্ট দিচ্ছিল। তবুও সপ্তাহে দু’দিন যেতেন। তবে গত দু’সপ্তাহে একবারও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজ শরীরাটা ভালো। তাই আগামীকাল যাবেন বলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। সে রাতে প্রমিতা আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখলেন। ক্রোকাস গাছগুলোর পাতা ছেঁতে সমান করে যখন কৃষ্ণচূড়া গাছের তলাটা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন, তখনই নজর পড়ল— তার স্বামী আর ছেলে কবরটার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী আশ্চর্য, যাদের তিনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন, মন থেকে চিরতরে মুছে ফেলেছিলেন, তারা হঠাৎ এল কী করে? প্রমিতা কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। দুজনেরই বড় বিষয় মুখ, নেন অপরালবোধ ফুটে উঠছে। প্রমিতা ওদের আপ্যায়ন করলেন, কিন্তু কোথায় যে ওদের বসতে বলবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না।

এতদিনের রাগ-দুঃখ-অভিমান ভুলে ওদের বসানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চারপাশ হাতড়াচ্ছেন, একটা অস্থগ্তি তার শরীরটাকে ঘিরে ধরছে। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজ়ে উত্তে শুরু করল। ইস, একটু বসার জায়গা...

পরদিন অফিসে ঢোকার পথে ম্যানেজার ভদ্রলোকের হঠাৎ কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে নজর পড়ল। বাঃ বেশ লাগছে তো। এই মৃত্যু উপত্যকায় কৃষ্ণচূড়ার বুকজুড়ে কুঁড়ি থেকে লালচে ফুলগুলো হঠাৎ করের বেরিয়ে এসে প্রান্তরটিকে মুখরিত করে তুলেছে। ম্যানেজারের মনে পড়ল, গত সপ্তাহ দুয়েক বৃদ্ধা আসেননি তো। অফিসে ঢুকেই ম্যানেজার ফোন তুললেন। মিস মুখোপাধ্যায়কে খবরটা দিলে খুব খুশি হবেন। হয়তো একটু পরেই ছুটে আসবেন। ম্যানেজার রি় করলেন। গাছটার দিকে আবার নজর পড়ল। একটা হলুদ পাখি গাছের ডালে দোল খাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে করে ডানা মেলে আকাশের দিকে রওনা গিল।

অনেকদূরে, প্রমিতার ঘরে তখন ফোনটা বেজে চলেছে। বেজেই চলেছে।

অণুগল্প

অদৃশ্য দশভুজা কাকলি ভদ্র

যোল বছর বয়স পর্যন্ত টুপুরের পৃথিবীটা ছিল ম্লিঞ্চ এক কাচের খেলনার মতো... নিটোল, সুরক্ষিত এবং মখমলে মোড়া। কিন্তু নিয়তির এক নির্মম অমোঘ বাড়ে তাদের সেই সুখের আলপনা-আঁকা সংসার নিমেষে চুরমার হয়ে গেল। বাবা-মায়ের আকস্মিক প্রণয়ের অবর্ণনীয় শোকের ছায়া কাটতে না কাটতেই নিজের কাকরা সূক্ষ্ম চালে কেড়ে নিল তাদের পৈতৃক স্নেহের শেষ আশ্রয়টুকু। আট বছরের অনূজ রিদমের হাত ধরে কলকাতার রক্ষ রাজপথে এসে দাঁড়াল সে।

কিন্তু নিয়তির এই রুধ প্রাঙ্গণে কান্নার অবকাশ কোথায়? যে কোমল হাত দুটিতে একসময় কেবল অলীক রূপকথার বই শোভা পেত, সেই হাতগুলো জীবনসংগ্রামের তাগিদে হয়ে উঠল দশ হাতের সমান অপ্রতিরোধ্য। ভোর চারটের আলো-আঁধারিতে উঠে মানুষের ঘরে ঘরে টিফিন কারিয়ার পৌছে দেওয়া, দুপুরের হাড়ভাঙা খাটুনির ফাঁকে সময় বাচিয়ে সান্ধাকালীন ল’ কলেজের ক্লাস করা, বিকেলের টিউশনির ক্লাস্টি আর গভীর রাতে কম্পিউটারের পদয়ি অনলাইনে



যোগ-বিয়োগ

মনীষিতা নন্দী

তখন বিকেল হয়ে এসেছে। আলতো আদর মাখিয়ে লুকোচুরি খেলছে শেষ বেলার আশ্বিন রোদ। তিস্তাকে বামে রেখে কাশবন ভেদ করে হেঁটে যাচ্ছে দিদি আর ভাই। বহরু পাখিগুলো ব্যবধান। রক্তের যোগাযোগ আছে কি নেই, জানা নেই। তবু এই হেঁটে যাওয়াটুকু সতি। বেশ কয়েকমাস পর দেখা। ভাই জালাল, হারিয়েছে তার সুখেদারের গান। দিদি জানে, এই সুখেদয়ি আর কিছু নয়, প্রেমিকার সন্ধানমা। সে ঝাঝবিকভাবেই কারণ শুনতে চেষ্টে, জ্ঞেনেছিল, প্রেমিকা বিষয়হীনতার ভারে ক্লান্ত। সহজ কথায় গরিব, লক্ষ্যভ্রষ্ট, শুধু

শিল্পী হয়ে বাঁচতে চাওয়া প্রেমিকের ‘ভরসা’ হতে হতে ক্লান্ত।

এবার ভাই শুনবে দিদির কথা। সে মেয়ে আবার বড্ড অভিমানী, বিরহিনী। সদ্য সে মা হয়েছে। মা দুর্গার মা। ছুঁয়ে নোবার আগেই দুর্য্য ভেসে গেছে বাঁশির সুরে। ভাই বুঝেছে, ‘কন্যাজ্ঞাণ’ হবার অপরাধে পৃথিবীর আলো-হাওয়া দেখা হয়নি তার। সমস্ত বিসর্জন শোবে, শারদ বিকেলের মিঠে রাশে দিদি আর ভাই হয়ে হাত রাখল। দূরে কাশঝাঁকের বুক ফেটে বেরিয়ে আসছে রেলগাড়িটা। ওধারের লুকোনো রেলের রাস্তাটা ওদের পরিচিত। বিকেল গড়িয়ে রাত। তারপর রাতভোর। এই শেষটায় বিচ্ছেদ ছিল না। ততক্ষণে দেখা মিলেছে অপ-দুর্গার, আবারও বছর কুড়ি পর। চোখের পাতা স্থির। অন্যড় দুটো শরীর সম্পূর্ণ ক্ষতবিক্ষত। রক্তাক্ত।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান।
কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট)
লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com



লিওপক্ষের শেষ, শূন্যতাপক্ষের সূচনা



স্বস্তিক চৌধুরী

রোজারিওর ছোট ছেলোটোও

একদিন বড়ো হয়ে গেল।

এস্তাদিও মনুচোটাল স্টেডিয়াম।

ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে কতটা

দূর? কতই বা দূর কলকাতা থেকে?

তবু বুয়েন্স আয়ার্সের কোনও এক

তরুণীর গাল বেয়ে নেমে আসা স্মৃতিক স্বচ্ছ বিন্দু কি কোনওদিন পৃথক ছিল সুদূর মহানগরীর কিশোরের কান্নার সঙ্গে? জানি না, যেমন জানি না কেন একদিন হঠাৎ হাইরাইজ হয়ে গেল আমাদের হরিশখড়োর মাঠ। বুড়ো বটতলার আড়াগুলো কেমন যেন ফিকে মনে হল একদিন। নারান কাকার চায়ের দোকানটায় শুধু টিমটিম করে আলো জ্বলে। আর ঘ্যাসঘ্যাসে রেডিওকে রেড কার্ড দেখিয়ে মাঝেমাঝে ‘কানেক্টেড’ আওয়াজ শোনা যায়। গোটা পাড়াটা কী অদ্ভুত শুদ্ধতায় বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিল। আর আমরা যারা একদিন কাদামাথা জার্সি গায়ে কথা দিয়েছিলাম চারবছর পরের বিশ্বকাপটাও একসঙ্গে দেখব, তারা পাড়ি দিলাম পুনে কিংবা ব্যাঙ্গালোর। হাফ প্যাভেলের ক্যাচকোচ আওয়াজ আর বিকেলের সঙ্গী নীলসাদা জার্সি, দুটোরই ঠাই নেই পুরোনো উঠোনটায়।

তোমাকে ঘিরে কত পাওয়া। তবু না পাওয়াগুলো যে বেশি আপন। ওই যে বারবার ব্যর্থতা। নিজের দেশে কুশপ্তলিকা দাহ। তুমি কাতালানদের, আলবিসেসেলের নও। তবু তোমার সেই গৌয়াতুমি জেদ। প্রথান করার খিদের। সেই ছোটবেলা থেকে, নিউওয়েলস ওল্ডবয়েজ। বাথরুমে বন্দী ছোট একরঙা। কোনওক্রমে জানলা ভেঙে বেরোনো। কুড়ি মিনিট বাকি, কুড়ি মিনিট যথেষ্ট। হ্যাটট্রিক। প্রবল আধাসনে কাঙ্ক্ষিত সাইকেল খুঁজে পাওয়া। তারপর কত জল বয়েছে রিও দে লা প্লাতা দিয়ে। আমরা সময়ের প্রহর গুনছি। সেই কবে থেকেই। কেউ ভালো খেললেই ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা। কিন্তু বাবা বলতেন ঈশ্বর অতুলনীয়। স্যাভিওলা, রিকেলমে, আইমার, ক্রেসপো হয়ে শত জেনাকির আলো জমা হয় তোমার বাঁ-পায়ে। তুমি হেঁটে বেড়াও গোটা মাঠে। কোনও এক রিপোর্টে পড়েছিলাম, তুমি সত্তর শতাংশ সময় না দৌড়েই ফুটবল খেলো। তবু কী অমোঘ মাধুর্য ও হেঁটে চলায়। কী বিশ্ময়কর ভালোবাসা। গুরু পেপে চান, তুমি ওভাবেই ফুটবল খেলো। অদ্ভুত প্রশান্তিময় হিটাই তোমায় পৌঁছে দেয় স্বর্গলোকে।

নেপথ্যে পিটার ডুরির ব্যারিটোন। আজও পৃথিবীর যে প্রান্তে টায়ার



জনতা, কেউ না কেউ ১০ নম্বর জার্সি গায়ে তুলে নেয়। এই অপ্রাকৃত অস্তিত্বের উত্তরাধিকার তুমি পেয়েছো ঈশ্বরের সান্নিধ্যে। যে ঈশ্বর কাক্সেপে স্থান দেন অমূল্য পদে, চে অখিষ্ট হন যার ডান বাহুতে। হাতানা সিগার হাতে তিনি অন্যলোকে বসে হয়ত সবটুকু দেখছেন।

দিব্লি। তপ্ত যন্ত্রমন্ত্র। এক তরুণ তোমার নীল-সাদা জার্সি গায়ে সুদূর কেব্রালা থেকে পৌঁছে গিয়েছিল রাষ্ট্র মোরামতির দাবিতে। তাদের কাউকে হয়ত চেনাও না তুমি। কিন্তু আমরা আগলে রাখি তোমায়, লালন করি অপরাজিত বিশ্বাস। যারা কোনওদিন কিছু হতে পারবে না। এই হিংস্র সময়ে শাসকের বিরুদ্ধে গলা তোলার দুঃসাহস নেই আমাদের। আমরা তাই আন্দোলনরত নারীরও শরীর খুঁজি, ট্রোল করি আর দেবীপক্ষে আরাধনা করি দেবতাদলনী, অসুরবিনাশিনী মেয়ে। তবু জাতি হিসাবে স্বাক্ষর রেখে যায় যারা, তাদের আশ্রয় হোক তোমার নীল-সাদা। এই সুন্দর পৃথিবী তোমার আলিঙ্গনে সুন্দর হয়েছে বারবার। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় তুমি গোলাপ পুঁততে চেয়েছো। কিন্তু আজ তো অনেক বদলে গেছে নীল গ্রহ। ঘৃণার বেসাতির পাতে ভরেছে। আমরা বিশ্বাস করিনি।

বাইশের পর ছাঞ্চিশ আমাদের প্রত্যয়ে হাতুড়ি মেরেছে। আমাদের কোনও দুঃখ নেই লিও। অপেক্ষার কী নিদারুণ লাভবা ত্য আমরা জানি। সেই স্থূলজীবন থেকে ঘৃণার বিপরীতে আমরা তোমার ভালোবাসার প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কত আক্রমণ হাসিমুখে সরিয়ে। শুধু অপেক্ষা করে গেছি। আমরা তেবেই নিয়েছিলাম, সব পেলে নষ্ট জীবন। ভেঙে পড়ি প্রতিদিন। তিনটে ফাইনালের বোঝা। একে একে ছেড়ে

যাওয়া সহযোগীদের ভিড়। রক্তাক্ত মাসচেরানো। মুখ গুঁজে পড়ে থাকা রোগা দো-হারা চেহারার অ্যাঞ্জে। কুন আন্তুয়েরোর অসুখ। তবু তুমি পড়ে থাকো, আমরা পড়ে থাকি আর কিছুদিন। তারপর বুস্তের অন্য প্রান্তে একজন স্ক্যালোনি এসে দাঁড়ান। আমরা লুসেইল পৌঁছে যাই। ফুল ফোটে সিরিয়ার অর্ধমৃত গোলাপ গাছটায়। গাজার ধ্বংসস্তুপে জায়ান্ত স্ক্রিন লাগানো হয়। অপ্রতিরোধ্য রাষ্ট্রকে কামড়ে ধরে আরশোলার। গিজগিজ করতে থাকে রাস্তা।

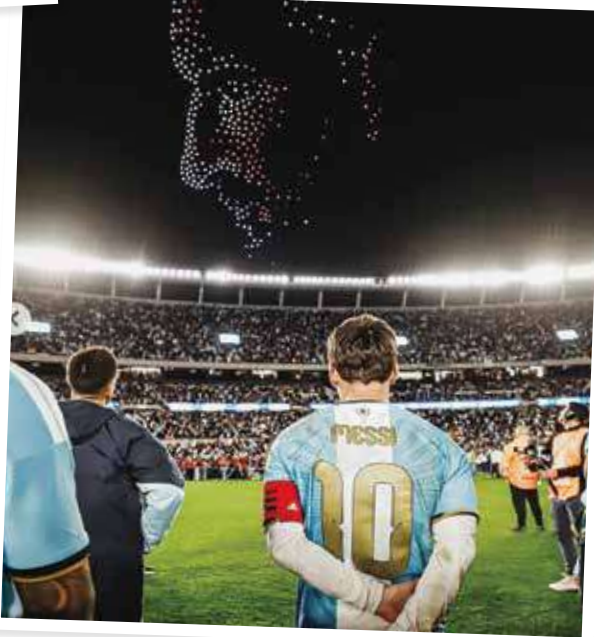
কিন্তু সময়? গলার কাছটা এভাবে কেন দলা পাকাচ্ছে লিও? আমি তো সব পেয়েছি, যা যা চেয়েছিলাম। তবু সব হারানোর যন্ত্রনা কেন বিধছে শরীরে। আচম্বিতে কামড় বসাচ্ছে বুকের। দেখো লিও, সেই ছোট ছেলোটো কাদছে। তুমি যখন অভিমান করে সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলে, ও চিঠি লিখেছিল তোমায়। এনজো বলেছিল না যেতে। আজ ও তোমার পাশে। দুচোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে ওর।



ধোঁয়া ধোঁয়া স্টেডিয়াম।

এমি, তোমার আদরের দিবু। যে না থাকলে হয়ত অধরা থেকে যেত শেষবারও। ছাঞ্চিশের ফাইনালেও বারবার ভরসা জুগিয়েছে। একটা ভুল। ফেরান টোরেস, আমাদের ফেরান, কত গালাগাল করেছি কাতালান জার্সি গায়ে, সেদিন কিন্তু ও ভুল করেনি। তোমার হাত ধরে তুলে নেওয়া ইয়ামাল। উত্তরাধিকার। আমি তো ওর হাতেও কাপ দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। হেরে যাওয়ার কষ্ট নয়। সবুজ গালিচা পেরিয়ে তোমার ওই টানেলের দিকে হেঁটে যাওয়া দেখে। অবশ্য সময়কে উন্টোদিকে ঘোরানোর একটা প্রাণপন চেষ্টা তো তুমি করেছিলে। নইলে শেষ ম্যাচেও নামের পাশে দুটো অ্যাসিস্ট আর একটা গোল! আর সমাপনটায়ও চিন্তা করো, ম্যাচের প্রথম গোল তোমার অ্যাসিস্ট থেকে করল এই দলে তোমার সবচেয়ে পুরনো সতীর্থ। দ্বিতীয় গোল এল, তোমার পরবর্তীতে যার কাঁধে অনেকটা থাকবে অর্জেন্টিনা ফুটবলের ভালোমন্দের দায়িত্ব তার পা থেকে। আরও কাকতালীয় শুনবে? ওদের দুজনের জার্সি নম্বর ১৯ এবং ১৮, যে দুটো একদম শুরুর দিকে তুমি গায়ে চাপিয়েছিলে। কিন্তু তারপরেও লিও সময় তো খামল না!

খিঁচাণোর চোখে জল। অপত্য মেহ। যেমন তুমি ছিলে হোহের কাছে। তার চলে যাওয়া। আজকের ডিজিটাল যুগেও হাতে কলমে লেখা একটা চিঠি। যে চিঠি বেদনা। যে চিঠি বেদনা। আমাদের মত ছেড়া ডায়েরির মধ্যবিন্দু কিছু অক্ষর। চোখটা জ্বালা করছে লিও। ওই খোঁয়া ধোঁয়া আবহ, মেসি-মেসি চ্যাট পেরিয়ে তুমি এবার একা হেঁটে যাবে অনেকটা দূর। আর রাত জাগবো না আমরা? একসঙ্গে? আমাদের র্তো সব না পাওয়াগুলো একসঙ্গে উদযাপন করার কথা ছিল। কথা ছিল একসঙ্গে কাদার। আমাদের কান্নায় মিশে যাওয়ার কথা ছিল ‘লা মালভিনাস’ আর দিল্লি পুলিশের কাদানে গাস। তোমার আজন্ম ম্যাঞ্চিক দেখানোর কথা ছিল লিও। তুমি তো কথা রাখলে না জাদুকর! আমাদের ছোটবেলাটা চুরি করে নিলে? আমরা কী নিয়ে বাঁচবো এবার? রোজারিওর ছোট ছেলোটোও একদিন বড়ো হয়ে গেল!



আমাকে আমার মতো থাকতে দাঁও

রোদ্র মিত্র



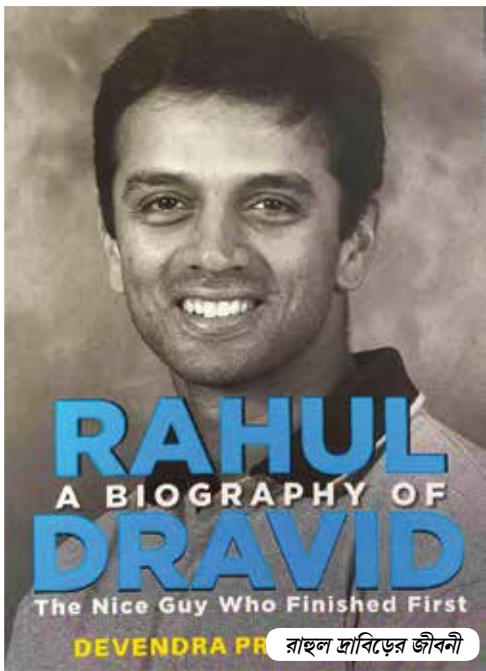
আই হ্যাভ লস্ট মাই পিস। যে শান্তি আর ধ্যানমগ্নতার জীবন ছিল, সেটাই হারিয়ে গিয়েছে। আমি ফিরে যেতে চাই সেই খেলোয়াড়-জন্মে। যেখানে ইস্টাগ্রাম ফলোয়ার্স নেই। ব্র্যান্ড প্রোমোশান নেই।

সেলফি তোলার হিড়িক নেই। আছে শুধুমাত্র ফুটবল।

কথাগুলো বলছিলেন, ভোজিনহা। মাস তিনেক আগেই ফুটবল-বিশ্ব তোলপাড় করে দিয়েছিলেন যিনি। আপনাদের মনে আছে, কেপ ভের্দের কথা? বিশ্বকাপের গ্রুপ-পর্বের প্রথম ম্যাচ। প্রতিপক্ষ, একজন ইউরোপিয়ান জায়ান্ট এবং পরবর্তীতে টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ান স্পেন। সেই ম্যাচে, গোলপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে, একা, সাতটি অতিমানবীয় সেভ। ম্যাচের ফলাফল, গোলশূন্য ড্র। লামিনে ইয়ামাল, ফেরান তোরেস, রিভি-পেদ্রির মতো বড় নামের থেকে পুরো স্পটলাইট যেন কেড়ে নিয়েছিল একটা নাম। চম্পিয়ন বছর, ঝাঁকড়া চুল, দুর্ভেদ্য কনসেন্ট্রেশন। ভোজিনহা। সংবাদপত্রে দুনিয়াক্যাপানো হেডলাইন: সোনালী ঈগলের সঙ্গে নব্বই মিনিট...

শুধুই কি স্পেন? নকআউট পর্বে, বিপক্ষে ছিল অর্জেন্টিনা। পেনাল্টিবক্সের টিক বাইরেই ছিল একটা ফ্রি-কিক। খেলার বয়স, ৭৬ মিনিট। ফলাফল, ১-১। ভোজিনহা তখন ফ্রি-কিক ওয়াল সাজাতে ব্যস্ত। খানিকটা অপ্রস্তুতও। সেই অপ্রস্তুতির সুযোগ নিতে চেয়েই, চকিতে ফ্রি-কিক নিলেন লিওনেল মেসি। কিন্তু গোলপোস্টের বাঁ-দিক থেকে ডানদিক-যেন ডানা মেলে উড়ে গেলেন ভোজিনহা। তারপর অকল্পনীয় একটি সেভ। যা দেখে স্বয়ং ঈশ্বরও খানিক হতবাক।

এহেন স্বপ্ন অথবা সংগ্রামের গল্প বদলে যাবে তারপরেই। ভোজিনহার ইস্টাগ্রাম ফলোয়ারের সংখ্যা, একরাতের মধ্যে বেড়ে হবে এক মিলিয়ান।



ইউটিউবে ভিডিও ফুটেজ ঘুরবে। ভোজিনহা যে

ক’টি অবিশ্বাস্য সেভ করলেন বিশ্বকাপে সেগুলোর কোটি কোটি ভিউয়ারশিপ হবে। মিনিটে মিনিটে রিলস। ফলাফল, একজন গোলকিপারের যেটুকু তময়তা, শান্ত জলে ডুব আর কনসেন্ট্রেশন-ভেস্তে গেল মুহূর্তেই। বলা ভালো আমরা ভেস্তে দিলাম, মুহূর্তেই।

শুরুতেই একটা বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ম্যানুয়েল নয়্যার, থিবে কুতেরিয়া অথবা অ্যালিসন বেকারের মতো গোলকিপারের সঙ্গে ভোজিনহার কিশিৎ ফারাক আছে। তাঁরা পারফরম্যান্সের নিরিখে সমতুল্য। বিশ্বকাপের মঞ্চে কখনও হয়তো তাঁদের ছাপিয়েও গিয়েছেন ভোজিনহা। কিন্তু তার বাইরে? প্রতি পলে স্পটলাইট-কেব্রে, প্রতি সপ্তাহে

সাংবাদিক সম্মেলন, প্রতি ম্যাচের আগে-পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল প্রশস্তি অথবা মিম মেটেরিয়াল-এই সমস্তটায় ভোজিনহা অভ্যস্ত নন। আসলে অভ্যস্ত হতেও চান না। তিনি বলছেন, নামের পাশে একটি ট্যাগ বসে গিয়েছে-‘গ্লোবাল সেনসেশান’। কিন্তু তার অন্দরে যে দুঃসহনীয় বাস্তব আছে, সেটা কি কেউ জানতে চায়? নিভুতে, গোলপোস্ট আকড়ে, কেবলই ফুটবল অনুশীলন করতেই চেয়েছিলেন ভোজিনহা। কনসেন্ট্রেশানের প্র্যাকটিস। যেভাবে কেউ কবিতা লেখে, যেভাবে কেউ ধান বোনে, যেভাবে ব্যাট করতেন রাহুল দ্রাবিড়...

রাহুল দ্রাবিড়ের একটি সাক্ষাৎকারের কথা বলি। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কনসেন্ট্রেশান আসলে কী? দ্রাবিড় যেভাবে উত্তর দিলেন, ধরুন, একজন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করেছে। পিচে সেট হয়ে গেছে। ম্যাচ হাতের মুঠোয়। সেই মোক্ষম মুহূর্তে, নিজের উইকেট ধরে রাখাটাই কনসেন্ট্রেশান। অর্থ হয়, যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজের সহজাত খেলাটার স্থাপ হও। একটা

সেঞ্চুরি মানেই পরবর্তী পাঁচটা ম্যাচের জন্য আমি প্রস্তুত-এহেন চিন্তা ক্ষতিকর। ভোজিনহার ক্ষেত্রেও একথাই যথাযথ। তাই ‘গ্লোবাল সেনসেশান’-এর পরবর্তী সময়গুলোতে, একজন খেলোয়াড়ের প্র্যাকটিস আরও গভীর, কঠোর আর দায়িত্ববোধে ভরপুর হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই? সে কি তখন মদ, জয়া আর তামাকের বিজ্ঞাপনে মত্ত থাকতে পারে?

এইখানেই যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, একজন খেলোয়াড়ের অ্যাবসোলিউট লক্ষ্য কী? মাঠে নিজের সর্বশক্তিকে উজাড় করে দেওয়া। এবং অবশ্যই, জয়-পরাজয়েরও উর্ধ্বে, একটা ফোকাসড সংগ্রাম। কতটা রক্তধাম তুমি মিশিয়ে এলে? ক্রীড়া-ইতিহাস কিন্তু ইস্টাগ্রাম ফলোয়ার অথবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জামাকাপড়ের ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে তুমি মুখ



দেখিয়েছিলে কিনা—মানে রাখবে না। মানে রাখবে, মেধা। ক্রীড়া-দর্শন। জীবনবোধ। সেখানে যদি বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে মশাই লোকাল সেনসেশানেও পাতা পাবেন না কিন্তু!

আপনারা বলবেন, এ-হল খ্যাতির বিভ্রম। তাই বলে কি একজন মানুষের ব্যক্তিগত স্পেস লঙ্ঘন করা সর্মথনযোগ্য? এই প্রশ্নকে বিরাট কোহলির কথা মনে পড়ল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২২। বিরাট তখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। পার্থের যে হাটেলে ভারতীয় দলের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে। একজন হোটেল স্টাফ বিরাটের অবর্তমানে, বিরাটেরই হোটেলঘরের ভিডিও তোলেন। তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে দেন। ভোজিনহা

সেলেরিটির সঙ্গে ছবি তুলেছি। কেমন লাগছে? কেওটিক আর ভিজুয়ালি ডিসটর্টেড পৃথিবীর বিপ্রতীপে, ভোজিনহা দাঁড়িয়ে থাকবেন। একা। ভোজিনহার ফুটবল কেরিয়ার যদি লক্ষ্য করি, তিনি নানা দেশে নানা সময়ে খেলেছেন। গোল সেভ করেছেন। বলা যেতে পারে, একজন ভ্রাম্যমাণ

ফুটবলার! শৈশবে কেপ ভের্দের। তারপর অ্যাসেন্সো। মন্ডোভা। সাইপ্রাস। স্লোভাকিয়া। সম্প্রতি, চিলির একটি জায়ান্ট ক্লাবে, নাম-‘কোলো-কোলো’, গোলকিপার হিসেবে সই করেছেন সেখানে। এই যে এত দেশের ক্লাবে ফুটবল খেলে, ভোজিনহা একখানা নিরালোচনীয় খুঁজছেন, খুঁজছেন শান্তি, যেন ফিরে যেতে চাইলে গত খেলোয়াড়-জন্মে, আসলে সেই কনসেন্ট্রেশানের প্র্যাকটিসের জন্য। রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন, এই কনসেন্ট্রেশানের একটা সুইচ আছে। অন আর অফ করা আরগুই অনাতে হবে। ভোজিনহা সম্ভবত সেই চেষ্টাতেই আছে।

যে ফুটবলের জন্য কেপ ভের্দের সঙ্গে আলাপ হল আমাদের, ভোজিনহা হয়ে উঠলেন সেই দেশের সুপারহিরো, একটা স্পটলাইট কেপ ভের্দের ফুটবল-জগতে পড়ল। আফ্রিকার ওপরেও পড়ল। কিন্তু আরও আশ্চর্য মেঘার কোনও ফুটবলার ভবিষ্যতে উঠে এল সেই দেশ থেকে? ইউরোপে খেলার সুযোগ পেল কেউ? আমাদের লক্ষ্য বরং শুধুমাত্র সেখানেই থাকুক। লক্ষ্য থাকুক তাঁদের পারফরম্যান্সে। ফুটবল ফ্যান হিসেবে আমাদের ওপরেও তো কিছু দায়িত্ব বতায়, তাই না?



ভারতে তাঁদের ঘিরে যে কোলাহল সেখান থেকে দূরে লড়েন এভাবেই নির্ভঙ্কর জীবন কাটাচ্ছেন বিরাট-অনুস্মা।

বোলারদের কেরিয়ার ঝুঁকির মুখে : গম্ভীর

ফের তোপ দাগলেন পিচ নিয়ে

ইন্দোর, ১০ অক্টোবর : ওডিআই সিরিজের শেষ ম্যাচে ৩৫১ রান করেও হারতে হয়েছিল। শুক্রবার রাত্রির টি২০ টক্রে টেকনি ভারতের ২৪৯ রানের এডারেসও। একপেশে যে ব্যাটিং দাপটে ফের পিচ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের হেড কোচের দাবি, এই ধরনের পাটা, ব্যাটিং সহায়ক পিচ বোলারদের কেরিয়ারকে প্রকটিকের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

বোলারদের পাশে দাঁড়িয়ে পালাটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘আপনারা কি ব্যাট ও বলের মধ্যে তুল্যমূল্য লড়াই দেখতে চান না? আপনারদের মতো আমরাও সমানে-সমানে লড়াই দেখার পক্ষে। তাছাড়া এরা আমাদেরই বোলার। এই ধরনের পিচ বোলারদের কেরিয়ারকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। মনে রাখা উচিত ওরা অনেক পরিশ্রম, ঘাম ঝরিয়ে ভারতীয় সাজঘরে জায়গা করে নিয়েছে। আর ব্যাট-বলের লড়াইয়ে ভারসাম্য থাকলেই ম্যাচ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।’

সঞ্জ স্যামসন, শ্রেয়স আইয়ারদের দাপটে ২৪৯ রান তোলে টিম ইন্ডিয়া। এত রান করে হারের নজির নেই ভারতে। ওতমই কখনও ২৪৯-এর চ্যালেঞ্জে জেতেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু রাঁচিতে একেবারে উলটপূরণ। শাই

হোপ, শেরফানে রাদারফোর্ডরা সব হিসেব উলটে দেন। পিচকে দৃশ্যলো হার থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা ঈশান কিশানদের হেডস্যারের।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর আরও বলেছেন, ‘কোনও হারকেই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আরও উন্নতি করতে হলে সমস্যাকে অবহেলা করলে ভুল হবে। আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। লক্ষ্য আরও উন্নতি করা।

এদিন বোলারদের জন্য কঠিন পরীক্ষা গেল। পাটা উইকেট, শিশিরের সমস্যা ছিল। তবে আমাদের এর হালও খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষত, যখন প্রথম ওভারে দুই এবং পাওয়ার প্লে-তে ৩ উইকেট খুঁয়ে ফেলেছিল প্রতিপক্ষ।’

কারিবিমান দলকে তাদের প্রাণ্য কৃতিত্বকে অবশ্য খাটো করতে রাজি নন। গৌতম গম্ভীরের কথায়, ‘ওদের কৃতিত্ব প্রাণ্য। হোপ এবং রাদারফোর্ড যেভাবে

খেলল, তা প্রশংসনীয়। জানি ওরা এই ফরম্যাটে বিশ্বমানের ব্যাটার। হোপ ওডিআইয়ের পাশাপাশি টি২০-তেও অত্যন্ত সফল। পরিসংখ্যান ওর হয়ে কথা বলবে। প্রথম ওভারে ২ উইকেট হারানোর পর কঠিন পরিস্থিতিতেও দুদান্ত খেলল। রাদারফোর্ডকে নিয়ে লম্বা পাটনারশিপ গড়ল রানের গতি বজায় রেখে।’

রাঁচির জেএসসি স্টেডিয়ামের ব্যাটিং স্বর্গে মায়াক্ষ যাদবের বোলিং অবশ্য ব্যতিক্রম। আশুনে গতি বজায় রাখার পরামর্শ দিয়ে গম্ভীর বলেছেন, ‘ও ফাস্ট বোলার। বোলিংয়ে তারই প্রতিফলন। কেউ যদি ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করতে পারে, তার সেটাই করা উচিত। ম্যাচে এটাই মায়াক্ষের দায়িত্ব।

এদিন সেটাই করেছে।’



শেরফানে রাদারফোর্ডের বিক্ষণসী ব্যাটিংয়ের সাক্ষ্যে অসহায় ছিলেন ভারতীয় বোলাররা।

‘১৭তম ওভারে মায়াক্ষ ঠিক ছিল’ শ্রেয়সদের ভুল ধরালেন সানি

রাঁচি, ১০ অক্টোবর : ৫ রানে ২ উইকেট হারানোর পরও ২৫০ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়! পিচকে দৃশ্যলো কেউ কেউ। কারও মতে রাতের দিকে শিশিরের উপদ্রব বোলারদের বিপক্ষে গিয়েছে। তবে সুনীল গাভাসকারের মতে, ১৭তম ওভারে কুলদীপ যাদবকে দিয়ে বোলিং করানোর খেদারত চোকাতে হয়েছে ভারতীয় দলকে।

ইকোনমি রেটও ১২-র কাছাকাছি। সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দরকার ছিল আরও বেশি গতিতে রান করা। ওইসময় একটা উইকেট তুলে নিলে হয়তো ম্যাচের রঙটাই পালটে যেত। পরিস্থিতি ভারতের অনুকূলে চলেও আসতে পারত।’

গতিতে পাওয়ার প্লে-তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টপ অর্ডারকে ধসিয়ে দেন মায়াক্ষ। কামিল পুরান, শিমরন হেটমেরায়, রোভমান পাওয়েলকে প্রথম ৬ ওভারের মধ্যে আউটও করেন। অথচ, ম্যাচ যখন হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন মায়াক্ষকে ফেরানোর প্রয়োজন মনে করেননি শ্রেয়স। গাভাসকারের যুক্তি, ‘ওইসময় একটা উইকেট পড়লে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাজ

কঠিন হয়ে যেত। নতুন ব্যাটার ক্রিজে আসত। তাঁর পক্ষে সহজ হত না। মায়াক্ষকে তাই ১৭তম ওভারে ব্যবহার করা যেত। একইভাবে নবম ওভারে শিবম দুবেকে দিয়ে বোলিংও ভুল সিদ্ধান্ত। নতুন ব্যাটার সবে ক্রিজে। তখন সেরা অস্ত্র দরকার। কুলদীপ ঠিকঠাক হত।’

যুববন্ধু চাহাল আবার পিচকেই দৃশ্যলেন। ভারতীয় বোলারদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বলেন, ‘বোলারদের জন্য কিছু ছিল না পিচে। এমনিতেই বল পুরানো হয়ে গেলে এবং পিচের পড়লে ব্যাটে ভালোভাবে আসে মাঠের বাড়িভারিও ক্রমশ ছোট হচ্ছিল। আইপিএলও দেখেছি ১৯ ওভারের মধ্যেই ২৬০ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নিচ্ছে। এই ম্যাচে যেমন ১৮-৩ ওভারে অনায়সে ২৫০ রান করে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।’

পাটা পিচে বোলারদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্পিনার। ‘কুলটা’ জুটির অন্যতম চাহালের যুক্তি, ‘বোলাররা কী করবে? পিচের যা হাল, তাতে বোলারদের দক্ষতার মূল্যই বা কী থাকল? আমি নিজে একজন বোলার। তাই বোলারদের হালটা বুঝতে পারছি।’

বোলাররা কী করবে? পিচের যা হাল, তাতে বোলারদের দক্ষতার মূল্যই বা কী থাকল? আমি নিজে একজন বোলার। তাই বোলারদের হালটা বুঝতে পারছি।

—যুববন্ধু চাহাল



তৃতীয় টি২০-র জন্য ইন্দোরে পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

হোপ-প্রাচীর ভাঙার চ্যালেঞ্জ শ্রেয়সদের

ইন্দোর, ১০ অক্টোবর : রাঁচি থেকে খালি হাতে ফেরা। ২৪৯ রানের বিশাল স্কোর তুলেও হারতে হয়েছে। ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই রবিবার সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে শ্রেয়স আইয়ারের ভারতীয় দল। রাঁচির বদলে এবার দ্বৈরথ ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে।

পরিবেশ, পরিস্থিতি যদিও খুব বেশি বদলাচ্ছে না। উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের উদ্বেগই সার। ইন্দোর ম্যাচের পূর্বাভাসেও ব্যাটিং সহায়ক উইকেট, হাইকোব্রি ম্যাচের হাতছানি। আবারও আগ্রাসী কারিবিমান ব্যাটিংকে খামানোর পরীক্ষা ভারতীয় বোলারদের জন্য।



বোলিং ব্রিগেড নিয়ে তাই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। ভারতীয় সাজঘরের খবর, শিবমের জায়গায় নীতীশ কুমার বেড্ডির প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে রবিবার। কিন্তু তাতে কি আদৌ সমস্যা মিটবে? ব্যাটিং নিয়ে স্বস্তির মাঝে নিঃসন্দেহে যা বড় খটকার জয়গা।

অবশ্য রাঁচি ম্যাচ বাদ দিলে, চলতি বছরে অক্ষরের ধারাবাহিকতা প্রশংসনীয়। অপরদিকে, স্পিন বিভাগে কুলদীপও এন্ড ফাস্টার। অভিজ দুই স্পিনার কালকের চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলান, তার ওপর ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে। ভালো শুরুও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বলে যে দায়িত্ব অর্শদীপ সিং, মায়াক্ষ যাদবের ওপর।

ফের ব্যাটিং বিক্ষোভের হাতছানি

গত ম্যাচে পাওয়ার প্লে-তে একাই তিন উইকেট নিয়েছিলেন মায়াক্ষ। এরমধ্যে প্রথম ওভারেই দুই শিকার। উল্টোদিকে রোসন চেজের স্পিনই অস্বস্তিতে ফেলে দেয় ভারতীয় টপ অর্ডারকে।

ব্যাট-বলের দ্বৈরথ টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাত যত বাড়বে শিশিরের প্রভাব থাকবে। পরে বোলিং বাড়তি চাপ। যা এড়াতে টসে জিতে প্রথমে বোলিং সেরা রাস্তা। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিনটি টি২০ জয়ই এসেছে রান তাড়া করে। আগামীকালও হোদরা রান তাড়া করতে চাইবেন। যা আটকাতে করেন যুদ্ধে শ্রেয়সের জয়ের প্রার্থনা থাকবে ভারতীয় শিবিরের।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : ইন্দোর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

মূল চ্যালেঞ্জ শাই হোপের প্রায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙা।

ওডিআই সিরিজ ভারত জিতলেও হোপ প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ভারতীয় বোলিং শক্তি নিয়ে। সফের এখনও পর্যন্ত পিচের মধ্যে দুইটি ম্যাচ জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুটোরাই মূল কারিগর হোপ। তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে হোপের অবিশ্বাস্য ১৬২ রানের ইনিংস কম পড়ে যায় ভারতের ৩৫১ রান। শুক্রবার রাঁচিতে অপরাজিত ১০২। ইন্দোরে ভুল শোষণতে একটাই রাস্তা- দ্রুত হোপের উইকেট।

প্রশ্ন বিভাডলের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? গম্ভীর যতই বোলারদের পাশে দাঁড়িয়ে পিচ নিয়ে সোচ্চার হোন, বোলিং ব্যর্থতা আড়াল করা

যাচ্ছে না। ব্যতিক্রম শুধু মায়াক্ষ যাদব। বারবার পাটা পিচ, শিশিরের উপদ্রবের চ্যালেঞ্জ অতিক্রমে হাল খোঁজার কথা শোনালেও বাস্তব ছবিটা সেই তিমিরেই। সবথেকে বিধে পরিকল্পনাইন বোলিং। প্রশ্ন তাহলে মর্নি মরকেল কী করছেন? প্রশ্নের মুখে শ্রেয়সের বোলার বদলের সিদ্ধান্তও। রাঁচি দ্বৈরথে ওঠা এই রকম এককর্ষক প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পালা হোলকার স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক হোক বা ঘরোয়া ক্রিকেট- গত ২ বছরে ইন্দোরে কোনও টি২০ ম্যাচ হয়নি। তুলনামূলক ছোট বাউন্ডারির সঙ্গে হোলকার স্টেডিয়ামে ব্যাটিং বিক্ষোভের পরস্পরা রয়েছে। ২০১৭-য় এই মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৬০ করেছিল ভারত। আগামীকাল ফের ব্যাটিং সহায়ক পিচের পূর্বাভাস। সেক্ষেত্রে কত রান নিরাপদ বলা মুশকিল। রাঁচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৫০-র

চ্যালেঞ্জ পারের পর কপালের ভাঁজ বাড়তে বাধ্য গম্ভীরদের। ক্রিকেটায় শটে ভরা হোপের ব্যাটিং। শেরফানে রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, রোভমান পাওয়েলদের পাওয়ার হিটিংয়ের সামনে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদবের স্পিন কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ। শিবম দুবে, নমন ধীরদের দিয়ে যে আগ্রাসন আটকানোর ভাবনা ফের বুমেরাং হলে কিছু বলা থাকবে না।

বাঘা যতীনের দৌড়ে এসে ক্রিকেটারদের পরামর্শ ভাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে মহালয়ার ভোরে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের রোড রেসের সূচনা করলেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার চামিভা ভাস। প্রথম দর্শনেই শিলিগুড়িকে ভালোবেসে ফেলার কথাও জানিয়ে দিলেন। প্রশংসা করেছেন বাঘা যতীন ক্লাবের উদ্যোগেরও। ভবিষ্যতে এই শহর থেকে কেউ শুভমান গিল-শ্রেয়স আইয়ারদের পাশে খেলার সুযোগ পেলে তিনি খুশি হবেন।

তার জন্য শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের পথ দেখিয়ে ভাসের বার্তা, ‘কেন জায়গা থেকে উঠে এসেছ সেটা বড় কথা নয়। তাগিদটাই আসল। সেই সঙ্গে পরিশ্রম করার ইচ্ছাটা থাকতে হবে। শুকটা বাল বলের ক্রিকেটে করা উচিত। তারপর নয় সাদা বলের দিকে ঝুঁকবে। ক্রিকেটের বেসিকটা কিন্তু লাল বলেই তৈরি হয়।’ পরে রিসা ঘোষের এই শহর থেকে উঠে এসে এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের সদস্য হওয়ার কথা তাঁকে মনে করালে ভাসের সংযোজন, ‘তাহলে রিচাই



বাঘা যতীন অ্যাথলেটিকের রোড রেসের সূচনায় চামিভা ভাস ও পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

তো প্রমাণ করেছে আমার কথাটা। বাকিরা এবার ওর দেখানো পথ ধরে হিটার চ্যালেঞ্জটা নিক।’

৫২ বছর পেরিয়েও টানটান চেহারা ধরে রেখেছেন ভাস। রহস্য নিয়ে রসিকতার ছলে তাঁর উত্তর, ‘হয়তো আমার জিনে লুকিয়ে

আছে।’ একটু খেমে তিনি বলেছেন, আসলে আমি পেসার ছিলাম। পরিশ্রম করার অভ্যাস তাই রয়েই গিয়েছে। জীবনের যে কোনও পর্যায়েই স্বাস্থ্যটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই ফিটনেসের ওপর আমি সবসময় জোর দিয়েছি।’

সদ্য ধনঞ্জয় ডি সিলভাকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কার নতুন টেস্ট অধিনায়ক হয়েছেন কুশল মেন্ডিস। যা নিয়ে ভাস বলেছেন, ‘তিন ফরম্যাটেই শ্রীলঙ্কার হয়ে ধারাবাহিক পারফরমার কুশল। তাই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে ওর সমস্যা হবে না।’

১০ কিলোমিটার রোড রেস	৫ কিলোমিটার রোড রেস	২ কিলোমিটার রোড রেস
১৩-১৭ বছর ছেলে	১৩-১৭ বছর ছেলে	১৩-১৭ বছর ছেলে
১. ফিরোজ সাদার, ২. রুদ্র ছেত্রী, ৩. অয়ন সোনাল।	১. শুভম দর্জি, ২. আদিত্য নায়ক, ৩. চুলসাহ তামাং।	১. শুভম দর্জি, ২. আদিত্য নায়ক, ৩. চুলসাহ তামাং।
১৩-১৭ বছর মেয়ে	১৩-১৭ বছর মেয়ে	১৩-১৭ বছর মেয়ে
১. রিক্তি সরকার, ২. সঞ্জিতা ওরার্ড, ৩. সুনীতা চট্ট।	১. নৈনসী, ২. সলোমি বিশ্বরম, ৩. সুনীতা পাইক।	১. নৈনসী, ২. সলোমি বিশ্বরম, ৩. সুনীতা পাইক।
১৮-২৯ বছর পুরুষ	১৮-২৯ বছর পুরুষ	১৮-২৯ বছর পুরুষ
১. প্রদীপ মাহাতা, ২. সানন্ত রাই, ৩. পলাশ হাজরা।	১. রমজান আলি, ২. মোহিত সুব্বা, ৩. বিশাল পাল।	১. রমজান আলি, ২. মোহিত সুব্বা, ৩. বিশাল পাল।
১৮-২৯ বছর মহিলা	১৮-২৯ বছর মহিলা	১৮-২৯ বছর মহিলা
১. পূজা ভাসা, ২. সংগীতা পাল, ৩. মারিয়াহ রাই।	১. প্রিয়া তামাং, ২. রাজশ্রী দেবনাথ, ৩. অনীশা মুন্ডা।	১. প্রিয়া তামাং, ২. রাজশ্রী দেবনাথ, ৩. অনীশা মুন্ডা।
৩০-৩৯ বছর পুরুষ	৩০-৩৯ বছর পুরুষ	৩০-৩৯ বছর পুরুষ
১. দুল সরকার, ২. সামন্ত রাই, ৩. সুদিন মণ্ডল।	১. হরীকেশ চক্রবর্তী, ২. পল ছেত্রী, ৩. ভুজুং ভুটিয়া।	১. হরীকেশ চক্রবর্তী, ২. পল ছেত্রী, ৩. ভুজুং ভুটিয়া।
৩০-৩৯ বছর মহিলা	৩০-৩৯ বছর মহিলা	৩০-৩৯ বছর মহিলা
১. পূর্ণিমা রাজভর, ৩. রঞ্জনা সুব্বা, ৪. সামিনা সুব্বা।	১. প্রতিমা চট্ট, ২. রোশনি শর্মা তামাং, ৩. ইচ্ছা আগরওয়াল।	১. প্রতিমা চট্ট, ২. রোশনি শর্মা তামাং, ৩. ইচ্ছা আগরওয়াল।
৪০-৪৯ বছর পুরুষ	৪০-৪৯ বছর পুরুষ	৪০-৪৯ বছর পুরুষ
১. প্রবেশ তামাং, ২. সাহাদাত আলি, ৩. রুনেশ তামাং।	১. অভিষেক নাথ, ২. দেবাশিস গড়াই, ৩. দিওয়ান ছেত্রী।	১. অভিষেক নাথ, ২. দেবাশিস গড়াই, ৩. দিওয়ান ছেত্রী।
৪০-৪৯ বছর মহিলা	৪০-৪৯ বছর মহিলা	৪০-৪৯ বছর মহিলা
১. সরস্বতী রাই, ২. সন্মিতা রাই, ৩. অনুদা তামাং।	১. অনুরাধা গুরুং, ২. লক্ষ্মী গুরুং, ৩. পিংকি লেপচা	১. অনুরাধা গুরুং, ২. লক্ষ্মী গুরুং, ৩. পিংকি লেপচা
৫০ বছরের উপর পুরুষ	৫০ বছরের উপর পুরুষ	৫০ বছরের উপর পুরুষ
১. সমীর কোলা, ২. সুবর্ণ সুব্বা, ৩. তপনকুমার মাহাতা।	১. বাদ, ২. কমা শেরপা, ৩. মিলন ভুটিয়া।	১. বাদ, ২. কমা শেরপা, ৩. মিলন ভুটিয়া।
৫০ বছরের উপর মহিলা	৫০ বছরের উপর মহিলা	৫০ বছরের উপর মহিলা
১. ক্ষীরসাগরা রামাস্মিতা, ২. সংগীতা রাই, ৩. নীতা লেপচা।	১. প্রভাতী মানা ঘোষ, ২. জ্যোতিপ্রভা দত্ত খনিকর, ৩. ডোনা মিস।	১. প্রভাতী মানা ঘোষ, ২. জ্যোতিপ্রভা দত্ত খনিকর, ৩. ডোনা মিস।

জীবনকৃতি
সম্মান
পেয়েছেন
অমিত দাম,
শ্যামল গুহ
ও
বিকাশ
ঘোষ রায়।



আল নাসেরের হয়ে সৌদি প্রো লিগে গোলের পর উল্লেখ্য ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো।

সাময়িক নিবাসিত রোনাল্ডো

লিসবন, ১০ অক্টোবর : পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন এবার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর শান্তির কথা ঘোষণা করল। শুক্রবার রোনাল্ডোর শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার কথা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে পর্তুগাল ফেডারেশন। তার আগে রোনাল্ডো ইনস্টাগ্রামে ৬ স্লাইডে প্রায় ২০০০ শব্দের বিবৃতি দিয়েছিলেন। যেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘পর্তুগাল ফেডারেশনের আমাকে শান্তি দেওয়া উচিত। আমি ইতিমধ্যেই ক্ষমা চেয়েছি। জানি আমার কৃতকর্মের ফল পেতেই হবে।’ সেই প্রক্রিয়াই এবার শুরু করা হল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত সিআরসেভেন-কে সাময়িকভাবে নিবাসিত করেছে পর্তুগাল ফেডারেশন। নরওয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে রোনাল্ডোকে পরিবর্তন হিসেবে নামানোর কথা দিয়েও তা রাখেননি পর্তুগাল কোচ জর্জে জেসুস। যে কারণেই ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো জাতীয় দলের শিবির ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে, ক্লাব ফুটবলে ফিরেই গোল পেলেন রোনাল্ডো। তার ক্লাব আল নাসের শুক্রবার রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে দিরিয়াহ-র বিরুদ্ধে। ২৩ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন রোনাল্ডো। একইসঙ্গে পেশাদার ফুটবলে ৯৮০টি গোল হয়ে গেল তাঁর। ৩৫ মিনিটে সামু কোস্তা ও ৭৭ মিনিটে কিংসলে কোমানের গোলে জয় নিশ্চিত করে আল নাসের। ম্যাচে রোনাল্ডোর সমর্থনে বড় ব্যানার এনেছিলেন আল নাসের সমর্থকরা। যাতে লেখা ছিল ‘তুমি মহত্ব অর্জন করছে। সিআরসেভেন ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে গোলদাতা।’ অন্যদিকে, ৯৮০ গোলের মাইলফকিরের জন্য সামাজিক মাধ্যমে রোনাল্ডোকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে পর্তুগাল জাতীয় দলও।

কলকাতায় এসে চিন্তায় আল শোতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতায় গা রেখেছে ইরাকের আল শোতা। কিন্তু খেলোয়াড়রা এসে গেলেও আসেনি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। সুত্রে খবর, এখনও আল শোতার জার্সি-কিট ব্যাগ কলকাতায় এসে পৌঁছায়নি। এদিকে মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ। তার আগে জার্সি এসে না পৌঁছালে কি হবে তাই নিয়েই চিন্তিত ইরাকের দলটি।

কলকাতায় আসার আগে আল শোতা বৃহস্পতিবার ইরাক লিগে ‘বাগদাদ ডার্বি’-তে আল তালাবার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে। ইস্টবেঙ্গলও তাদের শেষ ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানে বিরুদ্ধে খেলেছে। দুই দলই ডার্বি খেলেই মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচের মুখোমুখি হবে।

আল শোতা দলের রয়েছে সাতজন বিদেশি। এর মধ্যে আর্জেণ্টাইন প্লে মেকার ক্রিস্টিয়ান বারকেই লাল-হলুদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারেন। চলতি মরশুমে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন তিনি। দলে রয়েছেন ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা ইরাকের গোলরক্ষক জালাল হাসান ও মোহাম্মাদ আলি। আল শোতার অ্যাটাকিং মিডফিও বাসিম শাকির ও ডিফেন্ডার মাইখাম জব্বার ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে কলকাতায় খেলে গিয়েছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ঘণ্টাখানেক গা ঘামাল আল শোতার ফুটবলাররা। কলকাতার আর্দ্রতা নিয়েই চিন্তিত দলের সঙ্গে যুক্ত কোচিং স্টাফরা। এখানে আসার আগে লাল-হলুদ সম্পর্কে বেশ খোঁজ খবরও নিয়েছে ইরাকের দলটি। এই মরশুমে দলের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন তিউনিসিয়ার সাদি ট্রাবেলসি।

ইরাক ফুটবল আল শোতা একটা বড় নাম। ক্লাবটির বয়স ৯৪ বছর। আটবার ইরাক লিগ জয়ের নজির রয়েছে তাদের। ২০২৩ সালে আরব ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের সেমিফাইনালে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসেরের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল তারা। ওই ম্যাচে গোল করেছিলেন খোদা পর্তুগিজ মহাতারকা। চলতি মরশুমে ইরাক লিগে অবশ্য ৯ ম্যাচে ১৬ পরেই নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচেই আল সিবকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আল শোতা। এহেন ইরাকের দলটির বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটা কঠিন হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

হাত বাড়ালেই

Suvinda

গর্ভমিলনক পিল

ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED

6290 900 900 / 8017 444 555

জিতল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ১০ অক্টোবর : লা লিগায় শনিবার বার্সেলোনা ৩-০ গোলে জিতেছে গোলক্লেফে বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে তাদের ২ মিনিটে এগিয়ে দেন আস্থিনি গর্ভন। গ্যাব্রিয়েল জেসুস ৩০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান। ৭৩ মিনিটে ৩-০ করেন জুলেস কোদে। ৮ ম্যাচে টানা আট জয়ে বার্সা লিগ টেবিলের শীর্ষ স্থান ধরে রাখল।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

১ কোটির বিজয়ী হলেন

কেওড়াতলা-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির ৪৪০ ৬০৪৪৭ নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলছেন ‘ডিয়ার লটারির থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি, এটা বলতে পারাটা আমার জন্য এক বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। এই বিশাল পুরস্কারের টাকা দিয়ে আমার পরিবারের ভালোভাবে বড় নেওয়াই আমার প্রধান অগ্রাধিকার। আমাদের জীবনেও অনেক সংগ্রাম ছিল এবং এই পুরস্কারটি আমাদের পছন্দের জীবনে একটি নতুন সূচনা এনে দিয়েছে।’

পশ্চিমবঙ্গ, কেওড়াতলা-এর একজন বাসিন্দা দীপক কামার - কে দেখানো হল।

26.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

জেমিকে নিয়েই গুয়াহাটি যাচ্ছে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর : ডুরান্ড ফাইনালের ব্যর্থতা থেকে আইএসএল শিল্ড জয়, এখন সবই অতীত। সবুজ-মেরুনের নজরে এবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। সোমবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে লিগের প্রথম ম্যাচ। ওই ম্যাচ খেলতে রবিবারই গুয়াহাটি উড়ে যাচ্ছে টিম মোহনবাগান সুপার জয়েন্ট। সমর্থকদের জন্য স্বস্তির খবর, দলের সঙ্গে যাচ্ছেন অজি গোলমেশিন জেমি ম্যাকলারেন।

শিল্ডে নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচেই চোট পেয়েছিলেন জেমি। তারপর সেমিফাইনাল, ফাইনালে খেলা হয়নি। তবে গুয়াহাটি যাওয়ার আগে শনিবার বিকেলে মূল দলের সঙ্গে অনেকটা সময় অনুশীলন করতে দেখা গেল অজি বিশ্বকাপারকে।

সুত্রে খবর, তাঁকে নিয়েই নর্থইস্ট ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে মোহনবাগান। যদিও ছয়ান পেরো বেনালির দলের বিপক্ষে জেমির খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে ওই ম্যাচের পর স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে খেলতে গুয়াহাটি থেকে সরাসরি রাজধানী শহরে উড়ে যাবে সবুজ-মেরু। দিল্লি



অনিরুদ্ধ থাপাদের সঙ্গে শনিবার অনুশীলনে নেমে পড়লেন জেমি ম্যাকলারেন। ছবি : ডি মণ্ডল

বললেন, ‘আমি জানি গ্রেগ এখানে দুদান্ত খেলেছিলেন, সফল হয়েছিলেন। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে আমাদের। তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে তৈরি আমি।’

তবে প্রথম একাদশে জায়গা ধরে রাখতে হলে তাঁকে ম্যাকলারেনের মতো হাই প্রোফাইল ফুটবলারকে টক্কর দিতে হবে। চ্যালেঞ্জটাকে কীভাবে দেখছেন? প্রশ্ন ছুড়ে দিতেই মিষ্টিভাষী আরউইনের উত্তর, ‘যে কোনও বড় দলেই এমন প্রতিযোগিতা থাকবে। মোহনবাগানেও দলের গভীরতা দারুণ। আমাদের প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তারপর কোচই ঠিক করেন প্রথম একাদশে কারা খেলবে। আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ধারাবাহিক ও পরিশ্রমী হওয়া। একজন স্ট্রাইকার হিসেবে গোল করা আমার কাজ।

সেই দায়িত্ব পালনের জন্য সবসময় তৈরি।’ এদিকে শিল্ড ফাইনালে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন দেজান ড্র্যাভিচ। এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি তিনি। যদিও নর্থইস্ট ম্যাচে তাঁকে খেলানোর শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ড্র্যাভিচ মাঠে নামতে না পারলে, তার জায়গায় শুরু করতে পারেন মিগুয়েল ফিগুয়েরা।

কাজে লাগাতে চান সামির পরামর্শ টেস্ট দলই পাখির চোখ মুকেশ-আকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১০ অক্টোবর : দিল্লির বিরুদ্ধে রবিবার রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা। কল্যাণী স্টেডিয়ামের পেস সহায়ক পিচে লক্ষ্মীরতন শুক্লা রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা। কল্যাণী স্টেডিয়ামের পেস সহায়ক পিচে লক্ষ্মীরতন শুক্লা রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা। কল্যাণী স্টেডিয়ামের পেস সহায়ক পিচে লক্ষ্মীরতন শুক্লা রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা।

দুইজনেরই চোখ টেস্ট দল। দিল্লি ম্যাচের আগের দিন সেই কথাই শোনা গেল মুকেশ-আকাশের মুখ থেকে। ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন দুইজনে। যা কাজে লাগিয়ে টেস্ট দলে ফেরার রাস্তা মসৃণ করতে মহম্মদ সামির পরামর্শকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আকাশ বলেছেন, ‘প্রথমবার নিউজিল্যান্ডে যাব। একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। সামিরাই নিউজিল্যান্ডে খেলেছে। ওর মধ্যে পরামর্শ নেব। বাংলার হয়ে একসঙ্গে কয়েক বছর খেলছি। ওর সঙ্গে কথাও হয়েছে। কোচের পরামর্শও কাজে লাগবে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা বলতে চাই। তবে ম্যাচের মধ্যে কীভাবে সম্ভব হবে, জানি না। চোট

আমাকে নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের।’ মুকেশের গলাতেও প্রায় এক সুর। আকাশের মতো সামি, লক্ষ্মীর পরামর্শকে পাখের করতে চাইছেন।

দিল্লি ম্যাচের প্রাক অনুশীলনে ঘাম বারানোর পর ইরানি ট্রফির নায়ক মুকেশ বলেছেন, ‘নিউজিল্যান্ডের পরিবেশ, পিচ পরিস্থিতির পাশাপাশি ওখানে কীরকম লেংথে বোলিং করা উচিত, সেই পরামর্শ নেব সামিরাইয়ের থেকে। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে। কোচেরও (লক্ষ্মীরতন) পরামর্শ পেয়েছি। ইরানি ট্রফিতে বহুচর্চিত স্পেলের আগে আমাকে বল দেওয়ার জন্য বলেছিল কোচও। আমার নিজেরও মনে হচ্ছিল বল মুড করছে। সরফরাখ খানের (খাশভ পঙ্কজের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছিল ওইসময়) থেকে গোটা দুয়েক ওভার করার জন্য বল চেয়ে নিয়েছিলাম।’

আর বল চেয়ে নেওয়া ম্যাজিক স্পেলেরই অবশিষ্ট একাদশকে ইরানি ট্রফি উপহার দেওয়া। দিল্লি ম্যাচ খেলেই নিউজিল্যান্ডগামী বিমানে উঠবেন। ১৮ অক্টোবর সার্বিসেস বা পরবর্তী রনজি ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা নেই। যাওয়ার আগে ম্যাজিক স্পেল মুকেশ এবার জয় উপহার দিতে চান বাংলাকে।

বড় জয় চেলসির

লন্ডন, ১০ অক্টোবর : ইপিএলে বোর্নমউথের বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জিতল চেলসি। জাভি অলসোর দলের হয়ে জোড়া গোল জর্ডন হেন্ডারসন ও জোয়াও পেদ্রো। অপর গোলটি মরগ্যান রজার্সের। বোর্নমউথের গোলক্লেয়ার এভানিলসন। অপর ম্যাচে আর্সেনাল ২-১ গোলে হারিয়েছে লিডস ইউনাইটেডকে। গানার্সের গোল রিকার্ডে ও ব্রুনো শুইমারেসের। লিডসের গোলটি জেমস জার্সিনের। ৬ ম্যাচে ১৫ পরেই নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল। সমসংখ্যক ম্যাচে ১০ পরেই নিয়ে পঞ্চম চেলসি। এদিকে, টটেনহাম হটস্পারের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৭৩ মিনিটে ব্রায়ান এমবিউয়ে ম্যান ইউকে এগিয়ে দেন। সংযোজিত সময়ে সমতা ফেরান ডমিনিক সোলস্কে।

সংবর্ধিত রাজর্ষি-শ্রুতি-প্রিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর : মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে আয়োজিত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের এশিয়া প্যাসিফিক মাল্টি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিল টেনিসে পদক জিতে ফিরেই সংবর্ধনা পেলেন রাজর্ষিপ্রতিম দত্ত, শ্রুতি দাস ও প্রিয়ম চক্রবর্তী। শনিবার সকালেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাঁদের ফুল-মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম ও গ্লোবাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহাব সোসাইটির তরফে। উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ভেটেরানস অ্যাথলেটিক সোসা দত্ত। দুই সংগঠনের সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, ‘শিলিগুড়ির এই তিন প্রতিনিধি মালয়েশিয়ায় দেশের নাম



বাগডোগরা বিমানবন্দরে সংবর্ধনা দেওয়া হল রাজর্ষিপ্রতিম, প্রিয়ম ও শ্রুতিদেব।

উজ্জল করেছে। তাই এদিন ওঁদের ওঁদের সুবিধা মতো সময়ে ট্রাকশুট অভ্যর্থনা জানানো হল। আগামী দিনে উপহার ভুলে দেওয়া হবে।



কল্যাণীতে বাংলা দলের অনুশীলনে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রনজি ট্রফির মেজাজে মহম্মদ সামি। শনিবার।

সামিদের পেস আগুনই তুরূপের তাস বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১০ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ড সফরে ভুবনেশ্বর কুমারের ডাক। এবার কি মহম্মদ সামির পালা? নাকি ভুবির প্রত্যাবর্তন আরও কাটা বিছিয়ে দিল? এমনই একবাক প্রশ্ন নিয়ে রবিবার নতুন রনজি ট্রফি মরশুমে নয়া লক্ষ্য নামতে চলেছেন সামি। হোম ম্যাচে প্রতিপক্ষ দিল্লি।

২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শেষবার টিম ইন্ডিয়ায় জার্সি গায়ে চাপানো সামির কথায়, ভুবনেশ্বরের জন্য ভালো খবর। কিন্তু ভুবির নিবর্তন নিয়ে তিনি মোটেই চিন্তিত নন। লক্ষ্য একটাই, যখন যেখানে সুযোগ পাবেন, সেরাটা ভুলে ধরা। গত ২-৩ বছর ধরেই বাংলার জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করে চলেছেন। সেটাই চালিয়ে যেতে চান।

দিল্লির বিরুদ্ধে আজ শুরু রনজি অভিযান

কল্যাণীর পেস সহায়ক উইকেটে দিল্লির বিরুদ্ধে আগামীকাল শুরু ম্যাচে সামি যে তাগিদ নিঃসন্দেহে তুরূপের তাস বাংলার জন্য। অজ্ঞ সামি, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপকে নিয়ে গড়া পেস ব্রিগেড। দিল্লির কোচ বিজয় দাহিয়াও মানছেন, বাংলার পেস আক্রমণের মুখোমুখি হওয়া আর ভারতের পেস ব্রিগেডের চ্যালেঞ্জ সামলানো প্রায় এক।

কিউরেটর সূজন মুখোপাধ্যায় অবশ্য ব্যাট-বলের লড়াইয়ে ভারসাম্যের কথা শোনালেন। দাবি, ব্যাটারদের জন্যও রসদ থাকছে। মূল কথা নিজেদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। বাংলার হেড কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও পিচ নিয়ে খুশি। বলেও দিলেন, ইডেন গার্ডেন্সের পর সবচেয়ে

পছন্দের মাঠ কল্যাণী। আশাবাদী, সামির নেতৃত্বাধীন পেস ব্রিগেড সুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হবে।

এদিন সকালে চুটিয়ে অনুশীলন করে বাংলা। আকাশ ও মুকেশ দীর্ঘক্ষণ নেটে বল করেন। দিল্লির টক্কর নিতে সামি এদিনই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আগামীকাল নেমে পড়বেন দিল্লিকে কড়া পরীক্ষায় ফেলতে। স্পিন বিভাগের দায়িত্বে আমির গনি ও প্রদীপ্ত প্রামাণিক থাকলেও দিল্লির ব্যাটিংকে ধাক্কা দেওয়ার গুরুভার পেসারদের ওপরই থাকবে। অনুশীলনে বাংলা দলের ‘ভিরেট্টর অফ ক্রিকেট’ অরুণ লাল পেপটক দিয়ে উৎসাহ দেন দলকে। বলেছেন, গত কয়েক বছরে দল ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারত বাংলা।

আয়ুষ বাদেনির নেতৃত্বাধীন দিল্লিও শক্তিশালী দল। লাল বলের ক্রিকেটে লম্বা ইনসেস খেলতে সিদ্ধান্ত আয়ুষ দোসেজা ও সুনং সান্দোয়ান। সার্থক রঞ্জন, যশ ধুলের মতো তরুণ তুর্কিরা ছাপ ফেলার জন্য মরিয়া। পেস পিচের ফায়দা তুলতে মরিয়া থাকবেন নভদীপ সাইনি, সিমরজিং সিংরাও। পিচ দেখে কিছুটা স্বস্তির ঢেঁকুর বিজয় দাহিয়ার গলাতেও। ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ভেবেছিলেন আরও বেশি সবুজ উইকেটে সামিদের মুখোমুখি হতে হবে।

দিল্লি বোলিংকে সামলানোর পাশাপাশি অভিমুখী ঈশ্বরণ, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপকুমার ঘরামিদের কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব, অবসর নেওয়া বহু যুদ্ধের নায়ক অনুষ্টিপ মজুমদারের শূন্যস্থান পূরণেরও। লক্ষ্মীরতন শুক্লা আত্মবিশ্বাসী, ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই দলে ভারসাম্য রয়েছে। শুকটা ভালো হলে তাঁর ব্রিগেডকে ধামানো সহজ হবে না। অবশ্য একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চান। চোখ আপাততে দিল্লি বধে। আগামীকাল থেকে যে হিসেব মেলানোর পালা।

ব্রাজিলে আন্তর্জাতিক স্কুল গেমসে স্বপ্নিল

জলপাইগুড়ি, ১০ অক্টোবর : ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে ৩-৮ ডিসেম্বর হতে চলেছে আন্তর্জাতিক স্কুল গেমস-আইএসএফ জিমেনেসিয়াড ২০২৬। সেখানে অনূর্ধ্ব-১৮ অ্যাথলেটিক্সে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে মালবাজারের স্বপ্নিল দত্ত। গত ৫-৯



অক্টোবর গোয়ায় শেষ হওয়া ট্রায়ালে ডিসকাস থ্রোয়ে (১.৫ কেজি) ৫২.৫১ মিটার ছুড়ে ভারতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছে মালবাজার বড়দিঘি হাইস্কুলের ছাত্র স্বপ্নিল। সে গত ৩ বছর জলপাইগুড়ি সাই-তে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সাই-তে স্বপ্নিলের কোচ তথা জলপাইগুড়ি সাই ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ বলেছেন, ‘ওর ধারাবাহিক পারফরমেন্স প্রশংসনীয়। গত বছর বাহারিনে ষষ্ঠ এবং এই বছর লুমিয়ানায় অনূষ্ঠিত ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় হয়ে স্বপ্নিল।’

ফাইনাল আজ সেরা হুংকার

খড়িবাড়ি, ১০ অক্টোবর : পানিচ্যাঙ্কি রুরাল ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশনাল সোসাইটির দুইদিনের ফুটবল শুরু হল নেপাল সীমান্তের পানিচ্যাঙ্কিতে। উদ্বোধনী ম্যাচে মাটিগাড়ার আরসিসি দল টাইব্রেকারে ১-০ গোলে হারিয়েছে বড়পাড়ার দলকে। গোল করেন দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সঞ্জ ফাইনাল। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ১২টি দল অংশ নেয়।

Amul Milk. Always Fresh.

180 days shelf life

No need to boil

Anytime, anywhere

Amul GOLD

180 days shelf life

No need to boil

Anytime, anywhere

STAR HOSPITAL

SILIGURI STAR HOSPITAL

DEPARTMENT OF GASTROENTEROLOGY

AREA OF EXPERTISE:

- Gastrointestinal Diseases
- Liver Diseases
- Pancreas Diseases
- Endoscopy & Colonoscopy
- ERCP
- Glue Injection
- Hemoclipping
- Stricture Dilation
- EVL / Band Ligation
- Foreign Body Removal
- Achalasia Pneumatic Dilation
- Nasojejunal Feeding Tube Placement
- Cystogastrostomy For Pseudopancreatic Cyst

CALL FOR APPOINTMENT

1800 123 8044

800 100 6060

starhospitalslg@gmail.com

www.starhospitalslg.com

Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005

DR. MANISH KR. MISHRA

MD, DM (Gastro) Gold Medalist